১ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

১৮৫০

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১৹ দেড় আনা।)

সত্যার্ণব।

নং ১। জুলাই ১৮৫০। মূল্য /১০ আনা।

উপক্রমণিকা।

এক্ষণে গৌড়ীয় ভাষায় নানা প্রকার সমাচার পত্র মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক এবম্প্রকার বিবিধ পত্রে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা এবং বিবিধ মতের পোষকতা হইতেছে। "পূর্ণচন্দ্রোদয়" এবং "প্রভাকর" প্রত্যহ স্ব২ শীতাংশু এবং তীব্রাংশু পাত করিয়া পাঠক বর্গের চিত্ত কখন২ স্নিগ্ধ কখন বা উগ্র করিয়া থাকেন। "ভাস্কর" এবং "চন্দ্রিকাও" আপন২ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছেন। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বৈদিক তত্ত্বের প্রতিপাদন পূর্ব্বক মাসে২ দিবাকরের সংক্রমণ দিবসে বিরাজমান হয়েন। "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা" স্বধর্ম্ম গৌরবে প্রফুল্ল হইয়া বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক সর্ব্ব প্রকার মতের পোষকতা করেন। "সাধু রঞ্জনের" কথা কি কহিব? সে পত্রিকা কর্ণ তোষক সুললিত ভাষায় রচিতা এবং সুচারু ছন্দোবদ্ধ শ্লোকেতে অলঙ্কৃতা হইয়া সকলের কর্ণ উৎসুক করেন।

গৌড়ীয় ভাষার গুণ গ্রাহি পাঠকেরা ঐ সকল পত্র পাঠে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব পত্রান্তরের অপেক্ষা নাই এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত পত্রের সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষ, তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্ট

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে মনের মধ্যে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শত্রু ক্ষয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্ক বিতর্ক ছল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেন না, যাহা জ্ঞে সে তাহাই লিপি বদ্ধ করেন। যদিও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত সম্পাদকেরা অতিশয় চিত্ত রঞ্জক প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন তথাপি ধর্ম্মের প্রসঙ্গে তাঁহারদের মাৎসর্য্য দর্শনে খ্রীষ্টীয় লোকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। অমৃতে যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষ যোগ হয় তবে তাহাও সকলের হেয় হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সুচারু পত্রিকা সকলে মধ্যে২ খ্রীস্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমারদের চিত্ত তৃপ্তি হইতে পারে না।

এ কারণ আমরা এই সঙ্কল্প করিলাম যে অদ্যাবধি মাসে২ "সত্যার্ণব" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সভার কএক জন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহারদের অভিমতানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমার্থ এক জনের প্রতি সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক।

এই পত্রের প্রত্যেক সংখ্যায় ক্ষুদ্র২ অক্ষরে মুদ্রিত ১৬ পৃষ্ঠ থাকিবে, মাসিক মূল্য ⁄১০ দেড় আনা মাত্র।

এ পত্রের মধ্যে বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইবে। যথা ১ ধর্ম্ম পুস্তকের ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষা। ২ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় সংবাদ। ৩ জীবন বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য ইতিহাস। ৪ গৌড়ীয় সমাচার পত্র হইতে উদ্ধৃত প্রস্তাব। ৫ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত। ৬ গৌড়ীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের প্রসঙ্গ। ৭ বৈদান্তিক পৌরাণিক এবং মোসলমান ধর্ম্মের প্রসঙ্গ। ৮ বিদ্যা বিতরণের প্রসঙ্গ। ৯ প্রার্থনা পুস্তকের ব্যাখ্যা। ১০ পূর্ব্বতন বিষয়ের এবং বিবিধ স্থলের বর্ণনা। ১১ আয়ুর্ব্বেদ প্রকরণ। ১২ স্বাভাবিক পদার্থ তত্ত্ব। ১৩ মাসিক সংবাদ।

সম্প্রতি আমারদের প্রার্থনা এই যে জগদীশ্বর আমারদিগকে সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপন করিতে সক্ষম করেন, যেহা সাগর যেমত মণি মণিকা রত্ন প্রবালাদিতে সম্পূর্ন তদ্রূপ আমারদের সত্যার্ণব যেন সর্ব্বদা সত্য রূপ রত্নেতে পরিপূর্ণ হয়।

অবশেষে পাঠকবর্গের প্রতি এই নিবেদন যে তাঁহারা আমারদের দোষ বা ত্রুটি দেখিলে তাহা মার্জ্জনা করিয়া এই সত্যার্ণবের আলোচনায় যদি কখন সুধা উৎপন্ন হইতে দেখেন তবে তাহাই গ্রহণ করিবেন।

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের টীকা। ১।

ধর্ম্ম পুস্তকে নানা প্রকার নিয়মিত রীত্যানুসারে প্রার্থনা ও ঈশ্বরের আরাধনার বিষয় লিখিত আছে যথা যখন প্রভু পরমেশ্বর মিশ্রীয় লোকদিগকে সুফ সমুদ্রে ডুবাইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন তখন মূশা ও আরোণ এবং তাহাদের ভগিনী মিরিয়াম একাদি ক্রমে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়াছিল। যাত্রা পুঃ ১৫, ১, ২০, ২১,

আর অনিশ্চিত বধের প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে যে নগর হত লোকের নিকটস্থ হইত তাহার প্রাচীন লোকেরা নিয়মিত রীত্যানুসারে বলিত। দ্বিতীয় বিব, ২১, ৭, ৮,

আর ও অন্য ২ নিয়মিত প্রার্থনা যিহুদীয়দের সভাতে প্রচলিত ছিল (গণনা পু ৬ ২২, ১০ ৩৫ ৩৬, দ্বিতীয় বিব ২৬ ৩ ৫ ১৩) এবং তাহারা আমারদের ন্যায় সর্ব্বদা পরমেশ্বরের সেবাতে দাউদের গীত গান করিত (গণনা পু ৬ ২৪ ২৫ ২৬ ১ বংশ ১৬, ৭, ২, বংশ ২৯, ৩০, ইষা ৩, ১০, ১১, নিহঃ ১২) আর ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে মন্দিরের আরাধনা নিয়মিত রীত্যানুসারে প্রচলিত ছিল এবং আমাদের ধন্য প্রভু তাহাদের সহিত সে স্থানে আরাধনা করিতেন ইহা সকল লোক জানে।

অধিকন্তু আমাদের প্রভুর প্রার্থনা ও প্রেরিতগণের প্রতি তাঁহার আজ্ঞা নিয়মিত রীত্যনুসারে প্রচলিত আছে। মথি ৬ ৯ এবং ২৮ ১৯

আর খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে সাধারণ নিয়মিত প্রার্থনা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তন্মধ্যে ওরিএন্তল, এলিক্সান্দ্রিএন্ রোমান্ ও গেল্লীকেন্ নামক চারি নিয়মিত প্রার্থনা প্রধান। কেহ২ বোধ করে ওরিএন্তল্ সাধু যাকোব কর্তৃক রচিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই বটে কিন্তু তাহার প্রাচীনত্বে এক জনও সন্দেহ করে না কারণ ৩৪০ ইং সালে যীরুশালমের সিরীল নামক এক ব্যক্তি আপন পঞ্চম উপদেশে নূতন বাপ্তাইজীত লোকদের প্রতি সে নিয়মিত প্রার্থনার নিয়ম বুঝাইয়া দেন।

আর "এপস্তলিকেল কন্‌স্তিতূতিওন্স নামক পুস্তকে নিয়মিত প্রার্থনার বিষয় সম্পূর্ণ রূপে লেখা আছে এবং প্রধান২ বিষয়েতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মিত প্রার্থনার সহিত ঐক্য আছে। যে নিয়মিত প্রার্থনা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা ইংলণ্ড দেশের সভার নিয়মিত প্রার্থনার রীতি হইতে অনুবাদিত।

প্রতি দিবসিক প্রার্থনার মধ্যে তিন ভাগ আছে, তন্মধ্যে প্রথম আরম্ভ অবধি প্রভুর প্রার্থনা পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় প্রভুর প্রার্থনা হইতে প্রেরিতগণের প্রতীতি পর্য্যন্ত। তৃতীয় প্রেরিত-গণের প্রতীতি শেষাবধি সাধারণ প্রার্থনার শেষ পর্য্যন্ত।

প্রথম অংশ॥ (১) ধর্ম্মপরিচারক দাঁড়াইয়া শাস্ত্রোক্ত পদের এক কিম্বা দুই পদ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া মণ্ডলীর কর্ম্ম আরম্ভ করেন। প্রভুর নামেতে বলেন এই কারণ তাহার কথা শুনিবার জন্যে সভাস্থ লোক সকল উঠিয়া দাঁড়ায়।

ঐ শাস্ত্রোক্ত একাদশ পদের মধ্যে পাঁচ প্রকার আছে।

১ অজ্ঞানি লোকদের প্রতি উপদেশ. ১ পদ যিহিষ্ক ১৮ ২৭. ১১ পদ ১ যো ১ ৮ ৯।

২ অমনোযোগি লোকদের চেতনা দেওয়া. ২ পদ গীত ৫১ ৩. ৮ পদ মথি ৩ ২।

৩ অনুতাপকারির অর্চ্চনার দৃষ্টান্ত. ৩ পদ গীত ৫১ ৯. ১০ পদ গীত ১৪৩ ২. ৭ পদ যিরি ১০ ২৪।

৪ অসাহসিক ও অনুতাপির আশ্বাস ও সান্ত্বনা. ৪ পদ গীত ৫১ ১৭. ৬ পদ দান ৯ ৯. ৯ পদ লুক ১৫ ১৮ ১৯।

৫ রীতিমতাচারির চৈতন্য ৫ পদ যোই ২ ১৩।

এই সকল পদ পরমেশ্বরের দয়া ও প্রেম প্রকাশ করিয়া সকল লোককে ঈশ্বরের সেবা করিতে আহ্বান করেন এবং যাহারা সে দয়ার পাত্র হইতেন তাহাদিগকে নির্ম্মলান্তঃকরণের সহিত পাপ স্বীকার ও ত্যাগ করিতে বিনয় করেন।

(২) এক কিম্বা দুই পদ পাঠ করিলে পর ধর্ম্ম পরিচারক সভাস্থ লোকদিগকে উপদেশ দেন। সে উপদেশে তিন ভাগ আছে. প্রথম বাপ্তায়ইজিত লোকদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে, দ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা বিষয় বুঝাইয়া দেয়, এবং তৃতীয় মনোযোগ পুর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আরাধনা করিতে তাহাদিগকে নিবেদন ও বিনতি করে।

প্রথম আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্র নানা স্থলেতে আমাদিগকে উপদেশ দেন (১) যে আমরা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাক্ষাতে ছলে না লুকাই. হিতো ২৮ ১৩।

(২) যে আমরা আমাদের নানা বিধ পাপ ও দুষ্টতা স্বীকার করি ও মানি. লেবী ২৬ ৪০ ৪২।

(৩) কি প্রকারে করা উচিত, নম্র বিনয়ি অনুতাপি অথচ আজ্ঞাবহ অন্তঃকরণে. গীত ১৩৮ ৬. দ্বিতীয় বিব ৪ ৩০

(৪) ইহা হইলে ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত হইব. ২ বংশ ৭ ১৪।

দ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনার বিষয় বলে।

(১) পাপ স্বীকার করা. হোসী ১৪ ২।

(২) তাঁহার হস্ত হইতে প্রাপ্ত পরম উপকারের কারণ ধন্যবাদ করা. গীত ১০০ ৪।

(৩) তাঁহার অতি উপযুক্ত প্রশংসা প্রকাশ করা. গীত ১ ১৪৯

(৪) তাঁহার অতি পুণ্য বাক্য শ্রবণ করা. প্রে. ক্রি ১৩ ৪৪।

(৫) আত্মা ও শরীর উভয়ের প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক বিষয় প্রার্থনা করা. ২ বংশ ৭ ১৫।

তৃতীয় কি প্রকার ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে হয়।

(১) শুদ্ধ অন্তঃকরণে. গীত ৬৬ ১৮।

(২) নম্র স্বরে. গীত ১০ ১৭।

অথ জীবন বৃত্তান্ত।



লর্ড বেকন সাহেব।

১৫৬১ খ্রীষ্টীয় শাকের জানুয়ারি মাসের ২২ দিবসে লর্ড বেকনের জন্ম হয়। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য

যথেষ্ট ছিল তন্নিমিত্ত ইলিসাবেৎ রাণী তাঁহার মহা আদর করিতেন।

বেকন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ত্রিনিটি কালেজ নামক বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র হইয়াছিলেন এবং ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেই তৎকালে প্রচলিত সমুদয় শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া প্রাচীন মতের দোষ নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি পরে সেই সকল দোষ শোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইউরোপীয় সমুদয় পণ্ডিত গণকে সত্য নির্ণয়ের পথ দর্শাইয়া দেন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বাভাবিক পদার্থ পরীক্ষানন্তর বস্তু গুণ নির্ণয় না করিয়া স্ব২ কল্পনানুসারে দ্রব্য গুণ কর্ম্মাদি পদার্থের অমূলক মীমাংসা করিতেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা যদি তাঁহারদের মীমাংসায় ব্যভিচার দৃষ্ট হইত তবে আপনাদের কল্পনা অলীক কি না তদ্বিষয়ে সংশয় না করিয়া প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দোষারোপ করিতেন। লর্ড বেকন এই প্রাচীন মত খণ্ডন করত সকলকে উপদেশ করেন যে তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার বিশেষ অপেক্ষা আছে। কোন্ বস্তুর কি প্রকৃতি তাহা কেবল কার্য্য দর্শনানন্তর স্থির করা যাইতে পারে, যোগ বলে অথবা মানসিক কল্পনায় তাহার স্থির করা সাধ্য হয় না।

বেকনের এই উপদেশে ইউরোপীয় প্রায় সমুদয় পণ্ডিতের মনে মতান্তর হয়। সকলেই তাঁহার সূত্রানুসারে বস্তু বিচার করিতে উপক্রম করিল তাহাতে বহু কালাবধি চলিতা অবিদ্যার অবসান হইল এবং জ্ঞান জ্যোতির স্বচ্ছতা পূর্ব্বক প্রকাশ হইল।

এতদ্দেশীয় ন্যায় দর্শনেও ইউরোপীয় প্রাচীন মতের সদৃশ নানা দোষ আছে। কি প্রাচীন কি নব্য সকল নৈয়ায়িকেরা পৃথিব্যাদি দ্রব্যের যে তত্ত্ব এবং গুণ কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা সঙ্গত হয় না। গুরু বাক্যেই শিষ্যের বিদ্যালোচনা অবসন্ন হওয়াতে কেহ স্বয়ং পরীক্ষা করেন না সুতরাং অবিদ্যার শেষ হয় না। লর্ড বেকনের উপদেশানু-

সারে প্রত্যক্ষ পরিক্ষা পূর্ব্বক ব্যাপ্তির মীমাংসা এবং অনুমান করিলে ঐ সকল দোষের শোধন হয়।

লর্ড বেকনের উপদেশে ইউরোপের মধ্যে প্রচুর বিদ্যা বৃদ্ধি হয়। লোকে প্রাচীন মতে আর মুগ্ধ না হইয়া স্ব২ বুদ্ধ্যনুসারে বস্তু বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহাতে অবিদ্যা রূপ কুজ্ঝটিকা শীঘ্র উচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও লর্ড বেকন সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। রাজ্যের মধ্যে তাঁহার পদ অতিশয় উন্নত ছিল তথাপি তিনি অনেক বিষয়ে অত্যাচার করিয়া অখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় অসৎ সঙ্গ বশতঃ তাঁহার ঐ দোষ জন্মে কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা ঘোরতর অপমান গ্রস্ত হয়েন। পার্লেমেণ্ট মহা সভায় তাঁহার নামে নানা প্রকার অভিযোগ হয় তাহাতে তিনি আপনার দোষ স্বীকার করিয়া পদচ্যুত এবং প্রকারান্তরে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হয়েন।

লর্ড বেকন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন তাহাতে আমারদের মহা সন্তোষ হইতে পারে কেননা এমত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রালোচনানন্তর ঐ ধর্ম্মের সত্য নিশ্চয় করাতে আমারদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। তিনি বিদ্যার প্রভাবে নব্য দর্শন শাস্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

ঐ মহাপণ্ডিত চল্লিশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দার পরিগ্রহ করেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। ১৬২৬ শাকে ষট্‌ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার পরলোক হয়।

লেক্স লোসি অর্থাৎ ১৮৫০ শালের ২০ আইন।

সকল মনুষ্যকেই স্ব২ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে দেওয়া উচিত কেননা বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম্ম সাধন করিলে ভাক্ত তপস্যা হয়। যদি কেহ শিব কিম্বা কৃষ্ণকে মনে২ অশ্রদ্ধা

করিয়া মৌখিক ধ্যান এবং জপ করত আপনাকে শৈব অথবা বৈষ্ণব বলিয়া প্রচার করে তবে তাহার ধ্যান এবং জপ কেবল প্রতারণা মাত্র। ঐ প্রকার প্রতারণা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, তাহাতে কেবল অকীর্ত্তি এবং দুর্নাম হয়। ভক্তি হীন মৌখিক ধর্ম্ম সাধন সর্ব্বত্র নিন্দনীয় সে সাধনে ঈশ্বরেরও সন্তোষ হয় না এবং মনুষ্যেরও বিরক্তি জন্মে।

অতএব যাবদীয় লোককে স্ব২ বিশ্বাসানুসারে অবাধে ধর্ম্ম সাধন করিতে দেওয়া উচিত। যদি বিশ্বাসে ভ্রম থাকে তবে সে ভ্রম শোধন করা কর্ত্তব্য কিন্তু কাহাকেও বিশ্বাসের বিপরীত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া উচিত নহে। এক্কারণ বল দ্বারা ধর্ম্মের শাসন করা অপরামর্শ। যদিও কেহ অবিদ্যা প্রযুক্ত সত্যকে অসত্য এবং পূজ্যকে অপূজ্য জ্ঞান করে তথাপি তাহাকে ক্লেশ দেওয়া কিম্বা প্রকারান্তরে তাড়না করা কর্ত্তব্য নহে।

ফলে মিথ্যা ধর্ম্মাবলম্বিরাই কেবল বিপক্ষবাদিদিগকে যন্ত্রণা দিতে এবং তাড়না করিতে ভাল বাসে। সত্য ধর্ম্মাবলম্বিরা সত্যের পরাক্রম এবং যুক্তি বল ও পরমেশ্বরের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও শারীরিক ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। সত্য স্থাপনের নিমিত্ত খড়্গ বাণ প্রভৃতি লৌহ-ময় অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সত্য স্থাপকেরা জ্ঞান এবং বিদ্যার উপলক্ষে এবং পরমেশ্বরের সাহায্যে আপন২ মত প্রচার করিতে যত্ন করেন।

ভারত বর্ষীয় প্রাচীন ঋষিরা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আপন২ মত রক্ষা করিবার নিমিত্ত দায়তত্ত্ব প্রকরণে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে যে২ ব্যক্তি বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে তাহারা পৈতৃক বিষয়ের অধিকারে বঞ্চিত হইবে। তাঁহারা মনে করিতেন যে পৈতৃক বিষয়ের লোভে নিতান্ত পক্ষে মুখেতেও সকলে বেদ পুরাণ মান্য করিবে। সেইই শাখা ক্রমে পৈতৃক বিষয়ে কন্যাগুলি

দিবেক না সুতরাং প্রজারদের অর্থ লোভ প্রযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সেবা চিরস্থায়িনী হইবে।

পাঠকবর্গ প্রাচীন ঋষিদিগের উক্ত নিয়মের অযুক্তি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন। ধর্মাধর্মের শাসনে সাংসারিক পুরস্কার কিম্বা দণ্ড বিধান করা অতি অপরামর্শ। ভয় দেখাইয়া শাস্ত্রের অনুরাগী করিলে কেহই যথার্থ অনুরাগী হয় না তাহাতে কেবল প্রতারণার বৃদ্ধি।

অতএব ঋষিদিগের ঐ অপকৃষ্ট নিয়ম এক্ষণে রহিত হওয়াতে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। লার্ড উলিএম বেণ্টিক সাহেব ১৮৩২ শাকে প্রথমতঃ ঐ নিয়ম অতিক্রম করিয়া এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে বঙ্গ ভূমির মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে কেহ হিন্দু শাস্ত্রে অবিশ্বাস প্রযুক্ত আপন বিষয় ভোগে বঞ্চিত হইবে না। পরে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল মার্কুইস অব ডেলহৌসি সাহেব ১৮৩২ শালের উক্ত নিয়ম ব্যাপক করিয়া সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে ভারত বর্ষের কোন খণ্ডে কি কোম্পানি বাহাদুরের কি মহারাণীর আদালতে কেহ ধর্মাধর্মের ছলে পরকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিতে পারিবে না এই নিয়ম বর্ত্তমান শাকের ২০ আইন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

লার্ড ডেলহৌসি সাহেব ঐ আইন নির্দ্ধারিত করাতে প্রকৃত রূপে যশোভাজন হইবেন। তিনি রাজ দণ্ড ধারি ভূপতির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। পরমেশ্বর যাঁহারদিগকে প্রজা পালন করিবার ভার দিয়াছেন তাঁহারদের সর্ব্ব জাতীয় লোকের প্রতি সমদর্শি হওয়া উচিত, কাহারও নিগ্রহ বা অনিষ্ট করা উচিত নহে। দুর্বৃত্ত লোকের শাসন করা কর্ত্তব্য বটে অর্থাৎ যাহারা তস্কর বৃত্তি কিম্বা অন্য কোন অপকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা পরপীড়ক ও পরহিংসক হয় তাহারদিগের শাসন করা উচিত। কিন্তু পরমার্থ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম শাসন রাজধর্ম্ম নহে রাজার উচিত নহে যে পরমার্থে বিশ্বাস কিম্বা অবিশ্বাসের ছলে কাহাকেও

শারীরিক ক্লেশ দেন অথবা কোন সাংসারিক বিষয়ে বঞ্চিত করেন। অতএব গবর্ণর জেনরেল সাহেব ঐ নিয়ম করিয়া উত্তম রূপে রাজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

কতিপয় হিন্দু মহাশয়েরা উক্ত নিয়ম স্থাপনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে তাঁহারদের শাস্ত্র সিদ্ধ ব্যবহার লোপ হওয়াতে তাঁহারদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার হইল এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশ হইবার উপক্রম হইল, কি আশ্চার্য্য! পরপীড়ন দ্বারাই কি তাঁহারদের ধর্ম্ম রক্ষা হয়? কোন২ লোকের পৈতৃক বিষয় রক্ষা করাতে কি তাঁহারদের প্রতি অত্যাচার হইল? এ কথায় কেবল মাৎসর্য্য ব্যতীত কি অন্য কিছু প্রকাশ পায়?।

দেশের মধ্যে যদি কোন২ লোক কহে যে পরপীড়নই আমার-দের ধর্ম্ম তবে রাজার কর্ত্তব্য নহে সে সে ধর্ম্মের আদর করেন কেননা এক দলের প্রতি নিগ্রহ করিয়া অন্য দলের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার উচিত নহে। এক জন রাক্ষস একদা রামচন্দ্রকে কহিয়াছিল "হে রঘু তনয় তুমি আমারদের প্রতি অত্যাচার কেন কর? ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ করা এবং মনুষ্য লোককে নষ্ট করা আমারদের ধর্ম্ম"। রামচন্দ্র তাহাকে উত্তর করেন " হে রাক্ষস ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করা তোমার ধর্ম্ম বটে, কিন্তু আমি রাজন্য বৃত্তি আমারও ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণ হিংসক সকলকে বধ করি"। অতএব গবর্ণর জেনেরল সাহেব পাষণ্ড পীড়নে উদ্যত হিন্দু মহাশয়দিগকে কহিতে পারেন "হে মহাশয়েরা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হিন্দুগণকে পৈতৃক বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করা তোমারদের ধর্ম্ম বটে কিন্তু আমার ও ধর্ম্ম এই যে পক্ষ-পাত বিহীন হইয়া সকল জাতীয় লোককে রক্ষা করি, কি বেদ পরায়ণ কি বেদ নিন্দক সকল লোকই আমার প্রতি-পাল্য, সকলেরি বিষয় রক্ষা করা আমার উচিত"।

ঠগ নামক প্রসিদ্ধ দস্যুদিগের জাতীয় ধর্ম্ম এই যে পরের দ্রব্য হরণ করে অতএব রাজা কি তাহারদিগকে ঐ ধর্ম্ম

পালন করিতে দিবেন? । যে২ হিন্দু মহাশয়েরা মনে করেন যে বর্ত্তমান শাকের ২০ নিয়মে তাঁহারদের প্রতি অত্যাচার হইতেছে তাঁহারদের অভিমান কেবল বালকের আবদার তুল্য।

অপিচ যে২ হিন্দু মহশয়েরা খ্রীষ্ট মতাবলম্বিদিগের হিংসায় মত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় ব্যবহার স্থাপন করণার্থ সসজ্জ হইয়াছেন তাঁহারদের অধিকাংশ শূদ্র বর্ণ। তাঁহারা জানেন না যে শাস্ত্রীয় ব্যবহার সমুদয় প্রবল হইলে তাঁহারদের আপনার কি দশা হইবে। শাস্ত্রীয় ব্যবহার প্রবল হইলে কেবল খ্রীষ্ট মতাবলম্বিদিগের অনিষ্ট সম্ভাবনা এমত নহে, বড়২ হিন্দু দলপতিদিগেরও ঘোরতর দুর্দ্দশা হইবেক। মম্বাদি ঋষিগণের মতে শূদ্র বর্ণ এমত অপকৃষ্ট জাতি যে তাহারদের অধিক ধন হইলে ব্রাহ্মণেরা সে ধন বল দ্বারা হরণ করিতে পারেন। তাহারা ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে তাহারদের কটিদেশে তপ্ত লৌহ শলাকার চিহ্ন অঙ্কিত করা যাইবেক। ব্রাহ্মণেরা তাহারদিগকে বল দ্বারা ক্রীত দাস রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। যথা

বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥
সহাসন মভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥
শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীত মক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥

ইতি মনুসংহিতা ৮ অধ্যায়ঃ।

অতএব হিন্দু মহাশয়দিগকে আমারা এই পরামর্শ দিতেছি যে ত্যক্তধর্ম্ম ব্যক্তিদিগের অনিষ্ট করণার্থ শাস্ত্রীয় ব্যবহার পুনঃস্থাপন করিতে উদ্যত হইবেন না। তাহা হইলে বড়২ রাজা বাহাদুর এবং গোষ্ঠীপতিদিগকে ব্রাহ্মণদিগের গোলাম হইতে হইবে। ঘোষ বসু মিত্র কুলীন কায়স্থেরা আর অশ্ব

রথ লইয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিবেন না, তাঁহারদিগকে ব্রাহ্মণদিগের মোট বহিতে অথবা গৃহ মার্জ্জন করিতে কিম্বা কাঠ কাটিতে হইবেক। রাজা বাহাদুরেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একাসনে বসিয়া থাকেন কখন ২ ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসেন এবং ধর্ম্ম সভায় প্রভুত্ব করেন, শাস্ত্রীয় ব্যবহার প্রবল হইলে তাঁহারদিগকে সাবধান হইতে হইবে যেন কোন ২ অঙ্গে তপ্ত লৌহ শলাকার চিহ্ন না পড়ে।

হে ঈশ্বর তুমি আমাকে দেখিতেছ।

আদি পুস্তক ১৬।১৩।

তুমি যে কোন কর্ম্মেতে নিবিষ্ট থাক ইহা কখন বিস্মৃত হইও না যে ঈশ্বর তোমাকে দেখিতেছেন। ইহা সতত স্মরণ করণে বহু ফল লাভ হয় কেননা ঈশ্বর আমাকে দেখিতেছেন এই জ্ঞান যদি মনোমধ্যে থাকে তবে দুষ্ক্রিয়া করণে কদাচ দুঃসাহসী হইবা না প্রত্যুত সৎ ক্রিয়ায় উদ্যুক্ত হইবা ঈশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী এবং বিচার দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তৎকৃত সদসদ্ ক্রিয়ানুসারে ফলাফল প্রদান করিবেন ইহা যদি লোকে স্থির বিশ্বাস করে তবে যে সহজে কোন পাপে পতিত হয় ইহা কোন মতে সম্ভাব্য নহে। সত্য বটে যে নিত্য ২ পাপ করণে অনেকের বিবেক শক্তি এতাদৃশ অশক্ত হইয়াছে এবং তাহারদের এতাদৃশ কঠিনান্তঃকরণ ও দুর্বুদ্ধি জন্মিয়াছি যে বোধ হয় ঈশ্বরের আজ্ঞাতিক্রম করণে তাহাদিগের কিছু মাত্র দুঃখদ জ্ঞান হয় না কিন্তু তাঁহারা যদি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক এতদ্বিষয় বিশেষ বিবেচনা করেন যে ঈশ্বর আমাদিগকে দেখিতেছেন তবে তাঁহারা কদাচ দুষ্ক্রিয়ায় সহজে প্রবৃত্ত হইবেন না। অন্য কোন কারণে যদি নিবারিত না হয় তথাপি ভয় তাহাদের নিবারণ কারণ হইবে। যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করণে স্বস্বাভিলাষ পরিপূর্ণ করত মাত্র কাল হরণ করিতেছ, ঈশ্বর যে দেখিতেছেন, তাহাদের পক্ষে এই

ভাবনা অবশ্য অসুখদ ও ব্যামোহদায়ক হয় কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা ও বিধি পালন করত তাঁহার দৃষ্টিতে ধর্ম্মাচরণ করণে সচেষ্ট হয় তাহাদের প্রতি এ জ্ঞান অত্যন্ত সান্ত্বনা জনক ও প্রবোধ দায়ক।

আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বটে তিনি আমাদের সমীপে গমন করেন তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না এবং তিনি আমাদের নিকট দিয়া যান আমরা তাহা জ্ঞাত নহি কিন্তু তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখিতেছেন "পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে দেখে"। "মনুষ্যের তাবৎ পথ ঈশ্বরের দৃষ্টি গোচর আছে তিনি তাহার সকল গতি বিচার করেন"। "পরমেশ্বরের প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ সরল আছে তাহাদিগকে বলবান করিতে তাঁহার দৃষ্টি ইতস্তত পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে"। পরমেশ্বরের সিংহাসন স্বর্গে আছে এবং তাঁহার চক্ষুর পাতা মনুষ্যের সন্তানদিগকে পরীক্ষা করে"।

আমরা যথায় থাকি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের গোচরেই আছি এবং তাহা কেবল নহে অধিকন্তু আমরা জানি যে তিনি নিশ্চয় রূপে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিতেছেন। আমাদের মনোমধ্যে যে কোন চিন্তার উদয় হয় এবং আমাদের ওষ্ঠ হইতে যে কোন বাক্য নিঃসৃত হয় ও আমাদের কৃত যে কোন কর্ম্ম ও তাহা কি প্রকারে ও কি অভিপ্রায়ে কৃত তত্তাবৎ তিনি অবলোকন করিতেছেন। পশ্চাৎ যাহা স্মরণে থাকে না এমত অনেক কর্ম্ম আমরা করিয়া থাকি কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী তাহা বিস্মৃত হন না। এবং তিনি তাবৎ ক্রিয়া ও ভাল মন্দ তাবৎ গুপ্ত কথা বিচারে আনিবেন। অতএব তোমার তাবৎ কায়মনোবাক্যে ইহা স্মরণে রাখ যে উপরে অনিদ্র এক চক্ষুঃ আছে যাহা সকল দেখিতেছে অনবরুদ্ধ এক কর্ণ আছে যাহা সকল শুনিতেছে এবং এমত এক পুস্তকও আছে যাহাতে সকল লেখা যাইতেছে সুতরাং তুমি যে কোন

কর্ম্ম কর তাহা মনুষ্যের গোচরে প্রকাশ রূপে কৃত হউক অথবা সর্ব্বজন অগোচরে অন্তরস্থ অন্তরাগারে অতি সংগোপনে কৃত হউক তত্রাবৎ কর্ম্মে সতত ইহা মনে কর যে ঈশ্বর আমাকে দেখিতেছেন তবেই তুমি সুসমাচারের বিধি মতে আচার ব্যবহার করিবা এবং সৎপথে গতি করিলে ঈশ্বর কৃত পরিত্রাণ উপার্জ্জন করিবা। গীত। ৫০। ২৩। ইতি।

ভারত বর্ষীয় রোগের বিষয়। ১।

ওলাউঠার লক্ষণ।

অবিরত ভেদ ও বমন, হস্ত পাদাদির শীতলতা, মাংসপেশীতে আক্ষেপতা হাত পায়েতে খিল ধরা, ধাতুর ক্ষীণতা, মুখের বিবর্ণতা, অত্যন্ত দুঃসহ ছট্‌ফটানি ও বড় তৃষ্ণা।

চিকিৎসোপায়।

কুড়ি গ্রেণ কালোমেল (শোধিত পারা আট রতি,) ত্রিশ ফোটা গাঞ্জার আরক, ত্রিশ ফোটা লাডূনেম্ (আফিমের আরক) ও অর্দ্ধ ছটাক জল মিশ্রিত করিয়া দুই২ ঘণ্টার পরে এক ২ পান উপসর্গ নিবৃত্তি পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে।

কিন্তু রোগের ব্যগ্রতার আশঙ্কা থাকিলে ঐ দুই ঘণ্টার মধ্যেও প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টাতে রোগী যেন নিদ্রিত না হইয়া জাগ্রৎ থাকে; ও তাহার অঙ্গ শীতল ও ভেদ ও বমি বন্ধ হইলে একারণ ত্রিশ ফোটা গাঞ্জার আরক দিতে হইবে। আর পেটের উপরি ভাগে ও দুই জঙ্ঘার ডিম্বের উপরে সরিষার প্রলেপ দিতে হইবে। এবং প্রতি ভেদের পরে এক ছটাক জলে এক ড্রেম ফটকিরি গলাইয়া মল পরিষ্কারার্থে পিচকিরি দেওয়া যাইবে ও ঔষধি যেন উঠিয়া না যায় তন্নিমিত্তে রোগিকে জল কিম্বা জলবৎ বস্তু দিতে হইবে না।

এবং তাহার মুখ সর্ব্বদা কোন শীতল পানীয় দ্রব্য দ্বারা ধৌত করিয়া মধ্যে ২ তাহার কিঞ্চিৎ বিন্দু মাত্র পান করাইবেন আর এই পশ্চাৎ লিখিত অর্দ্ধ ছটাকের মিশ্রিত মাত্র দিতে হইবেক সলফিউরিক ইথর এক কাঁচ্চা সোলিউসন আব

এমোনিয়া আদ কাঁচ্চা কেম্ফর মিক্সচর চারি ছটাক ছয় কাঁচ্চা আইল আব পেপরমেন্ট দিয়া আদ ছটাক ভেণ্ডা তৈল দিবেক। এবং যত দিন নাড়ী পরিষ্কার না হয় এই রূপ মধ্যে ২ দিতে হইবেক।

ওলাউঠার বড়ি বানাইবার ধারা।

কর্পূর (৪) চারি গ্রেণ অর্থাৎ দেড় রতি। মারকুলি অর্থাৎ কেলেমেল ছয় গ্রেণ কলশিস্থ ছয় গ্রেণ অর্থাৎ আড়াই রতি মিশ্রিত করিয়া দুই বড়ি করিয়া মোড়ক করিতে হইবেক।

মাসিক সংবাদ।

স্থানাভাব প্রযুক্ত এ সংখ্যায় অধিক সমাচার লিপি বদ্ধ করা গেল না, সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতা পদ ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা নগরে মেস্মেরিজম্ নামক বিদ্যা লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন২ মনুষ্যের এমত শক্তি আছে যে অঙ্গুলি ন্যাস দ্বারা পরকে সুষুপ্তি অবস্থান্বিত করিতে পারে, এবং জনরব হইতেছে যে সেই অবস্থান্বিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াতীত নানা বিষয় দর্শন ও প্রচার করিতে পারে এক যুবতী ঐ রূপ সুষুপ্তি অবস্থায় কতিপয় অদৃষ্ট স্থানের আশ্চর্য্য বর্ণনা করিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে প্রধান সেনানী স্যার চার্লশ নেপিয়র বোম্বাই দিয়া বিলাত গমন করিবেন। বোম্বাই উপদ্বীপের নিবাসিগণের মধ্যে এই অলীক জনরব হইতেছে যে মেক্কা নগরে স্বর্গ হইতে এক লিপি নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে মহা সাগরের সমস্ত রত্ন তাহারা প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান চিফ মেজিস্ট্রেট মেং মিল শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় নামক এক জন এতদ্দেশীয় লোককে ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

নং ১৪৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ভবনে বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত।

২ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

আগষ্ট ১৮৫০

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১০ দেড় আনা।)

1 R. 2 As per Annum.

সত্যার্ণব।

নং ২। আগষ্ট ১৮৫০। মূল্য /১০ আনা।



লীলাবতী।

হে পাঠকবর্গ এস্থলে যে সুরূপা বালিকার প্রতিমা দেখিতেছ তাঁহার নাম লীলাবতী। ইনি ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। আচার্য্যের ও ছবি ঐ পটে আছে, আচার্য্য কন্যাকে রেখা গণিত উপদেশ করিতেছেন।

লীলাবতীর বিষয়ে অনেক উদ্ভট কথা চলিত আছে কিন্তু পুরাবৃত্তের অভাবে তাহার সত্যাসত্য মীমাংসা করা সহজ নহে। ফলে এ কথা সত্য বটে যে লীলাবতীর পিতা তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া তাঁহার নামে এক গণিত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন সে পুস্তক অদ্যাবধি চলিত আছে।

অন্য কএক জন এতদ্দেশীয় নারীও লীলাবতীর ন্যায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে শিখিয়াছিল। যথা বেদে লিখিত আছে

যাজ্ঞবল্ক্য নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম বিদ্যায় উপদেশ করিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার কন্যা রুক্মিণীর বর্ণ জ্ঞান এবং রচনা শক্তি ছিল, তাহার সাক্ষি তিনি বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লীলাবতী নামে আর এক নারী ন্যায় শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিল ন্যায় লীলাবতী নামে এক গ্রন্থ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ শকুন্তলা, আত্রেয়ী, বাহ্লট কন্যা, (কালি দাসের স্ত্রী) বিদ্যোত্তমা, বল্লাল সেনের পুত্রবধূ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক নারীও কৃতবিদ্যা হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিদুষীগণ সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা দেশীয় ব্যবহারের বিরুদ্ধ বোধ হয়। লোকে মনে করে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে অনুমতি দিলে নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটনা হইবে। যাহারা এপ্রকার মনে করে তাহারা অতিশয় অবিবেচক কেননা বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা মনের সংস্কার শোধন হয় সুতরাং তাহাতে অনিষ্ট সম্ভাবনা না থাকিয়া বরং ইষ্ট সম্ভাবনাই প্রচুর।

স্ত্রী শিক্ষার প্রথম ফল এই যে তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের আচার শোধন হইতে পারে। গৃহ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে যদি পুস্তক পাঠ অথবা সূচিকা ভিন্ন চিত্র বিচিত্র কার্য্য করিতে পারে তবে হিংসা কলহের সময় পাইবে না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতে পাইলে তদন্তর্গত দিব্য জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা তাহারদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ দৃঢ়তর হইবে সুতরাং সংসারে তাহারা সুখে কাল যাপন করিয়া স্বর্গে অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হইবে।

স্ত্রী শিক্ষার দ্বিতীয় ফল এই যে তাহাতে শিশু শিক্ষার উত্তম উপায় হয়। অত্যল্প বয়স্ক শিশুরদের শিক্ষা কেবল মাতৃ উপদেশে সাধ্য হয়। পিতার পক্ষে তাহা সুসাধ্য নহে এবং তাহাতে তাঁহার অবকাশের সম্ভাবনাভাব। কিন্তু মাতা স্বয়ং অশিক্ষিতা হইলে শিশু শিক্ষায় কি প্রকারে উদ্যোগী হইবেন? সুশিক্ষিতা মাতার উপদেশে শিশুরদের যে উপকার দর্শে

তাহা বর্ণনাতীত। বালক কালে মনের সুসংস্কার হইলে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় সুতরাং পরে দুরাচার হইবার সম্ভা,না থাকে না। অতএব এই মহৎ উপকার সাধনের নিমিত্ত নারীগণের শিক্ষার উপায় করা উচিত।

স্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় ফল এই যে তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজে লজ্জা ও সুশীলতার বৃদ্ধি হয়। কেহই সুশিক্ষিতা নারীর সম্মুখে দুর্ম্মুখ হইতে অথবা অসভ্যতা প্রকাশ করিতে সাহস করে না। বুদ্ধিমতী সুশীলা স্ত্রীর নিকট সকলেই কটু বাক্য কহিতে কিম্বা অসদ্ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয় সুতরাং স্ত্রী লোকদিগকে শিক্ষা দিলে পুরুষেরদেরও সৎসংস্কার এবং সুশীলতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এস্থলে আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে অতি অল্প লোক স্ত্রী শিক্ষার উপায় করিতে যত্ন প্রকাশ করে, অধিকাংশ লোকের এ বিষয়ে যত্ন মাত্র নাই। পরমেশ্বরের নিকট আমারদের প্রার্থনা এই যে তিনি সকল লোককে সদ্বিষয়ে উদ্যত করিয়া ভারত বর্ষীয় নারীগণের দুঃখ মোচন করুন।

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের টীকা। ২।

ধর্ম্ম পরিচারকের উপদেশের বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলে কি কর্ত্তব্য আর কি প্রকারেই বা করা উচিত তাহা সভাস্থ লোক সকল বুঝিয়া ধর্ম্ম পরিচারকের সহিত নম্রতা পূর্ব্বক হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করে। অননুতাপিত পাপ থাকিলে আমাদের প্রার্থনা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অগ্রাহ্য হয় (য়িশ ১ ১৫ যে.হ ৯ ৩১) এই কারণ প্রথমে পাপ স্বীকার করা উচিত। ৩৬২ বৎসরে সাধু বাসিল্ নামক এক ব্যক্তি বলেন যে পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রথমে পাপ স্বীকার কর্ত্তব্য তৎপরে কোন২ নিয়মিত গীত ও পাঠ পড়া উচিত। এই নিয়মিত পাপ স্বীকারকে সাধারণ বলা যায় কেননা সভাস্থ

সমুদায় লোক তাহা ধর্ম্ম পরিচারকের পশ্চাৎ ২ কহে এবং সকল প্রকার পাপে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কথাতে আপন ২ পাপ স্বীকার করিতে পারে। তাহা বিশেষ হইলে অনেক লোক একত্র হইয়া কি রূপে একেবারে আপনাদের পাপ স্বীকার করিতে পারিত? ইহাতে দুই প্রধান অংশ আছে ১ পাপ স্বীকার ২ প্রসাদার্থ প্রার্থনা।

১ পাপ স্বীকার (১) আমাদের পাপ স্বীকার করি যথা "আমরা তোমার পথ ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি (গীত ১১৯ ১৭৬ যিশ ৫৩ ৬) এবং অত্যন্ত রূপে নিজ অন্তঃকরণের কল্পনা ও ইচ্ছানুসারে আচরণ করিয়াছি (ইফী ২ ২. যীরী ১৮ ১২)

(২) আমাদের অবাধ্যতা স্বীকার করি "তোমার পুণ্য ব্যবস্থা আমরা লঙ্ঘন করিয়াছি (গীত ৫১ ৩ ৪) কেননা "আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করি নাই (নিহি ১ ৭) এবং আমাদের অকর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করিয়াছি (১ যো ৩ ৪)

(৩) আমাদের স্বাভাবিকাবস্থা স্বীকার করি "আমাদের অন্তরে সুস্থতা নাই (গীত ৩৮ ৩ যিরি ১৭ ৯)

২ প্রসাদার্থ প্রার্থনা ১ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে যীশু খ্রীষ্টের নামেতে বর্ত্তমান দয়া প্রকাশার্থ আমরা প্রার্থনা করি (২ করি ১ ২০) যথা (১) আমাদের জন্য " হে পরম প্রভো দীনহীন অপরাধী যে আমরা আমাদের প্রতি দয়া কর" (গীত ৫১ ১ গীত ৬ ৪)

(২) পরের জন্যে " হে ঈশ্বর যাহারা আপন দোষ স্বীকার করে তাহাদিগকে ক্ষমা কর (যোহিন ২ ১৭) অনুতাপী যাহারা তাহাদিগকে পুনঃস্থাপন কর (গীত ৫১ ১২ হো ১৪ ২)

২ আর ও ঈশ্বর আমাদের পরম দয়াময় পিতা হওয়াতে ভবিষ্যৎ প্রসাদ পাইবার জন্যে তাঁহার নামেতে প্রার্থনা করি

(৩) যে আমরা এক্ষণ অবধি ধর্ম্ম যাথার্থ্য ও ধৈর্য্য রূপে আচরণ করি (২ করি ৬ ১৯ তীত ২ ১১ ১২)

(২) আমারদের লোভার্থ নয় কিন্তু "তোমার (অর্থাৎ আমারদের দয়াময় পিতার) পুণ্য নামের গৌরবার্থে (১ যোহ ২ ১২ যোহ ১৪ ১৩) ইহা করিলে পর সভাস্থ সকলে "আমেন" বলে ১ বংশ ১৬ ৩৬)

আমেন শব্দ ইব্রীয় ভাষা হইতে লওয়া গেল আর ইহা স্পষ্ট রূপে অনুবাদ করা যায় না বটে কিন্তু ইহার অর্থ এই "এমন হউক" কিম্বা "এমন আছে"। প্রাচীন কালের খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা এই শব্দ অতি উচ্চৈঃস্বরে কহিত? যিরোম্ নামক এক ব্যক্তি ৪০০ বৎসরে বলেন যে তৎকালে রোম্ নগরে বজ্রনিস্বরের ন্যায় আমেন শব্দ বলা গিয়াছিল

যিহুদীয়েরা বলে যে যিনি আপন সমস্ত শক্তিতে আমেন বলেন তাহার জন্যে স্বর্গের দ্বার খোলা হইয়াছে. পূর্ব্ব কালাবধি সভাস্থ লোকদের মধ্যে আমেন শব্দ বলা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে (দ্বিতীয় বিব ২৭ ১৫ গীত ১০৬ ৪৮ ১ করি ১৪ ১৬)

পাপ স্বীকার করিলে পর সভাস্থ লোক সকল হাঁটু গাড়িয়া থাকাতে পুরোহিত খ্রীষ্টের দত হইয়া দাঁড়াইয়া পাপের ক্ষমা প্রচার করেন এবং যাহারা খেদ পূর্ব্বক পাপ স্বীকার করিয়া প্রত্যয় দ্বারা খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশা রাখে তাহারা অবশ্য পাপ ক্ষমা পাইবে।

বিমোচন অর্থাৎ পাপ মোচন এই বাক্যেতে বিজ্ঞাপন ও সৎপরামর্শ রূপ দুই অংশ আছে. ১. বিজ্ঞাপন, (১) পরমেশ্বর পাপি লোকদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন (যিহি ৩৩, ১১) (২) তিনি পাপ মোচনার্থ উপায় যোগাইয়া দেন, (প্রে. ৫, ৩১) (৩) আর প্রভু পরমেশ্বর আপন ধর্ম্ম পুরোহিতদিগকে পাপ ক্ষমা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা দেন (যো ২০. ২১. ২২. ২৩) এই তিন প্রসঙ্গ ধর্ম্ম পরিচারক প্রচার করেন.

পরমেশ্বর সকল সত্য অনুতাপী ও বিশ্বাসিদিগকে ক্ষমা করেন এবং সত্য অনুতাপিগণ (১) পাপের জন্যে শোক করে.

২ করি ৭, ১০, (২) সমস্ত পাপ স্বীকার করে. ১ যো ১. ৯. (৩) অন্য লোকদিগকে প্রতিফল দিতে ইচ্ছা করে, যিহি ৩৩. ১৪, ১৫. (৪) এবং আপন ২ আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্বাস দ্বারা আমাদের ধন্য প্রভুর আশ্রয় লইয়া পাপ মোচনার্থ তাঁহার বহুমূল্য রক্তেতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখে. যিহি ১৮. ২১. প্রে. ২৯. ২০ ১ যো. ১. ৭. ২ সৎপরামর্শ. এই প্রকার সত্য অনুতাপ ও বিশ্বাস না হইলে পাপ মোচন হয় না এই নিমিত্তে পুরোহিতগণ সভাস্থ লোককে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অনুতাপ ও সদাত্মা পাইবার জন্যে প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেন. (১) "অনুতাপ," কেননা গত পাপের বিষয় অনুতাপ করা সকলের উচিত ম. ১. ১৫. (২) "নিজ সদাত্মা" কেননা বর্ত্তমান কালের উপদেশার্থ ঈশ্বরের সদাত্মার অত্যাবশ্যক এবং ভবিষ্যৎ কালে রক্ষা করিবার জন্যে সে সদাত্মা অতি প্রয়োজনীয়. রো' ১৪. ১৭. ১৮. সদাত্মা পাইলে এবং তাঁহার চেতনা অনুসারে ব্যবহার করিলে পাপি লোকেরা পাপ ক্ষমা পাইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা নিত্য আনন্দেতে আসিবে যি. ৫১. ১১.

এই স্থানে সাধারণ প্রার্থনার প্রথম অংশের সমাপ্তি হয়,।

ধৰ্ম্ম পথ অন্বেষণকারি

এক অসরল লোকের বিবরণ।

খ্রীষ্টাশ্রিত লোক সমূহ সৎকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও পরের মঙ্গল করিতে আপনাদের ত্রাণকর্ত্তা হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যদ্যপি তাহাদের পরিশ্রম সর্ব্বদা সফল না হয়, ও যদ্যপি লোকেরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে, তথাপি সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে, বরং এই বিধান নিত্য মনে রাখা কর্ত্তব্য; যথা "পরের হিত কর ও পুনঃপ্রাপ্তির আশা না

করিয়া ঋণ দেও; তাহা করিলে তোমাদের বড় ফল হইবে, এবং তোমারা সর্ব্বোপরিস্থের সন্তান বিখ্যাত হইবা, যেহেতুক তিনি কৃতঘ্নদের ও দুষ্টদের হিত করেন." এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা বড় দুঃসাধ্য বটে, কেননা লোকদের প্রতি এত কৃপা প্রকাশ করিলে স্বভাবতঃ অপেক্ষা করি যে আমাদের সেবা কর্ম্ম সুগ্রাহ্য হইয়া তাহা হইতে কিছু সৎক্রিয়ার ফল উৎপন্ন হইবে; কিন্তু হায় ২ কতবার আমরা আশা ভঙ্গ হইয়া মনেতে উদ্বিগ্ন হইয়াছি, ও কর্ম্মের ফল উদ্ভব বিষয়ে সন্দেহ করি. প্রভুর সেবক এই প্রকার মনে পরীক্ষিত হইলেও স্মরণ করা উচিত, যে পরমেশ্বর আমাদের অপেক্ষা দয়া ও কৃপা মনুষ্য জাতি সমূহের প্রতি প্রকাশ করেন, আর তাঁহার চির সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য কেমন বড়; ইহা কে উপযুক্ত রূপে বর্ণনা করিতে পারে? তাহতে পরমেশ্বরের সদৃশ হওয়া ও তাহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হওয়া, ধর্ম্মোপদেশকের এই দিবসিক অভ্যাস বটে.

এক যুবা ব্রাহ্মণের চাঞ্চল্য ও অন্তঃকরণের অসরলতার দ্বারা আশা ভঙ্গ হইলে, লেখকের এইমত ভাবনা মনে উদয় হইল; মদন মোহন মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি বর্দ্ধমান জেলার এড়াল নামক গ্রামে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া শিশুকালে বর্দ্ধমানের চর্চ্চ মিশ্যনারি সোসাইটির ইংরাজি স্কুলে কএক বৎসর শিক্ষা পাইলে ক্রমে ২ সাধারণ স্থানে বৃদ্ধি হইয়া তিনি ইংরাজি ভাষা প্রায় ভাল রূপ কহিতে পারিলেন; প্রথম ক্লাশে ভর্ত্তি হইলে বাইবেল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া কএক বালক আপনার-দের পরিত্রাণের বিষয় চিন্তিত হওয়াতে তিনি তাহাদের সহিত পাদ্রি সাহেবের গৃহে আসিয়া, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিষয় কথোপ-কথন করিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেন। কৈলাস চন্দ্রদত্ত নামক তাহার সঙ্গী পাঠকেরদের মধ্যে এক জন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তৎসময়ে বাপ্তাইজিত হইল মদনমোহন ইহা দেখিয়া তাহার ন্যায় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষী হইলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহার বন্ধুগণ অকস্মাৎ তাহাকে স্কুল

হইতে স্থানান্তরে পাঠাইলেন, আর তৎসময়াবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেন।

অনেক বৎসর বহিয়া গেলে গত এপ্রেল মাসে কোন এক দিন ঐ মদন মোহন বর্দ্ধমানে পুনর্ব্বার পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলেন. তাহার মুখের ভঙ্গিমাতে বোধ হইল যেন পূর্ব্বে প্রায় কোন সময়ে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, হেন কালে মদন মোহন মুখোপাধ্যায় কহিলেন "হে মহাশয় আপনি কি স্মরণ করেন, যে কৈলাস চন্দ্রদত্ত যে কালে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, তৎকালে আমিও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু কুটুম্ব লোক প্রায় জোর পুর্ব্বক গৃহে লইয়া গেল. সেই সময়াবধি প্রাপ্ত ধর্ম্ম শিক্ষা সকল নিতান্ত ভুলি নাই, আমি সংসারে মিশ্রিত হইলেও মঙ্গল সমাচারের সত্যতা মনে রাখিয়াছি; এত বিলম্ব হইলে পরেও আপনকার নিকটে ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করি ইহা শুনিয়া পাদ্রি সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল পরে মুখোপাধ্যায় কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতি দিন উপস্থিত হইয়া কথোপকথন, ও বাইবেল পুস্তক পাঠ করণ, ও তদর্থ ব্যাখ্যা করণ দ্বারা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের মর্ম্ম শিক্ষিত হইল. খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপুস্তকের বিষয় ও শাস্ত্রীয় বচন মনে বুঝিতে না পারাতে তদ্বিষয়ে তাহার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত জ্ঞানালোক দ্বারা ঘুচিয়া গেল. তিনি যাচ্ঞা করিলে, উপদেশক তাহাকে এক অন্তভাগ ও প্রার্থনা পুস্তক দিলেন. আর তাহার সহিত আলাপের দ্বারা দেখা গেল যে তিনি ঈশ্বরের বাক্য আপন গৃহে দিবসে২ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন।

যদ্যপি তৎকালে তাহার মনের স্থৈর্য্য স্পষ্ট রূপে প্রকাশ না হইল তথাপি ক্রমে২ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এমন কিছু২ আশা জন্মিল, কেননা ধর্ম্মোপদেশকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্পষ্ট রূপে

সুপ্রমাণ আছে, যথা খ্রীষ্ট যেমন হারাণ মেষকে অন্বেষণ করিতে আইলেন, তেমনি কি জানি, হারাণ পাপী মনুষ্যের সুসময়ে কথা কহিলে, সেই কথা তাহার প্রাণ রক্ষার হেতু হইবে।

কোন এক দিবস প্রাতঃকালে, উপদেশক দাবিদের ২৩ গীত তাহার সঙ্গে পাঠ করিয়া, য়োহনের ১০ দশম অধ্যায়ের ১১ একাদশ শ্লোকের লিখিত খ্রীষ্ট বাক্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দাবিদের ভবিষ্যদ্বাক্য কেমন সুন্দর রূপ খ্রীষ্টেতে সম্পন্ন হইল ইহা স্পষ্ট মত বুঝাইয়া দিলেন, যথা "প্রভু আমার রাখাল হইলে কিছুরই অভাব হইবে না।" আর "আমি উত্তম মেষ পালক আমার মেষ আমার রব শুনে, ও আমি তাহাদিগকে জানি, তাহারা আমার পশ্চাদ্গামী হয় এবং আমি তাহাদিগকে অনন্ত পরমায়ু দিই, ও কেহ আমার হস্ত হইতে হরণ করিয়া লইতে পারিবে না।" সেই কালে ঐ মুখোপাধ্যায় খ্রীষ্টে প্রেম কিছু বুঝিয়া স্বীকার করিলেন যে যাহারা খ্রীষ্টের মেষ স্বরূপ তাহারা ধন্য; তথাচ তিনি সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত ও প্রায় ভীত ছিলেন ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন আমার যুবতী স্ত্রীর কারণ মনে অস্থির হইয়াছি, যদি আমি বাপ্তাইজিত হই, তবে শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে লইতে পারিব না, আপনকার অনুমতি হইলে কল্য যাইয়া গাড়িতে করিয়া তাহাকে লইয়া আসিব, দশ মাস হইল, আমার পিতা কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব স্ত্রীর সঙ্গে পিতৃ ক্রিয়া করিতে গঙ্গাস্নানে যাইব; এমন কথা ফিকির করিয়া কুটুম্ব লোকদিগকে বলিব, তার পর এক কালে এখানে আনিয়া আপনকার নিকট বাস করিব। পাদ্রি সাহেব এমন ছলনার কথাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, তুমি যদি খ্রীষ্টের শিষ্য হইতে বাঞ্ছা কর, তবে বক্র পথে গমন করা নিতান্ত অনুচিত. ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ ও নিজ আত্মার রক্ষার্থ যত্ন করা তোমার প্রধান চিন্তা হউক; তাহা করিলে তোমার স্ত্রী প্রাপ্ত হইবার এক অন্য উপায় করিয়া ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে অনায়াসে যোগাইবেন, এই কথা শুনিয়া তিনি স্ত্রী আনিবার কল্পনা ত্যাগ করিলেন।

স্থান হইলে কেমন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিব এতন্নিমিত্তে তিনি বার২ এই কথা কহিতেন আপনি যদি পিতৃবৎ হইয়া আমাকে কখন ত্যাগ না করেন, তবে হইতে পারি. তাহার এমন সন্দিগ্ধ মন দেখিয়া পাদ্রি সাহেব বারম্বার বুঝাইয়া বলিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা আপন আত্মার মঙ্গল চেষ্টা করাতে যদি তোমার সরল আচরণ প্রকাশ হয় তবে শারীরিক বিষয়ের কোন অভাব হইবে না ইহা নিশ্চয় জান. তুমি যুবা মানুষ, তুমি ইংরাজি ভাষা জান, তোমার বুদ্ধিরও সূক্ষ্মতা আছে; অতএব সাহেবান লোকেরা যদি এক ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্ট মতে সরল ও সত্যাচারি দেখেন তবে সকলে অতি সন্তুষ্ট হইয়া যত্ন পূর্ব্বক উপায় করিবেন।

ইহার কিছু দিন পরে বর্দ্ধমান নগরে জনরব হইল যে মদন মোহন মুখোপাধ্যায় খ্রীষ্টীয়ান হইবে; যেহেতুক তিনি পাদ্রি সাহেবের নিকটে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছেন, যে মাতুলের বাসায় তিনি থাকিতেন তিনিও বিরক্ত হইয়া অনেক প্রকার তাড়না করিলেন, এতজ্জন্যে তিনি পাদ্রি সাহেবের ঘরের নিকটে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। এবং প্রত্যহ প্রচারকগণের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেন; আর বাপ্তিস্মের দিন নিরূপণার্থে প্রার্থনা করিসে সকলের ভরসা হইল যে ইনি নিতান্ত মনে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন, "আমি কল্য দিবসে আপন সকল বিষয় স্থির করিয়া এখানে বাস করিতে আসিব," এই মত কহিয়া, বিছানা ও ঘরের আবশ্যকীয় জিনিষ ও পাত্রাদি কিনিতে কিছু টাকার প্রার্থনা করিলেন. টাকা পাইলে বিদায় হইয়া লইয়া গেলেন, পর দিবস হইলে ঐ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর আইলেন না, তৃতীয় দিবস হইলেও পদার্পণ করিলেন না পরে শুনা গেল যে তিনি কোন কার্য্যার্থে কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন জ্ঞাতি কুটুম্ব লোকের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন বা কুৎসিত লোভে আকর্ষিত হইয়া কাপট্য রূপে ধন প্রয়াসে খ্রীষ্টীয়ান বিশ্বাস স্বীকার করিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; সে যাহা

হউক, অনেক হিন্দুলোকের মধ্যে ব্যাপক যে অসারল্য রূপ মনের পীড়া, তাহাতে তিনি পীড়িত ছিলেন, লোভেচ্ছা ও তন্নির্গত কাপট্য, এই দুই হইয়াছে এই দেশীয় লোকের মহা শাপ; তাহাতে সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল চেষ্টা ও প্রেম পরিশ্রমের বাধা জন্মে।

হইতে পারে ধর্ম্ম বাক্যের বীজ কিছু২ তাহার অন্তর রূপ মৃত্তিকাতে রোপিত হইল কিন্তু সে মৃত্তিকার ভিতরে প্রস্তর ও কণ্টক বন ছিল, তন্নিমিত্তে উত্তাপ জনক পরীক্ষা এবং সংসারের চিন্তা ও ইন্দ্রিয় তুষ্টি, সে বীজ সকল গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই কারণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিয়েও মনে সত্য রূপ গ্রাহ্য করিলেন না। আর এদেশীয় যুবা লোকের মধ্যে চলিত হইয়াছে যে মনের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা, তাহাতে আকর্ষিত হইয়া ইনিও ধর্ম্ম পথে বিমুখ হইলেন। সম্ভব হয় যে সংসারের লোভেচ্ছাতে প্রবঞ্চিত হইয়া এই কুটিলতা দ্বারা আপন শুভাকাঙ্ক্ষির প্রতি প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলেন; এ বিষয়ে তিনি আপনাকে কেমন ভয়ানক রূপে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, ইহা কে বলিতে পারে? যেমন শাস্ত্রে লেখে যথা ভ্রান্ত হইও না ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করা যায় না; যে মনুষ্য যাহা বুনে সে তাহাই কাটিবে; শরীরের উদ্দেশে যে জন বুনে সে শরীর হইতে বিনাশ রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু যে জন আত্মার উদ্দেশে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত পরমায়ু রূপ শস্য পাইবে. হায় ২ এই প্রকার দুঃখদায়ক ঘটনা কতবার ঘটিয়াছে, আর প্রভুর সেবকগণ তন্নিমিত্তে আশাভঙ্গ হইয়া কতবার কাতরোক্তি করিয়া থাকে। মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের দুষ্ট ব্যবহার হইতে যেন সকল যুবা লোকেরা সাবধানার্থ উপদেশ প্রাপ্ত হন, তিনি ডালে বসিয়া কাটিলেন। আর কুটিলতার ফল মিষ্ট না হইয়া সুতরাং তিক্ত জনক হয়; শরীরের ও আত্মার দুর্গতি তাহাতে আয়োজন করে।

প্রতিবিম্ব।

প্রাচীন কালের এক রাজা প্রজাদিগের দীনহীনতা জানিয়া

তাহাদের জন্যে বিস্তর খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলেন. ইহা জানিয়া এক গ্রামের লোক ব্যতিরেকে অন্য সকলে আহ্লাদিত হইয়া রাজাজ্ঞানুসারে তাহা ব্যবহার করিল। সেই গ্রামের লোকেরা তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কিছু প্রতিফল দিতে চেষ্টা করিল না এবং হিসাব দিনের বিষয় স্মরণ হইলেও তাহার দয়াতে প্রত্যাশা রাখিয়া অমনোযোগী থাকিল কিন্তু এক দিন হিসাব কাল জানিয়া ঐ গ্রামস্থ লোক ত্রস্ত পিপীলিকার ন্যায় এদিক ওদিক গমন করিয়া অমুক দিনের পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধ না করিলে আমাদিগকে কারাগারে যাইতে হইবেক ইহা পরস্পর কহিতে লাগিল। তখন তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া কি করা উচিত এই বিবেচনা করিতে লাগিল. কেহ২ রাজার সাক্ষাতে গিয়া ঋণ স্বীকার করিয়া ক্ষমা পাইবার জন্যে প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিল. কেহ২ বলিল ইহা করিলে কি লাভ হইবে? আমাদের কাছে একটা পয়সা নাই এবং মহারাজ যেমন প্রাচীন কালীন অবাধ্যগণের সহিত ব্যবহার করিতেন আমাদের সহিতও তাদৃশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে পরিশোধের উপায় না করিলে রাজার নিকটে যাওয়া ভাল হইবে না। এই রূপ বিবেচনার কালে তাহারা অকস্মাৎ তুরীর ধ্বনি শুনিল. কিছু ক্ষণ পরে তুরীবাদকেরা উপস্থিত হইয়া এই ঘোষণা প্রচার করিতে লাগিল যে মহারাজ দয়া পূর্ব্বক তোমাদের অকৃতজ্ঞতার বিষয় ক্ষমা করিয়াছেন কারণ তাহার প্রিয়তম পুত্র এই গ্রামস্থ লোকদের দরিদ্রতা ও দুর্দশার বিষয় শুনিয়া রাজবাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য লোকের বেশ ধারণ করিয়া তোমাদের মধ্যে বাস করত কৃপা ও প্রেমেতে তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন আর যাহারা চাহে তাহারা রাজার নিকটে গেলে ঋণ পরিশোধের কাগজ পাইতে পারিবে। ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কেহ২ অবিলম্বে সে কাগজ পাইবার জন্যে গেল কিন্তু অন্যান্য লোক কহিল সকলের ঋণ পরিশোধ হইলে কেন কাগজ পাইতে হইবে। অল্প দিনের পর তুরীবাদকেরা আরবার আসিয়া রাজাজ্ঞানুসারে সকল লোকদিগকে লইয়া তাহার সাক্ষাতে গেল।

ইহাতে ঐ কৃতঘ্ন লোকেরা রাজ পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁপিতে২ আপনাদের মুখ লুকাইতে লাগিল তাহাতে তিনি বলিলেন তোরা কারাগারে যা আমি কখন তোদের ক্ষমা করিব না কিন্তু অন্যান্য লোকদিগকে বলিলেন এই অবধি তোমরা রাজ বাটীতে আমার সহিত বাস করিবা আর কিছু ক্লেশ পাইবা না।

খ্রীষ্টী ১০. ১০. গীত ৩৩. ৫ গীত ১৫. ২. ৩. উপ ৩. ১৭ য়ুড ৬ মথি ৫. ২৬. ২ করি ৫. ২০. ১ যোহ ২. ১২. ফি ২. ৬. ৭. ৮. যোহ ১৫. ২৬ মথি ২৪. ৩১. ২৫. ৩৪.

পাদ্রি বুকানন সাহেবের চরিত্র বর্ণন।

অতি উত্তম২ খ্রীষ্টীয়ানদের জীবদবস্থার বৃত্তান্ত পড়িবার সময়ে যদ্যপি তাহারা আমাদের মত সুখ দুঃখ ভোগী মনুষ্য হইয়াও সংসার রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যান্য যোদ্ধা হইতে সাহসিক জয়কারী ছিলেন জানা যায়, তথাপি তাহারা মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রযুক্ত সকল বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারানুসারে আমাদের গতি করা বিহিত নহে; ইহা স্মরণ করা বিশেষ আবশ্যক। পরন্তু যদনুসারে আমাদিগকে সর্ব্বত্র গমন করিতে হয়, জগতের ইতিহাস পুস্তকে এমন এক জনের উপাখ্যান লিখিত আছে, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি কোন দৌরাত্ম্য করিলেন না ও যাঁহার মুখে কোন ছলের কথা ছিল না, তাঁহার ব্যবহারানুসারে আমাদের সর্ব্বতোভাবে গমন করা শ্রেয়ঃ; কিন্তু অন্যান্য সকলের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সাবধান হইতে হয়, কি জানি পাছে আমরাও তাহাদের সদসৎ কর্ম্মানুসারে গতি করিতে প্রবর্ত্ত হই। এই আভাস সংক্ষেপে লিখিয়া খ্রীষ্টীয় জ্ঞানের যে এক অংশ, অর্থাৎ সাধুদের চরিত্র বর্ণন, আমাদের নব পত্রের অবয়বে মনোনীত করা গিয়াছে, তাহা আমরা এক্ষণে লিখিতে আরম্ভ করি। আমাদের শ্রেণীর মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে যাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে আমরা ঠাহরিয়াছি, তাঁহার নাম পাদ্রি ক্লদিয়স বুকানন সাহেব; ইনি স্বদেশে ও এদেশে অতি বিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন। কারণ যখন ইংলণ্ডীয় মণ্ডলী আপন নিদ্রাবস্থা

হইতে জাগ্রৎ হইয়া স্বদেশে ও বিদেশে সত্য ধর্ম্মের বৃদ্ধি কারণ সচেষ্ট হইয়াছিল, তৎকালে তিনি সাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় মিসনের বৃদ্ধি জন্য অত্যন্ত প্রয়াস করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ আমরা এই বিবরণ বর্ত্তমান পত্রে সমাপ্ত করিতে না পারিলেও প্রতিমাসে এক ২ খণ্ড করিয়া লিখিতে প্রবর্ত্ত হইলাম অতএব পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন, যেন তাঁহারা আপন ২ মনোযোগে ক্ষান্ত না হন, আর পূর্ব্ব পত্র স্পষ্ট রূপে স্মরণ না হইলে পর লিপি পঠন সময়ে বিবরণের যে সম্বন্ধ ভঙ্গ হয়, তাহা পুনরালোচনা করাতে তাঁহারা পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

উক্ত ক্লদিয়স বুকানন স্কটলণ্ড দেশের গ্লাস্‌গ নামক নগরের নিকটস্থ কম্বুল্‌সাং গ্রামে ১৭৬৬ শালের মার্চ মাসের দ্বাদশ দিনে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা ঐ দেশস্থ কোন পাঠশালার প্রধান কর্ত্তা ছিলেন; আর সাধ্বী অথচ উত্তমা যে সকল স্ত্রীলোকেরা খ্রীষ্টীয়ান দেশকে ভূষিত করে, এবং হিতোপদেশের শেষাধ্যায়ে যে প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা লিখিত আছে, সে সকলের মধ্যে এক জনা তাঁহার মাতা ছিলেন; অপর যখন তিনি অল্প বয়স্ক, তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলে তিনি অন্যান্য বালকের মত লেখা পড়া ও লাটিন গ্রীক ভাষাদি পাঠ করিতেন; পরে চৌদ্দ বৎসর বয়স হইলে তিনি শিক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়াতে পুনরায় তাঁহার মনে বাল্যাবস্থার ধর্ম্ম বুদ্ধি উদয় হইল। যেহেতু আমরা পাঠ করিয়া থাকি তিনি তাঁহার বাস স্থানের নিকটস্থ সমুদ্র তীরে যে পর্ব্বত ছিল, তাহার মধ্যে গিয়া পুনঃ২ পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন; বোধ হয় সমুদ্র তীরে পর্ব্বতীয় স্থান পরমেশ্বর বিষয়ক আরাধনা করিতে চেতনা দায়ক হয়, কারণ তথায় ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু সকল কেমন আশ্চর্য্য, এবং মনুষ্যদের মন ও বল কেমন ক্ষুদ্র, তাহা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া যায়; সে যাহা হউক বুকানন সাহেব ঐ সময়ে যে ধর্ম্ম বিষয়ে বোধ পাইলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়স্থ না হইলেও কেবল মনে ছিল। এই কারণ তাহা প্রাতঃকালের

মেঘের ন্যায় ও প্রত্যুষের ক্ষণধ্বংসি শিশিরের ন্যায় স্বপ্ন প্রযুক্ত লয় প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর তিনি ১৭৮২ শালে গ্লাস্‌গ নগরস্থ কালেজে গেলেন, যেহেতু তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার নিমিত্ত স্কচ মন্দিরের পুরোহিতের কর্ম্ম মনোনীত করিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয়, তিনি এমন ভারি ও গুরুতর কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতেন না: কারণ আমরা পাঠ করি যে তৎকালে তিনি আত্মকুলাপেক্ষা অতি উত্তম কুল জাতা এক কন্যার প্রেমে আসক্ত হইবাতে যে ব্যাঘাত তাঁহার বিবাহ নিবারণের হেতু হইল, তাহা বিনাশের কারণ আপনাকে ধনি ও মানি করণার্থ পিতা মাতার নিকট ছাড়িয়া পদব্রজে দূরদেশে গমন করিতে সচেষ্ট হইলেন, আর উত্তম কাব্য কারক, অর্থাৎ ডাক্তর গোল্‌ড স্মিথ সাহেব যে রূপ বংশী বাজাইতে২ সকল ইউরোপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া ইনিও তদ্রূপ বাদ্যকরের তুল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বেহালা লইয়া লণ্ডন নগরের অঞ্চলে প্রস্থান করাতে বাদ্যের জন্য বার২ বহুবিধ পারিতোষিক পাইলেও কখন২ খাদ্যাভাবে মৃতকল্প হইতেন; ভদ্রলোকের এমত চরিত্র দেখিয়া বোধ হয়, কোন২ পাঠক মহাশয়েরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন; কিন্তু ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে বিলাতীয় লোকেরা কোন বিশেষ কার্য্য সিদ্ধি করিবার সময়ে কেমন স্থিরমনা হইয়া বাধা ও স্বীয় ক্লেশের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। আর এই পুরাবৃত্তের সহিত পশ্চাল্লিখিত ইতিহাস মিলন করিলে বোধ হইবে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি অদ্ভুত গুণ ধর্ম্মহীন মনুষ্যদিগকে পুনঃ২ ঘোর মূর্খতায় ফেলিলেও সদাত্মা কর্তৃক শোধন হইলে তাহাতে ঈশ্বরীয় রাজ্য বৃদ্ধির উত্তম উপায় হয়।

অবশেষে বুকানন স্বীয় ক্লেশকর অনিশ্চিত কর্ম্ম দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া লণ্ডন নগরে পঁহুছিলেন; কিন্তু ধনের ও মানের যে ভরসা দেশ ও গৃহ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইলেন না। অপর তিনি নিরাশ্রয় ও সহায় হীন অবস্থাতে অনেক দুঃখ

তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; যদিও তিনি উক্ত কালে অতি ঘৃণার্হ কোন কর্ম্ম করেন নাই, তথাপি সত্য ধর্ম্মের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বোধ না পাইয়া যেমন সকল মণ্ডলীতে মৌখিক খ্রীষ্টীয়ান (কি না যাহাদের অন্তরে পাপের বোধ ও পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় এবং খ্রীষ্টের প্রেম নাই) তদ্রূপ তিনিও ছিলেন।

পরে ঈশ্বর কেমন করিয়া এই ধার্ম্মিক মনুষ্যের অন্তঃকরণ বিনিময় করিলেন এ বিষয় কোন ২ পাঠক মহাশয় পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন; যেহেতু কোন ২ ব্যক্তি এই অধর্ম্ম ত্যাগের বিষয় সমুদয় অস্বীকার করে, কেহ বা ইহার উপায় বুঝিতে পারে না: এমতে অনেকানেক ভ্রম আছে। অপিচ ক্লদিয়স বুকানন সাহেবের পিতা মাতা তাঁহাকে পুরোহিতের কর্ম্মে মনোনীত করিয়া ধার্ম্মিক রূপে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি অনেক বাহ্যোপকার পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু সদাত্মা দ্বারা আন্তরিক কার্য্য ব্যতিরেকে বাহ্যোপকারে কোন ফল সিদ্ধ হইতে পারে না। তদনন্তর লণ্ডন নগরে তাঁহার যে এক ধার্ম্মিক বন্ধু ছিল, ঐ মিত্র কোন এক রবিবারে সায়ঙ্কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেকানেক ধর্ম্মের কথা বিশেষতঃ ধর্ম্ম পুস্তকের বচন বলাতে তাহা বুকাননের মনে বিদ্ধ হইবায় তিনি আপন মন ফিরাইতে মনস্থ করিলেন, আর যে বাক্য রূপ তীর তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইল, তাহা ক্রমে ২ হৃৎপদ্মে প্রবেশিল; পরে তিনি একাকী হইয়া প্রার্থনা করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা সিদ্ধ করিতে পারিলেন না; যেহেতুক তিনি আপন মনে এমত বোধ পাইয়াছিলেন যে আমার প্রার্থনাতে ঈশ্বরের অপমান আছে; এই রূপে তিনি ঐ ভয়ের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে না পারিয়া, আগামি রবি-বারে উত্তম ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশ শুনিতে গেলেন, তথাচ বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইলেন না; পরে তিনি এই দুর্দ্দশা হইতে কি রূপে রক্ষিত হইলেন, সে সমুদায় আমরা ঈশ্বরেচ্ছায় জীবৎ থাকিলে পশ্চাৎ

৩ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

সেপ্টেম্বর ১৮৫০

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য ৴১০ দেড় আনা।)

1 R. 2 As. per Annum.

সত্যার্ণব।

নং ৩। সেপ্টেম্বর ১৮৫০। মূল্য ৴১০ আনা।



পুরাবৃত্ত।

পূর্ব্ব কালের বৃত্তান্তের নাম পুরাবৃত্ত, যে ২ বিষয় এক্ষণে আমারদের নয়ন গোচর হইতেছে তাহার বিবরণকে পুরাবৃত্ত কহা যায় না, অতীত কালে যে২ ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা এক্ষণে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে সেই সকলের বিবরণকেই পুরাবৃত্ত কহা যায়।

পুরাবৃত্তের নানা প্রকরণ হইতে পারে, প্রথমতঃ ধর্ম্ম বিষয়ক পুরাবৃত্ত, যাহাতে ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ঘটনার বিবরণ জানা যায়, যথা শলিমা রাজা মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা ধর্ম্ম পুরাবৃত্তের কথা। দ্বিতীয়তঃ সামান্য সাংসারিক পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ যে২ ঘটনা দেশ দেশান্তরে হইয়া সত্যবাদি পণ্ডিত বৃন্দ দ্বারা

বর্ণিত হইয়াছিল তাহার সংগ্রহ, যথা আলেক্‌জন্দর রাজা ভারতবর্ষে যুদ্ধ সজ্জায় আসিয়াছিলেন, অথবা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিম্বা লর্ড ক্লাইব পলাশি ক্ষেত্রে সেরাজদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যক্‌জাতির বৃত্তান্ত, যাহাকে ইংরাজেরা স্বাভাবিক পুরাবৃত্ত কহেন। এই রূপ বিষয় ভেদে পুরাবৃত্তের প্রকরণ ভেদ হইয়া থাকে।

পুরাবৃত্ত বিদ্যার মূল শাব্দপ্রমাণ। লেখকের শব্দে বিশ্বাস করিয়া পুরাবৃত্ত গ্রহণ করা যায় তন্নিমিত্ত লেখকের শব্দ বিশ্বাস্য কি না তাহা প্রথমতঃ বিবেচনা করা উচিত অর্থাৎ যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তিনি সত্যবাদী কি না, তদ্বিষয় সুক্ষ্ম রূপে অবগত ছিলেন কি না, তাঁহার তাৎপর্য্য কি, ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া পাঠক বর্গকে বহুজ্ঞ করা তাঁহার অভিপ্রায় অথবা রসিকতা প্রকাশ দ্বারা পাঠকবর্গের চিত্ত সন্তোষই তাঁহার তাৎপর্য্য, এই সকল বিষয় উত্তম রূপে বিবেচনা না করিলে কাহার লিখিত পুরাবৃত্তের সত্যাসত্যতার মীমাংসা করা যায় না।

অতএব পদ্যেতে ইতিহাস রচনা হইলে সন্দেহ স্থল হয়। অলঙ্কার বেত্তারা কহিয়াছেন যে কাব্য রসাত্মক, কেবল ইতিবৃত্ত বর্ণনাতে কাব্যের উৎকর্ষ হয় না, সুললিত শব্দ প্রয়োগদ্বারা কর্ণ সুখ এবং সুচারু ভাবের বিচিত্রতা দ্বারা চিত্ত সন্তোষ করাই কবির মুখ্য ধর্ম্ম, সুতরাং ছন্দোবন্ধে লিখিত পুরাবৃত্তের কোন্‌ অংশ শব্দের লালিত্য বিস্তারের অনুরোধে সংগৃহীত, আর কোন্ ২ অংশই বা বৃত্তান্ত জ্ঞাপনার্থ রচিত তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে। এ কারণ মহাভারত শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণোক্ত বৃত্তান্তে সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

পুরাবৃত্ত অধ্যয়নে বহুল উপকার দর্শে। পূর্ব্বে কি ২ ঘটনা হইয়াছে কোন্ ২ কারণে কি ২ কার্য্য হইয়াছে কোন্‌ মনুষ্যের কি প্রকার মনোবৃত্তিতে কেমন আচরণ হইয়াছে এবং কি ২ উপায়ে কি ফল হইয়াছে এ সমস্ত অবগত হইলে বহু দর্শন ও কর্ম্ম

দক্ষতা জন্মে। নিজ চক্ষু কর্ণ দ্বারা আমরা অত্যল্প বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারি, অপর পূর্ব্বে যাহা২ হইয়াছে তাহা না জানিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। মূর্খ লোক অপেক্ষা পণ্ডিতের বুদ্ধি কৌশল উত্তম ইহার কারণ কি? মূর্খ লোক পশুর ন্যায় কেবল সম্মুখস্থ ব্যাপার অবগত হইতে পারে বিদ্বান্ ব্যক্তি পুরাবৃত্ত বিদ্যা দ্বারা অতীত বিষয় বিদিত হইয়া কার্য্য কারণের সম্বন্ধ উত্তম রূপে বুঝিতে পারেন।

পুরাবৃত্ত সহকারে ধর্ম্মের সত্যতা নিরূপণ করা যায়। খ্রীষ্টীয় মত কাল্পনিক নহে, প্রভু পৃথিবীতে যথার্থ অবতীর্ণ হইয়া বিচিত্র অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা পুরাবৃত্ত রচকদিগের বচন প্রমাণ নিঃসন্দেহ বোধ হয় অতএব তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরের অভিমতানুযায়ী, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

যে ব্যক্তি যে ব্যবসায়ী হউক সকলেরই পুরাবৃত্ত অধ্যয়নে যথেষ্ট মঙ্গল সম্ভাবনা। শলিমা কহিয়াছেন যে পৃথিবী তলে কোন নূতন বস্তু নাই যাহা এখন হইতেছে তদনুরূপ পূর্ব্বেও হইয়াছিল সুতরাং পূর্ব্ব বিষয় অবগত হইলে উপস্থিত বিষয়ে অধিক ভ্রম সম্ভাবনা থাকে না। অমুক অবস্থাতে অমুকের অমুক ঘটনা হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলে আমারদের সেই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা মীমাংসা করিতে পারি।

পুরাণ গ্রন্থে লিখিত আছে পূর্ব্বতন রাজারা পুরাবৃত্ত জানিতে অতিশয় উৎসুক হইতেন তাঁহারা কোন নূতন নগরের কিম্বা পুরুষের নাম শ্রবণ করিবা মাত্র তদ্বিষয়ের বিবরণ শুনিতে বাসনা করিতেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারদের যথার্থ পুরাবৃত্ত অবগত হইবার উত্তম উপায় ছিল না এ কারণ তাঁহারদের জ্ঞান তৃষ্ণার তৃপ্তি হইত না। আমারদের সম্প্রতি নানা বিষয় অবগত হইবার সুযোগ আছে এমত সুযোগ সত্ত্বে যদি আমরা অলস হই তবে মহা অপরাধী হইবে।

কালিদাসের জীবন চরিত্র।

কালিদাস নামে এক ব্যক্তি প্রধান কবি ছিলেন, তাঁহার জন্ম স্থান ও জন্ম কালের কিছু নিরূপণ নাই এবং তাহার নির্ণয় করাও অতি দুরূহ। এই মাত্র শ্রুত আছে, যে খ্রীষ্টের জন্মের ৬০ ষাইট বৎসর পূর্ব্বে তিনি কর্ণাট দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য কি মিথ্যা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত আমরা সমগ্র রূপে জানি না বটে কিন্তু তদ্বিষয়ে যে জনশ্রুতি আছে তাহার দ্বারা বোধ হয় তিনি অতি সামান্য বংশোদ্ভব ছিলেন পরন্তু তিনি যে নানাবিধ কাব্য রচনার দ্বারা পরে পণ্ডিত ও কবি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় সত্য বটে। তিনি বালক কালে কোন জ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিতান্ত অজ্ঞান ও মূর্খ ছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্য উপার্জ্জনের পূর্ব্বে ইতর লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা অনর্থক কাল যাপন করিতেন, জ্ঞানিদিগের উপদেশ গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি এবম্প্রকার মূঢ় ও অসৎসঙ্গী হইলেও ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব প্রযুক্ত জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানোদয়ের সত্য বৃত্তান্তাভাবে আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতে অশক্ত হইলাম তথাপি এতদ্বিষয়ে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ যাহা আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি।

সারদা নামক নৃপতির বিদ্যোত্তমা নাম্নী সুশিক্ষিতা এক কন্যা ছিল, সে বাল্যাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে ব্যক্তি আমাকে বিচারে পরাজয় করিবে আমি তাহাকে পতি রূপে বরণ করিব। রাজ কন্যার এই সুকঠিন প্রতিজ্ঞা ক্রমে প্রচার হওয়াতে নানা দেশ হইতে অনেকানেক ভূপতি ও পণ্ডিতগণ আসিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইল কিন্তু তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রে নিপুণ তাহারাও বিচারে তাহাকে পরাভব করিতে পারিল না। কন্যাজিত ভূপতি ও পণ্ডিতবর্গের

মধ্যে কএক ব্যক্তি রাজগৃহ হইতে প্রত্যাগমন কালে দেখিল যে এক ব্রাহ্মণ কুমার এক বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়া আছে সেই শাখার মূল ছেদন করিতেছে সেই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখিয়া পরস্পর যুক্তি করিয়া বলিল আইস আমরা কৌশল করিয়া এই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত রাজ কুমারীর বিবাহ দিয়া গর্ব্ব খর্ব্ব করি এই পরামর্শ স্থির করিয়া ঐ মূর্খকে বলিল, হে ব্রাহ্মণ কুমার শাখা হইতে নীচে আইস আমরা তোমার বিবাহের নিমিত্ত একটা অত্যুত্তমা রূপবতী যুবতী রাজ কন্যা স্থির করিয়াছি ইহা শ্রবণে কালিদাস অত্যন্ত পুলকিত হইয়া কহিল মহাশয়েরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে আমি জীবনাবধি আপনাদের ক্রীত দাস হইয়া থাকিব, পণ্ডিতগণ কহিল হে ব্রাহ্মণ কুমার তুমি অধৈর্য্য হইও না আমাদের মতে থাকিয়া মলিন বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আমাদের সহিত রাজ গৃহে আইস সেখানে আমরা তোমাকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিব তাহাতে যদ্যপি কেহ তোমার প্রতি কোন প্রশ্ন করে তবে কথা না কহিয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সঙ্কেতে তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিও। পরে কালিদাস পণ্ডিতগণের সমভিব্যাহারে রাজ সভায় উপস্থিত হইলে রাজ কন্যা সভায় আসিয়া কালিদাসকে এক অঙ্গুলি দেখাইলেন ইহার অভিপ্রায় এই একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ পরমেশ্বর এক, দ্বিতীয় নাই,। ঐ ব্রাহ্মণ কুমার ঐ বাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া মনে২ বিবেচনা করিল যে ইনি আমার এক চক্ষু নষ্ট করিতে চাহেন তন্নিমিত্তে তিনি তাহার দুই চক্ষু নষ্ট করিবেন এই মনন করিয়া দুই অঙ্গুলি দেখাইলেন। রাজকন্যা কালিদাসের অভিপ্রায় অবিদিত হইয়াও অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই বিবেচনা করিল ব্রাহ্মণ কুমারের যথার্থ প্রত্যুত্তর হইয়াছে অতএব রাজ কন্যা কালিদাসকে পণ্ডিত বোধে বিবাহ করিলেন। পরে রাজ কন্যা রজনী যোগে ঐ পতির সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন ইতিমধ্যে এক

উষ্ট্র চীৎকার শব্দ করিল তাহা শ্রবণ করিয়া রাজকন্যা স্বীয় পতি-কে কহিলেন কে চীৎকার করিতেছে কালিদাস গণ্ডমুর্খ প্রযুক্ত যুক্তাক্ষর উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া ষকারের লোপ করত কহিল একটা উট্র, রাজ নন্দিনী স্বামির বাক্যে এমত জড়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে কহিল কালিদাস পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ স্বীয় অজ্ঞানতা প্রকাশ পূর্ব্বক রকারের লোপ করিয়া কহিল উষ্ট, ইহাতে বিদ্যোত্তমা অতি দুঃখিতা হইয়া বুঝিলেন যে পণ্ডিতবর্গ আমার সহিত ঘোরতর প্রতারণা করিয়াছেন কিন্তু বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছে এক্ষণে আর কোন উপায় নাই ইহা বিবেচনা করিয়া অতি-শয় কাতরা হইলেন এবং সেই কালেই তাহার গর্ব্বের খর্ব্বতা হইল।

ভারত বর্ষীয় রোগের বিষয়। ২।

জ্বর।

মাথা ব্যথা, হাত পায়ে বেদনা ও কামড়, কটু প্রস্রাব, চক্ষুঃ ও মুখ রক্ত বর্ণ, কপাল ও গাত্রে বিশেষতঃ হস্ত পদাদিতে নীরস গরম, দ্রুতগামি নাড়ী, এই হইয়াছে জ্বরের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ সেওয়ায় কাশি রুক্ষি বা আমাশয় কিম্বা আর ২ অন্য ২ দৈব উপসর্গ যোগ হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত চিহ্ন সকলই প্রধান লক্ষণ।

ইহার বিবর্ণতায় রোগের উপসর্গের হ্রাস প্রকাশ হয়। কিন্তু শরীরের ও হস্ত পদাদির ও গ্রীবার বক্র স্থানে, ও কপালে ঘাম হইলেই জ্বরের প্রধান এবং প্রসিদ্ধ লক্ষণ জানা যায়।

চিকিৎসোপায়।

দুই গ্রেণ টারটর এমিটিক, তিন পোয়া জলে বমির দাওয়াই বানাইয়া অবিলম্বে এক ছটাক মাত্রা করিয়া যে অবধি প্রচুর বমি না হয়, তদবধি প্রতি সিকি ঘণ্টায় দিতে হইবেক. আর দাওয়াই খাওয়াইবার সময়ে বমির কর্ম্ম সাধনার্থে ঢোক ২ অল্প গরম জল পান করাইবেক। বমি কর্ম্ম বন্ধ

হইলে দুই ঘন্টার পরে ছয় গ্রেণ মারকুলি অর্থাৎ কালমেল, ও ২.৫ পঁচিশ গ্রেণ কম্পৌণ্ড জোলাপের গুঁড়া মাত্রা করিয়া দিবেক. আর দশ মিনিট কিম্বা সিকি ঘন্টা পর্য্যন্ত রোগিকে তপ্ত স্নানাগারে বা গরম জলের বড় গামলায় রাখিবেক। ছয় ঘন্টার মধ্যে যদি দুই কি তিন বার রোগির কোষ্ঠ না হয়, তবে দুই স্ক্রুপিল কম্পৌণ্ড জোলাপের গুঁড়া এক মাত্রা করিয়া দিতে হইবেক। এবং চারি ঘন্টার মধ্যে যদি ইহাও না খাটে, তবে আর এক প্রভেদক পিচকারি অর্দ্ধ ছটাক ভাণ্ডার তৈল অর্দ্ধ সের ফেণ অনুপানে দিতে হইবেক। এই রূপ করিলেও যদি বার ঘন্টায় জ্বর না থামে তবে পুনর্ব্বার মারকুলি, জোলাপ যেমন অগ্রে ব্যবস্থা করা গিয়াছে সাধন করিতে হইবেক। আর মধ্যে২ যদবধি জ্বর ত্যাগ না হয় প্রতি দুই ঘন্টায় এক ছটাক মাত্রা করিয়া দুই গ্রেণ টাটর এমিটিক, আধ সের জল, দুই ড্রাম করবনেট আব পটাশ, শুইট স্পিরিট আব নিট্রি চারি ড্রাম জ্বরের মিশ্রিত দাওয়াই বানাইয়া দিবেক। জ্বর না ত্যাগ হওনাবধি এক ছটাক পরিমাণে দুই ঘন্টান্তর দিতে হইবেক।

যদি ইহাতেও জ্বর বার ঘন্টার মধ্যে না ত্যাগ হয়, তবে মারকুলি, কম্পৌণ্ড জোলাপের গুঁড়া, আর একবার পূর্ব্ববৎ দিতে হইবেক। রোগির মাথা গরম থাকিলে প্রথমাবধি সিরকা জল, বরফ জল, কিম্বা সালামোনিএক অর্থাৎ নৌশাধর এবং সোরা সমান পাঁচ ভাগে ষোল ভাগ জলে ঠাণ্ডাই দাওয়াই তৈয়ার করিয়া কেপড়াতে পুরিয়া মাথা শীতল রাখিতে হইবে। যদি প্রথম ২৪ ঘন্টায় তিন দস্তের পরে রোগির মস্তক ভারি বোধ হয় কিম্বা আলোতে চক্ষুর অপকার করে, ও জ্বর থাকে, তবে রগে জোঁক ধরাইবেক। অনেক বার ভেদ বমি হইলেও যদি ২৪ ঘন্টায় জ্বরের জোর থাকে, অথচ মাথায় বড় বেদনা না থাকে, বিশেষতঃ পেট ছুঁইলে নরম আর ফুলে, আর ঘড়ি২ উকি হয়, তবে মাথায় জোঁক না ধরাইয়া পেটে জোঁক

ধরাইবেক। যখন গা ঘাম দিয়া নরম বোধ হয় এবং খুব দস্ত হইয়া নাড়ী খোলসা থাকে, এবং রোগির মাথা বড় একটা ভারি বোধ না হয়, আর চক্ষুঃ পরিষ্কার দেখায়, তখন কুই-নাইনের ক্ষুদ্র মাত্রা ব্যবস্থানুসারে দেওয়া যাইবেক।

মাথায় ও পেটে জোঁক দিয়া, মারকুলি, ভেদ এবং বমির দাওয়াই দিলেও, যদি তিন দিনে জ্বর ত্যাগ না হয় তবে বমির দাওয়াই পুনর্ব্বার দিতে হইবেক; এবং সেই রূপ দস্তের দ্বারায় নাড়ী পরিষ্কার রাখিবার জন্যে প্রতি ছয় ঘণ্টায় জ্বরভেদক বড়ি নামে তিনটা এক মাত্রা করিয়া দিতে হইবেক। ঐ বড়ি এই রূপে তৈয়ার করিবেক। মারকুলি অর্থাৎ কালমেল, স্কামনী গুঁড়া, কম্পৌণ্ড কলসিন্থ সার, প্রতি জিনিষ দুই গ্রেণ লইয়া এক বড়ি বানাইবেক। যদি রোগির মস্তক বড় ভারি বোধ হয় এবং সে বিভোল হইয়া থাকে, আর টের্চা দৃষ্টি ভাব দেখায়, কিম্বা পেশিমাংসের গতিতে রগটানা বা খেঁচুনি হয়, তবে এক ফোসকার মলম ত্বরায় ঘাড়ের গাঁইটে লাগাইতে হইবেক, এবং এক সরিষার প্রলেপ পায়ের ডিমে লাগাইবেক; আর ঐ জ্বর ভেদক বড়িও দিতে থাকিবেক। ইহাতেও যদি রোগির নাড়ী সরল না হয় তবে বিশ গ্রেণ কম্পৌণ্ড স্কামনী গুঁড়ার এক মাত্রা করিয়া প্রতি চারি ঘণ্টায় যত ক্ষণ খুব দস্ত না হয় দিতে হইবেক। যদ্যপি ইহাও না খাটে তবে এই পশ্চাৎ লিখিত নির্মিত পিচকারি সেবন করাইবেক। যথা, আদ ছটাক তারপিন তৈল, আদ ছটাক, জাওয়ারতৈল একটা ডিমের কুশম, আদ সের গরম ফেণ। আর এই পিচকারী যতক্ষণ কার্য্য না করে প্রতি দুই ঘণ্টান্তরে বারম্বার দিতে হইবে।

।। (অবশিষ্ট আগামি মাসে প্রকাশ হইবেক) ।।

সর্পের বিবরণ।

যুগযুগান্তরীয় পৃথিবী মণ্ডলের ইতিহাস পাঠ এবং গুরু পরম্পরায় তত্তৎ শ্রবণে সুস্পষ্ট রূপে আমারদিগের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান এই প্রতীতি হইতেছে যে ধরাতলস্থিত মনুষ্য পশ্বাদি বিবিধ প্রাণিবর্গের মারাত্মক ভূরি২ শত্রুগণের মধ্যে অনিবার্য্য

বিষধর জাতিই প্রধানরূপে গণ্য। যদিচ নানাবিধ বুদ্ধি নৈপুণ্য এবং বিক্রম পটুতা দ্বারা মনুষ্যেরা স্বস্বস্থান হইতে ঐ হিংস্র ভুজঙ্গম জাতির বৈপুল্যের হ্রাস করিয়াছেন সত্য কিন্তু উহাতে তাহারা মানবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করণে বিরত না হইয়া প্রত্যুত অনবরত স্ববীর্য্য পর্য্যালোচনায় তৎপ্রাতিকূল্যকৃৎ মানব পরাক্রমের অতিক্রমণে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবেই দ্রোহভাবে কালযাপন করিতেছে। যাবৎ মনুষ্য জাতি পুত্র পৌত্রাদি বংশ পরম্পরায় সংখ্যা বাহুল্য প্রযুক্ত সহবাস অসম্ভাবনা হওয়াতে পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ কৌশলে ঐ প্রবল শত্রু আশীবিষদিগকে সর্ব্বথা বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাবৎ যে তাহাদের সংখ্যা পূর্ব্ববৎ বৰ্দ্ধমানা আছে তাহা কদাচ নহে কেননা দুষ্টি মাত্রেই তত্তদ্ব্যক্তি বিনাশ দ্বারা সুতরাং তৎ সংখ্যার ন্যূনতা সম্ভাবনা, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু তাহাদের প্রবল বীর্য্য ও দারুণ বিষ জ্বালায় পূর্ব্বাপর সর্ব্ব কালেই প্রাণিদিগের প্রাণ হানি দেখিয়া দৃঢ়তর সংস্কার বশতঃ মনুষ্য মাত্রেরি মনে বিষধরাশঙ্কা জাগরূকা রহিয়াছে। সুতরাং তৎকারণে তাঁহারা তাহাদিগকে কি প্রদীপ্ত বিষ কৃষ্ণ বিষধর কি নির্ব্বিষ হেলিয়া ঢোঁড়া প্রভৃতি সকলকেই তুল্য ঘৃণা করেন এবং সহসা তন্মারণে যথোপস্থিত শস্ত্রাদি গ্রহণ পুরঃসর কৃতোদ্যম হইয়া থাকেন।

সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যৎ কালে মানব মণ্ডলে ভূমণ্ডল স্থানে ২ ব্যাপ্ত না হইয়াছিল তৎকালে এই মারাত্মক উরগজাতি স্বসংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে অকুতোবিনাশভয়ে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত ছিল এবং আধুনিক জনগণ অপেক্ষা তাৎকালিক লোকেরা তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইত তদ্বিষয়ে আমারদের মনে সন্দেহ স্থান লাভ করে না। বরঞ্চ তন্মূলক পরস্পর বৈরভাবাপন্ন নর ও বিষধর এই উভয় জাতির কখন ২ কোন ২ স্থানে ঘোরতর মহা ভয়জনক তুমুল সংগ্রাম বিষয়ক বিবরণ যাহা আমরা পূর্ব্বাপর গুরু পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি

তাহাও নিতান্ত অমূলক বোধে অগ্রাহ্য করা অনুচিত বিশেষতঃ যখন এই ভুজঙ্গমগণ নির্জনে গহন বনে ভুবনাধীশের মত সাম্রাজ্য সুখানুভব করিত তখন তাহাদের নরগণের সহিত বৈরনির্য্যাতন করিবার যে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল তাহাতে সন্দেহ সম্ভাব্য নহে বরং জনশ্রুতি আছে যে উক্ত সময়ের অনেক পরেও মনুষ্যবর্গ এই ঘৃণা জনক ভুজলচরের দর্শনে বিশেষ ভীত হইত এবং সর্ব্বত্র বিজয়ী রোমীয় সৈন্য দলকেও ইহাদের বিদ্রোহে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল।

প্লিনী নামক প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববেত্তা স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সসৈন্যে রিগুলস্ নামক রোমাণ সেনাপতি যৎকালে আফ্রিকা খণ্ডের ব্যাগ্রেডা নদী কূল দিয়া যাত্রা করেন তৎকালে প্রবল পরাক্রম অতি ভীমকায় ভুজগবর তথায় উপস্থিত হইয়া তম্মার্গ রোধ পূর্ব্বক সৈন্য দলের অনেকের প্রাণ হানি করিলে পর্য্যবস্থায় ঐ সেনাপতি "ব্যাটরিং রাম" নামক যন্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। এই সর্পের শরীরের পরিমাণ দীর্ঘে ১২০ ফুট অর্থাৎ ভারতীয় মানের ৮০ হস্ত ছিল। এবং ঐ শরীর রোমীয়েরা নিজ রাজধানীতে লইয়া যায় এবং তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করে। অপর ঐ সেনানায়ক এতাদৃশ ভয়ানক জীবনাপহারক কাল রূপ সর্প জয় করাতে স্বদেশীয়দের পরম প্রীতির ভাজন ও বিশিষ্ট প্রশংসা বাণীর লক্ষ্য হইয়াছিলেন।

যৎকালে এই পৃথিবীমণ্ডলে লোক সকল সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান মহামোহান্ধকারে মগ্ন ছিল তখন এতদ্রূপ ভয়ানক ভুজলচরদিগের দর্শনে যে কেহ২ শঙ্কাকুলিত হইয়া ভ্রান্ত চিত্ত হইত কেহবা তাহাদিগকে কেহবা তদ্বিনাশকদিগকে দেবতা জ্ঞান করিত ইহা কোন মতে আশ্চর্য্য বোধ হয় না। (অবশিষ্টাংশ পরে প্রকাশিত হইবে)।

পাদ্রি বুকানন সাহেবের চরিত্র বর্ণন।

গত মাসের সত্যার্ণবের শেষে পাদ্রি বুকানন সাহেবের চরিত্র লিখিতে২ যে সময়ে তিনি জগৎ ও শয়তানের সেবা

ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে আবিষ্ট হইলেন, তৎকালে আমরা তাঁহার বিবরণ ত্যাগ করিয়াছি; আর তিনি কি রূপে পাপের ভয় হইতে ঈশ্বরীয় শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তাহাও সংক্ষেপে রচিয়াছিলাম। পরে বুকানন সাহেব পাদ্রি জে. নুতন সাহেবের সহিত পরম বন্ধুতা ভাবে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহা হইতে অনেক সান্ত্বনা পাইলেন।

অপর ঐ নুতন সাহেব বুকাননের আন্তরিক সদাত্মার ফলে ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহ বুঝিয়া পাদ্রির পদ পাইবার জন্যে কালেজে সুশিক্ষিত হইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলে অবশেষে তাঁহার ঐ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল; আর তিনি এই গুরুতর কর্ম্ম নিমিত্ত যে রূপ ন্যূনতা ও ব্যগ্রতা পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন, এ বিষয় পশ্চাল্লিখিত তাঁহার কোন পত্র হইতে গৃহীত বাক্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত নুতন সাহেব তাঁহাকে আপনার সঙ্গী করিতে মনস্থ করিলে তিনি তাহাকে এই রূপ পত্র লিখিয়াছিলেন; যে "বোধ হয় এইক্ষণে প্রথমতঃ পদস্থ হওনে আমি অশক্ত প্রযুক্ত তাহা ব্যর্থ হইবেক; আর আমি যদি তোমার সহিত নিযুক্ত হই, তবে যেমন দুগ্ধপোষ্য বালক আপন পিতাকে পথ দেখাইতে দোলা হইতে উঠিতে অপারগ, আমিও তদ্রূপ হইব; কিন্তু আমি পরমেশ্বরের হস্তে আছি, আর তিনি আমাকে যে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহা সিদ্ধ করিতে তিনিই আমার মনকে রত করিয়া তাহাতে আমাকে পারগ করিবেন, আমার এমত ভরসা আছে;" অবশেষে লিখিয়াছেন," ধন বা মান বা মনুষ্যদের প্রশংসা দ্বারা আমি পরীক্ষিত হইতে চাহি না; হে প্রভো, এক্ষণে আমার মন তোমাতে আসক্ত আছে; অতএব তাহা তোমাতেই লিপ্ত রাখ"।

অনন্তর বুকানন সাহেব ১৭৯৭ শালে কোম্পানির পাদ্রির পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া নয় বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতা নগরে পাদ্রি ডি ব্রৌণ সাহেবের সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন; আর তৎকালে তিনি এতদ্দেশীয় ভাষা ও

রীতির প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন; যেহেতু পঁহুছিবার কিছু দিন পরে তিনি এই ২ কথা লিখিয়াছেন, যথা, "আমি হিন্দুস্থানী ও পারস্য ভাষা শিক্ষার নিমিত্তে অনেক মুনসিকে রাখিয়াছি; কারণ আমার প্রতি ঈশ্বরের যে অভিপ্রায়, তাহা না বুঝিয়া আমি এতদ্দেশীয় ভাষা ও ব্যবস্থা এবং ধর্ম্ম অবধান করিতে মনস্থ করিলাম"।

তৎপরে তিনি ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করণ ও এতদ্দেশীয় লোকদের পরামনের নিমিত্তে অনেক প্রয়াস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এমত বোধ করিয়াছিলেন যে সর্ব্বত্র মিসনরি কার্য্য সফল করিতে অনেক বৎসর লাগিবেক।

আমরা এতদ্বিষয় সংক্ষেপে লিখিয়া সম্প্রতি তাঁহার ভারত বর্ষের সকল স্থানে যাত্রা এবং দক্ষিণ দেশস্থ ইংলণ্ডীয় ও স্থরীয় মতাবলম্বি মণ্ডলীর সন্দর্শন বিষয় কহি। বুকানন সাহেব ১৮০৬ শালের মে মাসের তৃতীয় দিবসে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন, কারণ অতি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ও রোমীয় ও স্থরীয় এবং ইংলণ্ডীয় মতাবলম্বী খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অনুসন্ধান করা এবং পূর্ব্ব দেশস্থ যিহুদীয় লোকদের অবস্থা ও ইতিহাস তত্ত্ব করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। প্রথমতঃ তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইতে মনস্থ করিয়া জুন মাসের দ্বাদশ দিনে সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র লিখিয়াছেন, ঐ নগর যে নিকটবর্ত্তি হইয়াছে ইহা জীবিত যাত্রিদের সমারোহ ও মৃত যাত্রিদের অস্থি দ্বারা জানাযায়;" আরো লেখেন "তথাকার কুক্কুর ও শৃগাল এবং শকুনিগণ মনুষ্যদের মাংসাহার করিয়া বাঁচে, এবং কখন২ জীবন সত্ত্বেও উক্ত পশু পক্ষিগণ দুর্ভাগ্য লোকদের মাংস ভক্ষণ করে; আর সেখানে এত অধিক লোক মরে যে তাহাদের অস্থিতে সমুদ্র তীরস্থ কোন২ বালুকাময় স্থান শুভ্র হইয়া যায়।

অনন্তর রথের দিনে একজন যাত্রী রথ টানিতে২ তাঁহার সাক্ষাতে আপনাকে রথের নীচে সমর্পণ করাতে সকলে চীৎকার করিতে

লাগিল। পরে তিনি ঐ চীৎকারের সহিত সর্পবৎ গর্জ্জন শুনিয়া অনুসন্ধান দ্বারা ঐ গর্জন স্ত্রীগণের, ইহা জানিয়া কহিলেন, যদি তাহাদের অন্তরস্থ "সর্প মুখ দিয়া শব্দ করিত তবে আমার বোধানুরূপ হইত"; তাঁহার এই কথাতে আমাদের পক্ষে পশ্চাল্লিখিত ভাব উদয় হইতেছে; যথা ঐ পুরাতন সর্প শয়তান, সেই এই ঘৃণার্হ দেব পূজার কর্ত্তা প্রযুক্ত ঐ দুর্ভাগ্য যাজক ও যাত্রিগণের ইন্দ্রিয় দ্বারা এই সকল কর্ম্ম করে; পরে বুকানন সাহেব ঐ রথেতে অনেক২ নির্লজ্জ ব্যাপারের বিষয় সঙ্কেতে লিখিয়াছেন কিন্তু তিনি হউন বা আমরা হই, কোন ব্যক্তিই এমত অপবিত্র কর্ম্মের বৃত্তান্ত স্পষ্ট রূপে লিখিতে ইচ্ছুক নহেন।

একণে আমরা আনন্দ পূর্ব্বক ঐ অপবিত্র বিষয় ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ মণ্ডলী গণের মধ্যে বুকানন সাহেবের ভ্রমণ বিবরণ সংক্ষেপে লিখি।

অপর ১৭০৫ শালে জিগেন্‌বাল্‌গ নামক পাদ্রি কর্ত্তৃক ত্রাঙ্কিবার নগরে স্থাপিত যে মণ্ডলী, তিনি প্রথমতঃ তথায় পঁহুছিয়া এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের নিকটে পূর্ব্ব শ্রুশ্রুত অর্থাৎ বঙ্গ ভাষায় মঙ্গল সমাচার প্রচারের কথা শুনিলেন, এবং লিখিয়াছেন, তাঁহার উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে ঐ সকল খ্রীষ্টীয়ান আপনাদের মণ্ডলী স্থাপনের দ্বিতীয় * যুবিলী আহ্লাদ পূর্ব্বক মানিয়াছিল, আর এতদ্দেশে ইংলণ্ডীয় মতাবলম্বী যত মণ্ডলী আছে তাহার মধ্যে ঐ মণ্ডলী প্রথমতঃ স্থাপিত হইবায় লণ্ডন নগরীয় প্রথম জর্জ্জ মহারাজ ও প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ উত্রক সাহেব ইহাঁরা উভয়ে তথাকার রক্ষা কর্ত্তাদের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সে সমস্ত তিনি পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

তদনন্তর সেই বুকানন সাহেব তাঞ্জরে অর্থাৎ পাদ্রি

---

* অর্থাৎ কোন আনন্দ জনক কর্ম্ম স্মরণার্থে তাহার ঘটনার পর পঞ্চাশ বৎসরান্তে যে পর্ব্ব মান্য করা যায় তাহার নাম যুবিলি।

স্বোয়ার্টস সাহেব যেখানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া সেখানকার ধর্ম্মোপদেশকের প্রমুখাৎ শুনিলেন, তত্রস্থ খ্রীষ্টীয়ানদের নিকটে এমত ধর্ম্ম পুস্তকের অভাব ছিল যে দশ সহস্র খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে আদ্যোপান্ত পুস্তক ছিল না; কিন্তু বোধ হয় তাহাদের মধ্যে এক শত ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ ছিল; এই দুরবস্থার বিষয় লিপি দ্বারা কলিকাতার পাদ্রি ডি ব্রৌণ সাহেবের নিকটে পাঠাইলে পর তিনি ঐ অভাব দূরীকরণার্থ চাঁদা করিয়া অল্প দিনের মধ্যে দশ সহস্র মুদ্রা পাইয়া তথাকার উপদেশকের এমত মহোপকার করিলেন যে তাহাতে একেবারে অবশিষ্ট সকল ধর্ম্মপুস্তক ক্রয় করিয়া অল্প মূল্যে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে বিতরণ করিলেন, পরে তাহার অকুলান হইলে ঐ মুদ্রা দিয়া তাঁহাদের কারণ পুনর্ব্বার ছাপাইলেন; তৎপরে তিনি তথা হইতে সুরীয় মতাবলম্বি মণ্ডলী দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। পরন্তু ঈশ্বরের কৃপা হইলে আমরা তথায় গমন জন্য বিবরণ আগামি পত্রে প্রকাশিব।

খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস।

ষ্টুয়ার্ত নামক এক ব্যক্তি জাহাজে আরোহণ করিয়া এমরিকা দেশ হইতে সান্দোয়ীচ দ্বীপেতে গমন কালে নাবিকদিগকে শিখাইতে যত্ন করাতে তাহার পরিশ্রম বৃথা হয় নাই কারণ তখন তাহাদের মধ্যে এক জন পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্টের আশ্রয় লইতে আকর্ষিত হইয়াছিল. কিছু কাল পরে তিনি পরিত্রাণার্থ উদ্বিগ্ন আর এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে নিবেদন করিলেন হে বন্ধো বিশ্বাস কি এবং তাহা কি প্রকারেই বা পাওয়া যায় ইহা আমি পূর্ব্বে না জানাতে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি কিন্তু এইক্ষণে সত্য বিশ্বাসের গুণ জানিয়া তাহা অন্তঃকরণে ধারণ করি। সে গুণ তোমাকে বুঝাইয়া দিতে কিম্বা কি প্রকারে তুমি পাইতে পার ইহা বলিতে পারি কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু যাহা বিশ্বাস নয় তাহা বলিতে পারি। শপথ করণ ও মত্ততা ইত্যাদি ত্যাগ করণকে বিশ্বাস বলা যায় না। আর ধর্ম্ম

পুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা বা সৎকর্ম্ম করণ প্রভৃতিকেও বিশ্বাস কহা যায় না বর্ত্তমান কালে এই সকল সৎকর্ম্ম করিলে কি প্রকারে পূর্ব্বকার দোষের পরিশোধ হইতে পারে? আর যে সৎকর্ম্ম তুমি করিয়াছ বা করিতে পার তাহাকে বিশ্বাস বলা যায় না কিন্তু খ্রীষ্ট তোমার জন্যে যাহা করিয়াছেন তাহা মানা ও তাহাতে প্রত্যাশা রাখা ইত্যাদিকে বিশ্বাস বলা যায়, আর খ্রীষ্ট পাপি লোকদের নিমিত্ত আপনি বলীকৃত হইয়া মরিলেন। অতএব পাপ সকল ত্যাগ করিয়া স্বকৃত পাপের ক্ষমা পাইবার জন্যে ও আত্মার পরিত্রাণার্থে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেই বিশ্বাস বলি. ধর্ম্মোপদেশকদের মধ্যে এক জনও উক্ত বাক্যার্থ অপেক্ষা সরলতর বা শাস্ত্র সিদ্ধ অথবা দোষ প্রমাণ দায়ক অর্থ বলিতে পারে না। কোন ২ সরল বাক্যের অর্থ অতি কঠিন বটে কিন্তু প্রত্যেক উদ্বিগ্ন মনা লোক সত্য ধর্ম্মের অকৃত্রিম জ্ঞান সম্বলিত প্রত্যুত্তর দিতে পারে।

মালাবার ধারস্থ লোকদের মধ্যে এক দরিদ্র মনুষ্য আপন পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিষয় যাজক ও অন্যান্য লোক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহাতে কেহই তাহার উপকার করিতে পারে নাই কিন্তু পরিশেষে কোন লোকদের পরামর্শে গোঁজ মারা খড়ম পায়ে দিয়া স্থল পথে ২৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিতে মনস্থ করিল। যে এই পরামর্শ দিয়াছিল সে ইহা ও বলিয়া-ছিল যে খড়মে রক্তপাত হইলে ক্লান্ত হইয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি পাইবার জন্যে তোমাকে শয়ন করিতে হইবে। পরে গমন কালে সে এক বড় গাছের ছায়াতে শয়ন করিলে "তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে" "এই কথার অর্থ এক জন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপ-দেশক তাহার নিকটে আসিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। ইহা শুনিবামাত্র সে উঠিয়া তাহার ক্লেশদায়ক খড়ম ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল যাহা আমি জানিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা তুমি প্রকাশ করিয়াছ তাহাতে অবিলম্বে

ছদ্মরূপে খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিতে পাইল ॥

মাসিক সংবাদ।

৫ আগষ্ট তারিখে লর্ড বিশপ সাহেব ঢাকা এবং আসাম দর্শনার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। রেবেরেণ্ড ব্লমফিল্দ নামে এক ব্যক্তি বিশপ সাহেবের স্বকীয় চেপ্লেন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ফ্রান্স দেশীয় পারিস নগর হইতে এক পত্র আসিয়াছে তাহাতে অবগতি হইল ঐ নগরীয় রঙ্গ ভূমিতে মৃচ্ছকটিক নাটকের অভিনয়ন হইয়াছিল। সাতারা নগরের কতিপয় ব্রাহ্মণ সভা করিয়া একটী গোরুকে নষ্ট করিতে আদেশ করেন কিন্তু প্রজারা তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা গো হত্যায় রত এ কি আশ্চর্য্য! পাদ্রি ব্লেক সাহেব টালিগঞ্জ ত্যাগ করিয়া কানপুরে গমন করিয়াছেন। ১২ আগষ্ট তারিখে স্থলযোগে বিলাত হইতে যে ডাক আইসে তাহাতে ঘোরতর অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্যার রবর্ট পিলের মৃত্যু হইয়াছে, তিনি বিলাতীয় সকল লোকের অগ্রগণ্য তাহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ইহ কালে পাওয়া দুর্লভ। পেট নামক এক নির্লজ্জ ব্যক্তি মহারাণীকে অকস্মাৎ যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত প্রভৃতি হিন্দু মতাবলম্বি কএক জন মান্য ব্যক্তি লেক্স লোসি নামক আইন রহিত করণাভিপ্রায়ে প্রকাশ্য রূপে লিখিয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করাতে যদি কাহারও সাংসারিক অনিষ্ট না হয় তবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অগ্নিতে হিন্দু ধর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে সুতরাং রাজা বাহাদুর সাংসারিক ভয় দেখাইয়া হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহেন, কিন্তু যে ধর্ম্মের যুক্তি বল নাই তাহা এ প্রকারে রক্ষা করিতে যত্ন করিলে কি লাভ হইবে। বোম্বাই গেজেট পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে আমারদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন এবং লর্ড ক্লেরেণ্ডেন সাহেব তাহার পদে অভিষিক্ত হইবেন।

৪ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

অক্টোবর ১৮৫০

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১০ দেড় আনা)

1 R. 2 As. per Annum.

সত্যার্ণব।

নং ৪। অক্টোবর ১৮৫০। মূল্য ৵১০ আনা।



রাজা বিক্রমাদিত্য।

আমরা এস্থলে বিক্রমাদিত্য রাজা এবং তৎসভাস্থ নব রত্নের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছি। উক্ত রাজা ধাররাজের দৌহিত্র ছিলেন। ধাররাজ তাঁহার বুদ্ধি এবং কার্য্য নৈপুণ্য

দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালুয়া দেশের রাজা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি সত্ত্বে স্বয়ং রাজ্য করিতে অনিচ্ছু হওয়াতে ধাররাজ ভর্তৃ-হরিকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিক্রমাদিত্যকে তাহার মন্ত্রী করেন।

অনন্তর ভ্রাতার সহিত কোন বিষয়ে অবিনয় হওয়াতে বিক্র-মাদিত্য কিয়ৎ কাল দেশভ্রমণ করেন কিন্তু পরে ভর্তৃহরি স্বীয় মহিষীর অসতীত্ব দোষে বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করাতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে শক নামে বিখ্যাত সিদিয়ানেরা ভারত বর্ষের পশ্চিমাংশ জয় করত অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল বিক্রমাদিত্য তাহারদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ সময়ে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য নানা দেশ জয় করণানন্তর শকা-দিত্যকে যুদ্ধে বধ করিয়া ভারত ভূমি একচ্ছত্রা করিলেন।

বিক্রমাদিত্যের বিবরণে তাল বেতাল এবং বত্রিশ পুত্তলিকা বাহিত সিংহাসন সম্বন্ধীয় নানা অলীক কথা মিশ্রিত আছে এস্থলে তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অপর তাঁহার মৃত্যু বিবরণেও অনেক অসম্ভব জল্পনা আছে তাহা কোন মতে বিশ্বাস্য নহে। কথিত আছে তিনি শালিবাহন নামক সদ্যোজাত এক শিশু দ্বারা হত হয়েন।

বিক্রমাদিত্য রাজার সভাতে নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারদের নাম ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ মিহির, বররুচি। অমরসিংহ ছন্দোবন্ধে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, বরাহ মিহির জ্যোতির্বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন বোধ হয় তিনিই ছন্দোবদ্ধ সূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচক। কোন২ লোকের মতে বেতালভট্ট বেতাল পঞ্চবিংশতির এবং বররুচি বিদ্যাসুন্দর গল্পের রচক ছিলেন।

কিন্তু কলিদাস নবরত্নের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ইহা তাঁহার প্রতিপক্ষ ঘটকর্পরও স্বীকার করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতগণের মহা সমাদর করিতেন এবং তাঁহারদের দ্বারা নানা আদর্শের আলোচনা করাইয়া মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণের পাঠ শুদ্ধি করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য রাজার কালে অথবা তাঁহার কিয়ৎ কাল পরে যিহুদা দেশের অন্তঃপাতি বেথ্‌লহম নগরে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। তিনি যাবদীয় লোকের পাপ ক্ষয় করণার্থ স্বয়ং প্রাণার্পণ করেন আর তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করাতে ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা সভ্য ভব্য ও নীতিজ্ঞ হইয়া মনুষ্য সমাজের প্রধান হইয়াছেন।

বিক্রমাদিত্য রাজার সময়াবধি সংবৎ নামক শাল গণনা হইয়া থাকে।

এক আশ্চর্য্য বহুলোকান্বিত নূতন ভূমণ্ডল দর্শনের বিষয়।

কিছু দিন গত হইল আমি যানাদির উত্তম সুসংযোগে সুযোগ পাইয়া এমত বেগে গমন করত এক অত্যাশ্চর্য্য ভূমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলাম যে ইহাকে ভ্রমণ না বলিয়া বিমানে গমন বলাও সম্ভব হইতে পারে। আর সে স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র দৈবাধীন কি এক ক্ষমতা প্রাপ্ত হই যদ্দ্বারা তত্রস্থ নানা দেশ প্রদেশাদি পর্য্যটন করিতে শক্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তৎ স্থান হইতে পুনরাগমন করিয়া যুবক বন্ধুদিগের মনোরঞ্জনার্থ তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইতে অভিলাষী হইলাম, অতএব ভরসা করি যে তাঁহারা আপনাদিগের সরল স্বভাব প্রযুক্ত মদ্দোষ মূর্খতা অথবা তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার কারণ বিহিত চেষ্টা পূর্ব্বক এক বৃহদ্ভার প্রদান করিতেছি এই চিন্তা করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আমি প্রথমেই নিশ্চয় জানাই যে ইহা সত্য

ইতিহাস যাহার সত্যতা বিবরণ সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া যুবক বন্ধুদিগের মনোরঞ্জন করাইতে পারিবে।

ঐ ভূমণ্ডল সম্যক্ রূপে পৃথিবীর ন্যায় না হউক, কোন২ বিষয়ে এই রূপ বটে। অর্থাৎ পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার কিন্তু ইহার মধ্য স্থান যেমত ইকোএটর নামক নাড়ী মণ্ডলের নিকট কমলা নেবুর ন্যায় বিকৃত আকারে বাহির হইয়া উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রে চাপটিয়া গিয়াছে, তেমত নহে। আর ঐ ভূমণ্ডল সূর্য্য মণ্ডলের অন্তর্গত বা বহির্গত তাহা জানিয়া তরুণ বয়স্ক যুবকেরা কি উপকার প্রাপ্ত হইবেন এ জন্য কোন্ স্থানে আছে তাহা লেখা নিষ্প্রয়োজন।

জগৎ পিতা পরমেশ্বর তাঁহার অসীম সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কিছুই নিরর্থক করেন নাই সকলকেই স্ব২ স্থানে নিয়মিত পরিমাণ এবং রূপাদি প্রদান করিয়া স্ব২ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। অগ্নি দাহ করিতেছে। মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে। বায়ুর সঞ্চালন হইতেছে। ইত্যাদি সকলেই স্ব২ নিয়মিত কর্ম্ম করিয়া জগতীস্থ লোকদিগকে সুখ সম্ভোগ প্রদান করিতেছে। বৃহদাকার বৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্রতম তৃণ পর্য্যন্ত, প্রকাণ্ড মহা সাগর হইতে অপ্রশস্ত খাল পর্য্যন্ত, অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে অতি লঘু শিলা পর্য্যন্ত, দুঃসহ গ্রীষ্ম হইতে অসহ্য শীত পর্য্যন্ত সকলেই সেই পরম নিয়ামক পরমেশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া অস্মদাদির সুখ প্রদানার্থ যে রূপে স্থাপিত হইয়াছিল সে রূপেই চির কাল থাকিয়া পৃথিবীকে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিভূষিত করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় যে অন্যান্য গ্রহাদিতেও এই রূপ নিয়ম প্রচলিত আছে তাহারাও স্বীয়২ গত্যনুসারে তত্রস্থ জীবদিগকে সুখ সম্ভোগ করায়। আমার প্রকাশিত এই নূতন ভূমণ্ডল যদিও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ধারণ করে তথাপি গ্রহাদি তুল্য গ্রহ সূর্য্য তারা বা ধূমকেতু কিছুই নহে অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় স্বীয় নিয়মিত পথে গমন করিয়া সূর্য্য মণ্ডল বেষ্টন পূর্ব্বক বৎসর সংপূরণ এবং মেরু অর্থাৎ প্রকৃত বা কল্পিত আল

বেষ্টন করত দিবা রাত্রি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করে না, কেননা আমি বহু যত্ন এবং আয়াস করিয়া ইহার গতি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই।

আর এক বিশেষ গুণ লিখিয়া পাঠকদিগের মন আকর্ষণ করি যথা পৃথিব্যাদি অন্যান্য গ্রহ সকল নিষ্প্রভ অর্থাৎ আমারদিগের দৃষ্টি রোধক, অন্যান্য তেজোময় বস্তু হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের দীপ্তি প্রদান করিতেছে। এই নূতন ভূমণ্ডল সে রূপ নহে ইহা স্বয়ং উজ্জ্বল যদ্দারা আমি ইহার অন্তরস্থ সমুদয় বিষয় দর্শন করিতে পারক হইয়া দেখিলাম যে ইহাতে এক বিন্দু মাত্র স্থান নাই যাহা নির্ম্মস্মষ্য আছে। যদি বল ইহা অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় নিষ্প্রভ নহে, তবে কি সূর্য্য তুল্য তেজোময় পদার্থ? না, তত্তুল্যও নহে যেহেতুক শ্রীযুক্ত হরসেল সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দিকস্থ কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময় মেঘ আছে যদ্দারা সূর্য্যগ্রহ আলোক প্রাপ্ত হইয়া পৃথিব্যাদি অন্যান্য গ্রহে নিজ প্রভা প্রদান করিতেছেন এবং তত্তদ্গ্রাহাদিকে প্রখর খরতর রবি কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ জ্যোতির্ম্ময় মেঘদিগের নিম্ন ভাগে অল্প জ্যোতি র্বিশিষ্ট কতিপয় মেঘও আছে। কিন্তু এই নূতন প্রকাশিত ভূমণ্ডলের তদ্রূপ কিছুই নাই অতএব স্বীকার্য্য ইহা অতি মনোহর সুন্দর এবং রম্যস্থান।

পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বল গুণেতেই সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্বের উপলব্ধি হইল। প্রতিবাসিরা পরিষ্কৃত বায়ু সেবন দ্বারা সূর্য্যের তেজ নিস্তেজ করত রামধনুকের ন্যায় ভিন্ন২ বিবিধ বর্ণ সর্ব্বদাই সন্দর্শন করিতে সক্ষম হয় অতএব রবি কিরণের প্রখরতা শান্তি নিবারণের এ রূপ উপায় থাকাতে সচরাচর আর্দ্রতা গুণ জন্য কথিত হইল যে ইহাতে সমুদ্রবৎ আলোক বিরাজ করিতেছে।

যদ্যপিও প্রতিবাসিদিগকে ক্ষণকাল জন্য দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তকের মধ্যে রীতি নীতীত্যাদি অবলোকন করিয়াছিলাম,

তথাপি তাহাদিগের সংখ্যা এবং অন্যান্য অবস্থাদিও বিশেষ রূপে বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছি পর্যাটকেরা ও নানা দিগবিদেশীয় দেশ বিদেশাদি দর্শন ও ভ্রমণ করিয়া আইলে এই রূপ সংবাদ লোকদিগের বিদিতার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যথা পরিভ্রাম্য দেশ দীর্ঘ প্রস্থে কত? নদী সকল কোন্২ দিগ দিয়া গমন করিয়াছে? পর্ব্বতাদি কি রূপ উচ্চ? দেশাদির আকার কেমন? তাহাতে কি২ আশ্চর্য্য বিষয় আছে? রাজকীয় ব্যাপার এবং আইন সকল কি রূপ? দেশস্থ মানব মণ্ডলের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি কি প্রকার? যে২ পরিবারের সহিত পর্য্যটকের আলাপ ও প্রণয় হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কি২ বিশেষ গুণ আছে? এই সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাঠকেরা কৃতজ্ঞতার সহিত পরিভ্রামককে ধন্যবাদ প্রদান করে। কিন্তু আমার পর্য্যটনের বিবরণ সে রূপ নহে, অত্যল্প, এজন্য লিখিত বিষয় সকল সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত করাইতে পারিলাম না।

(অবশিষ্ট আগামি মাসে প্রকাশিত হইবে)

হে প্রার্থনাশ্রোতা তোমার নিকটে সকল প্রাণী আসিবে।

পৃথিবীস্থ রাজগণের ও রাজনন্দনেরদের সহিত বাক্যালাপন করা সুকঠিন, তাহাদের দর্শন পাওয়া ভার এবং যদিও কোন ক্রমে দর্শন পাওয়া যায় সে ক্ষণিক মাত্র এবং তাহাও কেবল সময় বিশেষে হয় আর তৎসময়েও অত্যল্প লোক তাহাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্ব২ নিবেদন জানাইতে পারে। কিন্তু স্বর্গীয় রাজার বিষয় এমত নহে, তাঁহার সন্নিধানে ইতর ভদ্র, ধনি দরিদ্র, দীন হীন কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলেই প্রত্যহ কি দিবসে কি রাত্রে সর্ব্ব সময়ে প্রয়োজন মতে উপস্থিত হইয়া আপনাপন প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারে ইহা কেমন আশ্চর্য্য অনুগ্রহ। আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে কীটানুকীট তুল্য, মহা অধম, সর্ব্বতোভাবে পাপিষ্ঠ এবং এমত

যোগ্য নহি যে স্বর্গ ও পৃথিবীর মহামহিম রাজার সিংহাসন প্রতি চক্ষু উঠাই তথাপি তিনি আপন মহা দয়া প্রকাশিয়া স্বীয় স্থানে আমাদের নিবেদন জানাইতে আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। যথা "বিপদ কালে আমার নিকটে প্রার্থনা কর" "নিরন্তর প্রার্থনা কর"। "তুমি আমার কাছে প্রার্থনা কর তাহাতে আমি উত্তর দিব"। এবং প্রভু দীনহীন পাপিদের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে সতত প্রস্তুত আছেন। আত্মার হিতার্থ যে কোন উত্তম বিষয়ের বাঞ্ছা কর তৎসমস্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা কর। পাপ ক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনা কর। নূতন অন্তঃকরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা কর। পবিত্র হওনার্থ প্রার্থনা কর। প্রবোধ শান্তির নিমিত্ত প্রার্থনা কর। নিশ্চয় জানিও যে এ সকল বিষয়ে তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে। ঈশ্বর তোমাকে কদাচ নিগ্রহ করিবেন না যেহেতু প্রভুর অঙ্গীকার এই "যাচ্ঞা কর তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে" এবং আমরা জানি যে তিনি "আপনাকে অপহ্নুত করিতে পারেন না"। তবে প্রার্থনা করণে উৎসাহী হও। যদিও আপনাকে অতি অধম পাপিষ্ঠ বোধ কর তথাপি প্রার্থনা করণে ভয় করিও না এবং যদি অধিকও প্রার্থনা করিতে না পার তথাপি এই মাত্র কহত প্রার্থনা করিও "হে প্রভো আমি মরি আমার আত্মাকে রক্ষা কর"। প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে অভ্যাস কর এবং নির্জনে প্রার্থনা কর। "তুমি প্রার্থনা কালে অন্তরাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গুপ্ত স্থানস্থ তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর"।

সুপ্রভাতে গাত্রোত্থান কর যেন দিবসিক কর্ম্মের পূর্ব্বে প্রার্থনা করণে সাবকাশ পাও। তোমার অন্তরস্থ সমূহ ঈশ্বরের নিকটে প্রকাশ কর। আপন সমস্ত পাপ এবং অন্তঃকরণের প্রত্যেক কুইচ্ছা ও কুচিন্তা তাঁহার সাক্ষাতে স্বীকার করত ভগ্নান্তঃকরণে স্বকৃত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর। ঈশ্বর দত্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া তচ্ছ্লেখিত পবিত্রতা প্রাপ্ত্যর্থে প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের সম্মুখে এই নিবেদন কর "আমার অধর্ম্ম

নিঃশেষে প্রক্ষালন করিয়া আমার অপরাধ হইতে আমাকে "পরিষ্কৃত কর আমাতে নির্ম্মলান্তঃকরণ সৃষ্টি কর ও শুদ্ধ আত্মা আমার মধ্যে পুনর্ব্বার কর" হে ঈশ্বর আমাকে ধর্ম্ম পরিধান করাও এবং আমা হইতে আপন সদাত্মাকে লইও না। তাবৎ দিনমানে তোমার কার্য্য কালেও তোমার অন্তঃকরণ ঈশ্বর প্রতি নিবিষ্ট হউক, কি প্রাতে কি মধ্যাহ্ণে কি সায়ংকালে কি মধ্যরাত্রে সর্ব্ব সময়েই ঈশ্বরের স্মরণ কর। "নিরন্তর প্রার্থনা কর"।

যদিও তোমার প্রার্থনার উত্তর যথা শীঘ্র না পাও তথাপি প্রার্থনা করণে কদাচ ক্ষান্ত হইও না। ইহা জানিও যে যদ্যপি তুমি ইহা কহত প্রার্থনা কর যে হে ঈশ্বর পাপিষ্ঠ যে আমি আমা প্রতি দয়া কর তবে তুমি কদাচ ঈশ্বর ত্যক্ত হইবা না কিন্তু এমত মনে করিও না যে সাংসারিক বিষয় যাহা প্রার্থনা করিবা সে সকলি পাইবা যেহেতু আমরা বহুধা এমত বিষয় প্রাপ্তির প্রার্থনা করি যাহা প্রাপণে আমাদের অমঙ্গল ঘটিবে এবং আমরা জানি যে আমাদের হিত দায়ক যাহা তাহাই ঈশ্বর আমাদিগকে প্রদান করিবেন পরন্তু যখন আমরা পারমার্থিক আশীর্ব্বাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করি যখন আমরা পাপ ক্ষমার নিমিত্ত সদাত্মা দান নিমিত্ত পবিত্র হইবার নিমিত্ত এবং পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করি, আমরা নিশ্চয় জানি যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তৎপ্রত্যুত্তর দিবেন। "যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কোন প্রার্থনা করি তবে তিনি আমাদের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন" এবং লিখিত আছে "তাঁহার ইচ্ছা এই যে সকল মনুষ্য ত্রাণ প্রাপ্ত হয়" কিন্তু আমাদের সকল প্রার্থনা প্রভুর নামে করিতে হইবে। তিনি কহিয়াছেন "আমার নাম করিয়া যে কিছু প্রার্থনা করিবা তাহা সফল করিব যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর তবে আমি তাহাই সিদ্ধ করিব" প্রভুর নামে প্রার্থনা না করিলে আমারদের যথাসাধ্য প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য নহে। ঈশ্বর কেবল এই নিমিত্ত

আমারদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন যেহেতু আমরা তাঁহার প্রিয় পুত্রের নাম করিয়া নিবেদন জানাই। যদি তুমি কোন মহারাজাধিরাজ নিকটে কোন বিষয়ে আবেদন পত্র উপস্থিত করণের মানসে রাজ সদনে গমন কর এবং রাজ ভবনস্থ কোন জনের সহিত তোমার আলাপন না থাকে এবং তুমি জীর্ণ অতি ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত থাক এবং তোমার আবেদন পত্র অতি মলিন ও যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেও অশুদ্ধ লিখিত অথচ দাগে পরিপূর্ণ থাকে তবে অবশ্য তোমার অন্তরে এই দুই বিষয়ের শঙ্কা থাকিবেক যে পাছে আমাকে রাজ সমীপে কেহ যাইতে না দেয় এবং কোন ক্রমে উপস্থিত হইতে পারিলেও আমার আবেদন পত্র অতি মলিন ও অশুদ্ধ হওন প্রযুক্ত কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ না করে। কিন্তু যদি রাজ নন্দন স্বয়ং আসিয়া তোমাকে কহে আমি নিজে তোমার আবেদন পত্র পিতার স্থানে উপস্থিত করিয়া তোমার প্রার্থনার সহকারিতা করিব তাহাতে যে৷ তুমি আপনাকে নিতান্ত কৃতার্থ করিয়া মানিবা। প্রভু খ্রীষ্ট ইহাই আমাদের প্রতি করিতেছেন তিনিই আমাদের প্রার্থনা পিতার স্থানে উপস্থিত করিতেছেন "কেননা তিনি আমাদের নিমিত্ত নিবেদন করিতে সতত জীবিত আছেন" আমরা জানি যে তাঁহার নিবেদন "পিতা সতত শুনিয়া থাকেন" "ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট পিতার নিকটে আমারদের মধ্যস্থ আছেন" অতএব আইস আমরা উপযুক্ত সময়ে কৃপা গ্রহণ করিবার এবং অনুগ্রহ পাইবার জন্য নির্ভয়ে অনুগ্রহ রূপ সিংহাসনের নিকটে যাই।

পাদ্রি বুকানন সাহেবের চরিত্র বর্ণন।

আমরা গত সংখ্যক সত্যার্ণবে পাদ্রি বুকানন সাহেবের ত্রাঙ্কিবার ও তাঞ্জর স্থিত ইংলণ্ডীয় মিসন মণ্ডলীর সন্দর্শন বিষয় লিখিয়াছিলাম, আরো রচিয়াছিলাম যে তৎকালে অর্থাৎ ১৮০৬ শালের একাত্তর বৎসর পূর্ব্বে উক্ত মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ মণ্ডলী হইতে অতি পুরাতন মালায় কোচিন দেশে যে সকল সুরীয়া মণ্ডলী স্থাপিত আছে তাহা দিয়া ঐ সাহেবের গমন বৃত্তান্ত এখন আমরা লিখিতেছি; কিন্তু প্রথমতঃ ঐ সুরিয়া মণ্ডলীর আদ্য বিষয় সংক্ষেপে লেখা শ্রেয়ঃ, যে সকল মহাশয়েরা ধর্ম্ম পুস্তকের অন্ত ভাগ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন যে প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আপন পুনরুত্থানের পর স্বর্গারোহণ কালে আপন একাদশ শিষ্যকে

আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যথা, "তোমরা যাইয়া সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে শিষ্য কর"; তাহাতে তাহারা তাঁহার অনুজ্ঞা মানিয়া সর্ব্বত্র গমন করিল; কিন্তু যদ্যপি তাহারদের যাত্রার বিষয়ে কোন স্পষ্ট বিবরণ আমরা প্রাপ্ত না হই, তথাপি এ বিষয়ে পরম্পরাগত গল্প আছে যে সাধু থোমা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ঐ দক্ষিণ দেশস্থ সুরিয়া মণ্ডলীগণের মধ্যেও এমত বোধ আছে, যে সাধু থোমাই ঐ মণ্ডলীর স্থাপনের কর্ত্তা; আর যে স্থলে তিনি অবতরণ করিয়া প্রথমে মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা সেই স্থান অর্থাৎ ক্রাঙ্গনরকে অদ্যাপি দেখায়। কিন্তু এ রূপ গল্প কথা বিশ্বাস যোগ্য হউক বা না হউক, তথাচ মালায় দেশে যে এক মণ্ডলী ছিল এবং কালিকত নগরে যে এক বিশপ পারশ্য দেশ হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় ৫৪৭ শালে বর্ত্তমান কসমাস নামক গ্রন্থকারের কথায় সপ্রমাণ হয়। তিনি আরো বলেন যাহা দ্বারা ঐ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ অনেকানেক উপকার পাইয়াছিল সে সময় থোমানামা এমত এক মহাধনী আরমানীয় লোক তথায় উপস্থিত ছিল ইহাতে প্রায় নিশ্চয় বুঝা যায়, যে তৎকালেও ঐ মালায়স্থ ও পারশ্য দেশীয় মণ্ডলী গণের পরস্পর সংলগ্ন ছিল।

এই রূপে ১৫০২ শালে ফিরিঙ্গি লোক সকল কোচিন নগরে পঁহুছিলে যাহারা পাপার বিষয় কখন শুনে নাই ও লাক্রোশ নামক রচকের বাক্যানুসারে তোমীয় মণ্ডলীর কুরীতির বিষয় কিছু না বুঝিয়া কেবল মঙ্গল সমাচার ও আপনাপন পরম্পরাগত ইতিহাস হইতে ধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত ছিল, এমত ভূরি ২ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে তথায় দেখিতে পাইল। তাহারা মালায়স্থ সমুদ্র তীরে সর্ব্বশুদ্ধ একশত মণ্ডলী দেখিলে পর তাহাদিগকে পাপার অধীনে আনিতে ও রোমীয় মণ্ডলীর রীতি পালন করিতে অনেক প্রয়াস করাতে কতক সফল হইল। কিন্তু তাহারা অর্থাৎ মালায় দেশ বাসী খ্রীষ্টীয়ানেরা কদাচ লাটিন ভাষাতে প্রার্থনা করিতে স্বীকার করিল না আর যাহারা সমুদ্র তীর হইতে দূরস্থ পর্ব্বত মধ্যে ছিল, তাহারা পাপার ও রোমীয় রীতি কিছু মাত্র না মানিয়া আপন২ পূর্ব্ব পুরুষদের বিশ্বাসানুসারে স্ব২ ধর্ম্মে থাকিল।

অপর গোয়া নগরীয় মেনেজেস্ নামক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ খ্রীষ্টীয়ানদের একশত পঞ্চাশৎ উপদেশককে একত্র আহ্বান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সভাতে এই অপবাদ দিলেন যে

তাহারা বিবাহ করিয়াছিল আর কেবল দুই সংস্কার কি ন-বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজন মানে এবং তাহারা যে সাধুলোকা দের নিকট প্রার্থনা ও প্রতিমা পূজাও করে নাই ও পর্গ-তরিতে * বিশ্বাসও করে নাই। অবশেষে তাহারা মণ্ডলীর উপদেশকদের মধ্যে কেবল তিন বিশেষ পদ অর্থাৎ অধ্যক্ষ ও পুরোহিত এবং পরিচারক মানে এই সমস্ত অপরাধ বুঝিলে আমরা অবগত হই যে ঐ খ্রীষ্টীয়ানদের কি রূপ প্রত্যয় ছিল।

পূর্ব্বোক্ত ফিরিঙ্গি লোকদের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে এই খ্রীষ্টীয়ানদের এমত পরাক্রম ছিল যে তাহাদের রাজাও খ্রীষ্টীয়ান ছিল কিন্তু তাহারা অতি সহজে আপন২ স্বাধীনতা ঐ লোকদের হস্তে অর্পণ করিলে পর তাহাদের উপদ্রবের বিরুদ্ধে উপায়ান্তর না থাকাতে দেশীয় হিন্দুরাজগণের বাধিত হইল; আর যদ্যপি ইহারা তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করুক, তথাপি তাহাদের ধনাদি সকল ক্রমে২ গ্রহণ করাতে বুকাননের সন্দর্শন কালে ঐ খ্রীষ্টীয়ারো প্রত্যক্ষ রূপে নিস্বাবস্থায় ছিল।

অনন্তর ঐ সময় মালায় দেশীয় পর্ব্বত মধ্যে পঞ্চপঞ্চাশৎ মণ্ডলী থাকাতে বুকানন সাহেব উপত্যকা হইতে ঘণ্টারব শুনিয়া ও পুরুষদের সহিত খ্রীষ্টীয় স্ত্রীগণকে অকপটরূপে কথোপ-কথন করিতে দেখিয়া এবং প্রভুর দিবসে প্রতি গ্রীজায় বিশিষ্ট পূজকদের মহা সভা দর্শন করিয়া বোধ করিলেন যে আমি প্রায় স্বদেশে উপস্থিত আছি। ঐ লোকেরা প্রথমতঃ তাঁহাকে রোমান কাথোলিকদের জনেক দূত জ্ঞান করিয় আশঙ্কা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিল, পরে ক্রমশঃ আপন২ সন্দেহ ত্যাগ করিবাতে তিনি যে সকল বৃত্তান্ত চাহিলেন সে সমস্ত তাহারা তাঁহাকে অবগত করাইল, অপর তাহাদের মুদ্রাঙ্কিত ধর্ম্ম পুস্তক না থাকাতে ঈশ্বরীয় গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব ছিল, আর বুকানন সাহেব তাহাদিগকে সুরীয়া ভাষাতে একখান ছাপার ধর্ম্ম পুস্তক দেখাইলে তাহাদের হস্ত লিখিত ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত ঐক্য হইবাতে তাহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইল। আর তাহারা অনেকা-নেক অনুলিপি করিতে অঙ্গীকার করিলে তিনি প্রত্যেক মণ্ডলীতে একখান করিয়া ছাপার ধর্ম্ম পুস্তক প্রেরণ করিতে

* অর্থাৎ রোমান কাথোলিকদের মধ্যে দেহ ত্যাগানন্তর পাপ ক্ষালনের স্থান।

স্বীকার করিলেন। এই রূপে পশ্চিম দেশস্থ ৺ি মণ্ডলীগণের প্রতিনিধি পূর্ব্বদিক্স্থ খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত যুক্তি করিয়া এ বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে যে ঈশ্বরীয় বাক্য ও প্রেরিতগণের উপদেশ অতিশয় দূরস্থ স্রোতে নানা বংশ ও ভাষা ও দেশ দিয়া অষ্টাদশ শত বৎসর প্রবাহ করিয়া তাঁহার ও তাহাদিগের প্রতি নির্ম্মল জলবৎ হইয়া আসিয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্ম পুস্তকের মিলন হইলে পর বুকানন সাহেব পাঠশালা স্থাপন করিতে তাহাদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, ইহাতে তাহাদিগের পরম সন্তোষ জন্মাইলেন কিন্তু উপদেশকেরা কহিল যে মার ডাইওনিশিয়স্ নামক আমাদের অধ্যক্ষ যিনি কোচিনের নিকটস্থ কন্‌ডেনাদ নগরে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় অবগত করাইতে হইবে তাহাতে বুকানন সাহেব উত্তর করিলেন যে এ সকল বিষয় আপন লোকদের মঙ্গল জনক হইবাতে তোমাদের বিশিষ্ট অধ্যক্ষ স্বীকার করিবেন এবং উপযুক্ত কালে স্পষ্ট রূপে তোমাদের প্রতি তাহা জানাইবেন এমত আমার অনুভব হইতেছে। উক্ত সকল ঘটনা মাবেলিকার নামা মণ্ডলীতে হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার চিঙ্গানোরে উপস্থিত হওন কালে পুরোহিত ও অন্য লোক এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে তোলা কাপড় পরিধান করিয়া নগর হইতে কিয়দ্দূরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল। এখানকার গ্রীজা ঘর বিস্তৃত ও অন্য সকল গ্রীজা হইতে দেখিতে উৎকৃষ্ট, আর প্রভুর ভোজন স্থানের দুই পার্শ্বে দুই অধ্যক্ষের কবর ছিল, পরে যেমন অগ্রে ধর্ম্ম পুস্তক ও পাঠশালা স্থাপন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ উত্তম রূপে গ্রাহ্য হইল, তদ্রূপ এই মণ্ডলীস্থ লোকেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল।

অবশেষে অন্যান্য সুরীয়া মণ্ডলী হইতে দূরস্থ যে রাশিয়েল নামা মণ্ডলী, যাহার দর্শনের পর বুকানন সাহেব প্রত্যাগমন করিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি যে২ কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে লিখিয়া আমরা বর্ত্তমান বৃত্তান্ত সমাপ্ত করি। তথায় মণ্ডলীস্থ আব্রাহাম নামক প্রাচীন ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়াতে অন্য যে আব্রাহাম বিদেশে ঈশ্বরের মৈত্র রূপে বিখ্যাত ছিল, তাহাকে বুকাননের স্মরণ হইল। ইনি ধনী ছিলেন, আর ধর্ম্মের বৃদ্ধি করণ জন্যে যে সকল কল্পনা হইত, তাহাতে ইহাঁর মন সতত লিপ্ত থাকিত, ইনিও কতক দূর পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং বুকানন সাহেবকে কহিয়াছিলেন

যে আন্তরিক ধর্ম্ম ও জ্ঞানোপদেশ এ উভয়ে পরস্পর বড় বিশেষ, আর এ বিষয় অনেক পুরোহিতের অজ্ঞাত থাকায় আমাদের বড় খেদ জন্মে; তদনন্তর সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ না করিলে ও উপদেশ করণ সময়ে তাহার বাক্য অনায়াসে মুখস্থ বলিতে না পারিলে কোন লোকের পুরোধার পদে পদক্ষেপ করা অনুচিত। আরো বলেন হে মহাশয় স্বীয় পর্ব্বতীয় ভাষাতে আমাদের কারণ ধর্ম্ম পুস্তক অত্যন্ত অকুলান আছে, কারণ ধর্ম্ম পুস্তক হস্তে থাকিলে প্রত্যেক মনুষ্য আপন পরিবারের পুরোহিত হইতে পারে তাহাতে বুকানন সাহেব আব্রাহামকে কহিলেন, এই ২ সমস্ত বিষয় আপনার মণ্ডলীর সর্ব্বোত্তম ও ধার্ম্মিক লোকদের সহিত পরামর্শ করিলে যাহা ২ করিতে হয়, তাহা অনুক্রমে আমাকে জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। পরে তিনি গমন কালে সকলের গোচরে আব্রাহামের অঙ্গুলিতে আপন এক অঙ্গুরীয় প্রদান করিলে আব্রাহাম তাঁহাকে কহিলেন আমি এই ঘটনার স্মারক চিহ্নার্থ এই অঙ্গুরী সতত ধারণ করিব।

সর্পের বিবরণ।

নানা দেশে প্রচলিত ভিন্ন ২ জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শনে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ হইতেছে যে ভিন্ন ২ দেশীয় ও জাতীয়েরা লোকাতীত অতি ভয়ানক ব্যাপার সম্পাদক সর্পদিগের সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে দেবতা বোধে প্রাণানুরোধে পূজাদি করিয়া থাকে এবং তদ্‌গুণ বিষয়ে নানামত প্রযুক্ত ইহাদিগকে কেহ২ মঙ্গল সমূহের কেহবা পৃথিবীস্থ যাবদীয় অমঙ্গলের মূল জ্ঞান করে। ইজিপ্ট অর্থাৎ মিসর দেশে সর্প জাতি অত্যন্ত মান্য ছিল। তথাকার লোকেরা মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্ত্তির সমীপে সর্পদিগকে সর্ব্বদা সংস্থাপিত করিয়া উত্তম ২ ভোজ্য পেয়াদি দ্রব্য ভোগদান করিতে এবং রাজা পুরোহিত ও বশী করণ বেত্তাদিগের স্বীয় ২ পদে অভিষেক কালিক মহামহোৎসবে ঐ সর্পের পূজা করিত তাহারা সর্পকে প্রচুর ফলবত্তের চিহ্ন ও পৃথিবীর নিদান করিয়া জানিত। চিকিৎসা বিদ্যা ও এই " বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ বংশের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। সর্পের পুচ্ছ তাহারদের বদনে বৃত্তাকারে সংলগ্ন করিলে যাদৃশ চক্রাকৃতি গঠন নিষ্পন্ন হয় তাহা তাহারা সৌরপরিধি অর্থাৎ চক্রাকৃতি সূর্য্য মণ্ডল এবং অনাদি অনন্ত পারমেশ্বরী নিত্যতার অনুরূপ বোধ করিত

যে ২ প্রকার বিরোধ বিসম্বাদাদির ঘটনা সম্ভব হয় সে সকলের প্রবর্ত্তক সর্পগণ ইহা তাহারা কহিত, এবং কাল দণ্ডের ন্যায় এই সর্পদণ্ড ফিউরিস নামক বিবাদাধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রয় দ্বারা কশা রূপে ব্যবহৃত হয়।

টিগ্রিস নদী তীরস্থ প্রাচীন কাল্‌ডিয়ান জাতিরা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে এই চক্রিগণের উপাসনার বিধান সংস্থাপন করে, তদনন্তর তদ্দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রতিমোপাসক উক্ত মিসরদেশীয়েরা উহাকে প্রচার করিয়া পল্লবিত করে পরিণামে এসিয়া ও আফ্রিকার যে ২ স্থানে ঐ দেশের বাণিজ্য বিষয়ে সংসর্গ ছিল তথায় অনেকানেক অংশে ইহা প্রচলিত হইয়া পত্রপুষ্পাদিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বিশেষ-আসিয়ার প্রধান ভারত খণ্ডে এতৎ প্রচার বাহুল্য দর্শনে বোধ হয় যে এতাবৎ এবং অত্রত্য অন্যান্য অবৈধ কুসংস্কার ও মিথ্যা জ্ঞানের আকর স্থান মিসর দেশ কিন্তু এতদ্বিষয়ে যুক্তি সহ অনুমান ব্যতীত আর কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন। এই হেতু ঐ সকল মত এই ক্ষণে ভারত বর্ষীয় রূপে বিখ্যাত আছে। মিসরদেশীয়দিগের ন্যায় এই ভারত বর্ষে সর্প বিদ্যা বেত্তা অর্থাৎ সাপুড়ে অনেক আছে তাহারা আপনাদিগকে অন্যনিরপেক্ষ জাতি করিয়া বোধ করিয়া থাকে। তাহাদের এতাদৃশ অভিমান আছে যে বশীকরণ শাস্ত্রোক্ত সর্পমন্ত্রের এমত মোহনী শক্তি আছে যে সেই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই সর্পেরা বশীভূত হইয়া এক কালে জড়াকারে পরিণত হয়। এবং তদবলম্বনে তাহারা উহাদিগকে নৃত্য করায় যাহা কেবল অভ্যাস মূলকই বোধ হয়। অধিকন্তু কহিয়া থাকে যে যাদৃশ বিষধারী সর্প হউক তদ্দংশন ফল হইতে তাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারে এবং ঐ সকল সর্পকে কিছু মাত্র ভয় করে না। সর্ব্ব সাধারণের ইহা বিদিত আছে যে এই ব্যাল গ্রাহিরা বন হইতে সর্প গ্রহণ করিয়া তাহার বিষ দন্ত সকল সমূলোৎপাটি পূর্ব্বক ইতস্তত ক্রীড়া করায়। অতএব ঐ দন্ত হীন সর্প শরীরে হস্তার্পণ করায় দোষ নাই কিন্তু ইহা সপ্রমাণ আছে যে অতি নির্ভয় সর্পগ্রাহী অগ্রে সর্পের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার তদুত্থিতি না জানিয়া হঠাৎ তৎসর্প দংশনে

প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছে। সর্পের দন্ত ভগ্ন করিলে পুনশ্চ পাঁচ ছয় বার সে স্থানে দন্ত হয় তাহা স্মরণ রাখিয়া তদুন্মূলনে যত্ন করিতে হয় নচেৎ প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা আমরা এতজ্জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি যে তদর্ত্তকদিগের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া সর্প স্পর্শ বিষয়ে তাঁহারা যথা সাধ্য সাবধান হয়েন।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারত খণ্ডেও অলৌকিক সর্পের ইতিহাস শুনা গিয়া থাকে। এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত ইতিহাস অনেক শ্রুত আছে কিন্তু তাহাদের স্পষ্ট-ব্যক্ত-অলীকত্ব লক্ষণসত্ত্বেও যে তদ্বিষয়ে অনেকের বিশ্বাস হয় ইহা পরমাশ্চর্য্য। অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা স্বচক্ষুতে রাজ সর্প দেখিয়াছেন তাহার রাজবৎ ব্যবহার ও রাজ চিহ্নে চিহ্নিত গাত্র এবং রাজ মুকুটোপশোভিত মস্তক। উহা অপর সর্পগণের সহিত বিচারাসনে বসিয়া বিচার করে এবং রাজবদন্নমতি করে। তৎপ্রজাবর্গ তাহাকে আহার দান করে তাহা উপস্থিত না করিতে পারিলে আপনারদিগের এক জনাকে তাহার ভোজনার্থ বলি রূপে প্রদান করে। আমেরিকা ও অন্যান্য খণ্ডে অনেক সর্পের মোহনী শক্তি আছে অর্থাৎ তাহারা যে প্রাণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই প্রাণী তৎক্ষণাৎ উহার দিকে আকর্ষিত হয় তত্রত্য লোকেরা এমত বিশ্বাস করে কিন্তু অত্রস্থেরা অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না এবং বহু সুবিজ্ঞ পণ্ডিত যাঁহারা অনেক সর্প দেখিয়াছেন তাঁহারা কহেন যে ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

সর্পগণ প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু দেশ ভেদে ন্যূনাধিক ও জাতি ভেদ হয় এই মাত্র বিশেষ।

পুরস্কারার্থ বেদান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা।

যে ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় কিম্বা বঙ্গীয় ভাষাতে বেদান্ত অথবা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ মতের বিষয়ে সর্ব্বোত্তম প্রবন্ধ রচনা

করিতে পারিবেন তাঁহাকে তিন শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

প্রবন্ধ রচককে বেদব্যাস এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের বচন বাহুল্য রূপে উদ্ধৃত করিয়া বেদান্তের উৎপত্তি প্রাচীনত্ব যথার্থ মত এবং অভিপ্রায় বিস্তার করিতে হইবেক আর বেদের মধ্যে বস্তুতঃ বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ উপদেশ আছে কি না তাহারও মীমাংসা করিতে হইবেক।

অপর ব্রহ্ম সভাতে প্রতিপন্ন আধুনিক বেদান্ত বেদ ব্যাস প্রণীত বেদান্ত স্বরূপ কি না তাহারও বিচার করিতে হইবেক। যদি ঐ নব্য বেদান্ত বেদ ব্যাসের মতানুযায়ি না হয় তবে তাহার বিশেষ মত এবং মূল কি তাহাও দেখাইতে হইবে।

অবশেষে প্রাচীন কিম্বা নব্য এই দুইয়ের মধ্যে কোন বেদান্তকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করণে অখণ্ডনীয় বাধা আছে তাহাও প্রতিপন্ন করিতে হইবে অপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাবতীয় মনুষ্যের গ্রাহ্য হওয়াতে ঐ বেদান্ত হইতে কেমন বিভিন্ন তাহাও সপ্রমাণ করিতে হইবে।

যাঁহারা ঐ পুরস্কার পাইবার চেষ্টায় উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিবেন তাঁহারা ১৮৫১ শালের ১ জুলাই তারিখের মধ্যে কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয় ট্রেক্ট ও বুক সোসাইটির সম্পাদক পাদ্রি আই এচ পাকর সাহেবের নিকট স্ব ২ রচনা পাঠাইয়া দিবেন। রচনার সহিত এক ২ মোহর সম্বলিত মোড়ক পাঠাইতে হইবেক মোড়কের মধ্যে রচকের নাম থাকিবে এবং রচনায় ও মোড়কের উপরি ভাগে এক কল্পিত নাম কিম্বা চিহ্ন থাকিবে যদ্দ্বারা কোন্ রচনার কোন্ মোড়ক তাহা নিশ্চয় করা যাইবেক যে প্রবন্ধ পুরস্কার যোগ্য হইবে তাহা কলিকাতা খ্রীষ্টীয় ট্রেক্ট এবং বুক সোসাইটির সম্পত্তি হইবে তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রবন্ধ রচকেরা লোক পাঠাইলে তাহার হস্তে তাঁহারদের রচনা মোহর সম্বলিত মোড়কের সহিত প্রত্যর্পিত হইবে।

কলিকাতা সেপ্টেম্বর ১৮৫০।

৫ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

নবম্বর ১৮৫০

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১০ দেড় আনা)

1 R. 2 As. per Annum.

সত্যার্ণব।

নং ৫ । নবম্বর ১৮৫০ । মূল্য /১০ আনা ।



রোম রাজ্য ।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারকদিগের মতে দান্যেল প্রণীত ধর্ম্ম গ্রন্থোক্ত বাবেল রাজের স্বপ্ন দৃষ্ট মূর্ত্তির লৌহময় পদে রোম রাজ্যকে বুঝায় । রমুলস নামে এক রাজা রোম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সংসারাশ্রমে বিরতা রিয়া সিল্বিয়া নাম্নী এক কুমারী তাঁহার মাতা ছিল । রোমীয় ইতিহাস বেত্তারা কহে

যে মার্শ নামে যুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐ কুমারীর কৌমার হরণ করিয়াছিলেন তাহাতে রমুলস এবং রিমস নামে পুত্রদ্বয় যমজ উৎপন্ন হয়। রমুলস আপন সহোদরকে নিহত করিয়া রোমা নগরীর সূত্রপাত করেন। তৎকালে দস্যু প্রভৃতি যত গৃহ শূন্য দুরন্ত লোক ছিল সকলেই আসিয়া ঐ নগরে বসতি করিতে আরম্ভ করে। রমুলস তাহারদিগকে উত্তম রূপে শাসন করিবার নিমিত্ত বহুবিধ সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন।

রমুলসের পরলোক প্রাপ্ত্যনন্তর রোমা নগরে ক্রমশঃ আর ছয় জন ভূপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন সপ্তম রাজা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও প্রজা পীড়ক হওয়াতে প্রজারা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করে এবং তৎ পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজ পদে অভিষিক্ত না করিয়া প্রতিবৎসর কন্সল নামে দুই২ জন অধিপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসনের উপায় করে। বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রূপে রোম রাজ্যের শাসন হইয়াছিল অবশেষে অগস্তস নামক মহা সম্রাটের কালে পুনর্ব্বার এক রাজার আধিপত্যের প্রথা হইল। অগস্তস সম্রাটের সময়ে প্রায় সমস্ত পৃথিবী রোম রাজ্যান্তঃপাতিনী হইয়া একচ্ছত্রা হইয়াছিল। রোমীয় লোকেরা শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎকালিক কোন জাতি তাহারদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত না।

অগস্তস মহা সম্রাটের কালে রোমানেরা কাব্য সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। উজ্জয়িনী নগরে যেমন বিক্রমাদিত্য রাজার সভা কালিদাস প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৃন্দ দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছিল রোমা পুরীতে অগস্তস রাজার গৃহ তদ্রূপ বর্জিল, লিবি, প্রভৃতি সাহিত্য বিশারদ পণ্ডিত দ্বারা শোভিত হইয়াছিল।

অপর অগস্তস রাজার শাসন সময়ে জগত্রাতা প্রভুর জন্ম হয় তজ্জন্য ঐ সময় সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তৎকালে প্রায় সর্ব্ব দেশে যুদ্ধের বিরাম হইয়াছিল। রোমীয় লোকেরা বহুকালাবধি সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া সেই সময়ে ক্ষান্ত

ছিল তন্নির্মিত্ত জেনস দেবের মন্দির দ্বার রুদ্ধ হয়, সংগ্রাম কালে তাহা মুক্ত হইয়া থাকিত।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের মধ্যে রোমীয় লোকেরদের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। কথিত আছে তথাকার বণিকেরা ঢাকা নগরীয় মলমল লইয়া গিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিত। রোমীয় অঙ্গনারা ঐ মলমলের বিশেষ আদর করিত।

ভারতবর্ষীয় লোকেরা এক্ষণে স্বদেশের বাহিরে গমন করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক হইলেও পূর্ব্বতন কালে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে এতাদৃশ বিরত ছিলেন না। নিকলেয়স দামাসিনসের বচন প্রমাণ স্ত্রেবো লিখেন যে ভারতবর্ষ হইতে কএক রাজদূত নানাবিধ বিচিত্র জন্তু উপঢৌকন লইয়া রোম রাজ অগস্তসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ঐ সকল জন্তু রোমা নগরে পাওয়া যাইত না। উপঢৌকন দ্রব্যের মধ্যে বাহুহীন অথচ চরণ দ্বারা হস্তের ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ এক মনুষ্য ছিল তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হয়। দূতেরা রোম রাজের সমীপে এক লিপিও উপস্থিত করিয়াছিল তাহা চর্ম্ম পত্রে গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় ভারতবর্ষীয় লোকের তৎকালে গ্রীক ভাষারও অনুশীলন করিত।

অনন্তর রোম রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিম নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। পশ্চিম খণ্ড নানা প্রকার অসভ্য জাতির উৎপাতে প্রথমতঃ বিশৃঙ্খল এবং ভ্রষ্ট হয়, পূর্ব্ব খণ্ড বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকিয়া অবশেষে মহম্মদ মতাবলম্বি তুর্কি জাতির হস্তে পতিত হয়।

রোম রাজ্যের পশ্চিম খণ্ড নষ্ট হইলে পর আধুনিক ইউরোপীয় রাজ্য সকল সংস্থাপিত হয়। ঐ সকল রাজ্য পূর্ব্বে রোমরাজ্যাধীন ছিল একারণ লাটিন ভাষা সর্ব্বত্র রাজকীয় ভাষা হইয়াছিল। অপর তৎকালে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের লোকেরা অধিক বিদ্যার চর্চ্চা করে নাই একারণ

তাহারদের স্বকীয় ভাষা অতি দুরবস্থান্বিত থাকে সুতরাং লাটিন এবং গ্রীক ভাষা সর্ব্বত্র শাস্ত্রীয় ভাষা রূপে পরিগৃহীত হইয়া ছিল।

অপিচ রোম দেশীয় রাজারা প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল হইলেও পরে কনস্তান্তিন রাজা ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাহাতে ঐ ধর্ম্ম রাজ ধর্ম্ম হইয়া উঠিল এবং রোমা নগর বহুকালাবধি রাজধানী থাকাতে তথাকার বিশপ ক্রমশঃ মহা প্রভাব শালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি মহাগর্ব্বেতে মত্ত হইয়া আপনাকে জগদ্গুরু বলিয়া অভিমান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্য দুই খণ্ডে বিভক্ত হওয়াতে পূর্ব্ব খণ্ডস্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা রোমীয় বিশপের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই তাহারা পূর্ব্ব খণ্ডের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল নগরীয় বিশপকে মান্য করিত। পরন্তু পশ্চিম খণ্ডস্থ খ্রীষ্টীয়ানেরা সকলেই পাপা নামে রোম নগরীয় বিশপকে আপনারদের গুরু জ্ঞান করিতেন। পাপা এই রূপে অনেকানেক রাজার পূজ্য হওয়াতে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইলেন অবশেষে ইউরোপীয় কোন২ মহা পরাক্রমশালী রাজারা তাহার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বিষয়।

ধর্ম্ম পুস্তক রচিত হওনের কারণ এই যে পাপস্বভাব প্রযুক্ত মনুষ্যগণ সর্ব্বদা বিপথগামী হইলেও ইহার কোন২ পদ তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিবে, যাদৃশ আকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট প্রস্তর লৌহ নির্ম্মিত বস্তুকে আকর্ষণ করে তাদৃশ লৌহ গদা স্বরূপ অন্তর্বর্ত্তী আত্মা ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য কুমার্গানুরাগী হইলেও দ্বিধার শস্ত্র করাত তুল্য ঈশ্বর বাণীর গুণে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ প্রায় হয়, তন্নিমিত্তে ধর্ম্মগ্রন্থ আন্দোলন ও চর্চ্চা ও পাঠ করা সদা কর্ত্তব্য, ইহাতে বর্জ্জিত হইলে চিরকাল অনন্ত দুঃখার্ণবে পতিত হওত ত্রাহি২ শব্দ বারম্বার

উক্ত করিলেও কেহ তাহার উপকার করিবে না, যদি কেহ দুঃখ হইতে রক্ষা প্রাপ্তির ইচ্ছা করে তবে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ ধ্যান পূর্ব্বক তদনুগামী হওন জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুক কেননা ইহাতে প্রেম ও ভরসা ও প্রত্যাশা জন্মে ও প্রেম জন্মাইবার কারণ এই যে পরমেশ্বর প্রেম স্বরূপ আর তিনি প্রেম বশতঃ প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহাও প্রেমময়, যে প্রেম হইতে ভরসা ও ভরসা হইতে প্রত্যাশা, আর এই প্রত্যাশা দীর্ঘকাল স্থায়িনী, সুতরাং প্রত্যাশিত জনগণ প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করেন।

তবে এইক্ষণে প্রত্যাশা করত ধর্ম্ম পুস্তকের এক পদ পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মার্থ বিবেচনা করি, ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত এই এক সুমঙ্গল সূচক পদ যথা, রাত্রিতে রোদন করিতেছ কিন্তু প্রভাতে আনন্দিত হইবা। রজনীতে রোদন কারণ যথা, এ স্থানে রাত্রি শব্দে তিমিরময় স্থান বোধ্য হইতেছে কারণ স্বভাবতঃ মনুষ্যেরা আলোকময় স্থান ভাল বাসে, ইহার প্রমাণ, বিধু প্রকাশে যাদৃশ আনন্দ চিত্তে আহ্লাদিত হয় তাদৃশ কি অমা তিথিতে হয়, কখন না। গুটিকা স্থিত কীট যেমন গুটিকা হইতে বহির্গমনেচ্ছু হয় কিন্তু স্বীয় গুটিকা যদবধি ছেদন না করে, তদবধি বহির্গমনেচ্ছু হইলেও তাহাতে অক্ষম হওত স্বকৃত গুটিকাতে স্বপ্রাণ নষ্ট করে, তদ্রূপ সংসার রূপ গুটিকা মধ্যে মায়া, কুঅভিলাষ, কুচর্চ্চা, কুমন্ত্রণা, পর কুযশঃ, কুলোভ, কুৎসিত আলাপনাদি কুকর্ম্ম রূপ জালে বদ্ধ হওত বুভুক্ষুতীর্থবায়স যাদৃশ ঊর্দ্ধ চঞ্চু করত বৃক্ষশাখাবলম্বনে উড্ডীয়মানেচ্ছু না হইয়া কাল যাপন করত কালে কালভবনে গমনোদ্যত হয় সেই রূপ অন্ধকারাবৃত অর্থাৎ তিমির বেষ্টিত স্বরূপ ভূমণ্ডলে মনুসমূহ বাস করত ভব মায়াদি রজ্জুতে বদ্ধ হওত আলোক দর্শনাভাবে রোদন করে, ইহার অসম্ভব কি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গুটিকা মধ্য স্থিত কীট বিবেক

শূন্য হওন জন্য স্বীয় বিপদ স্বকৃত কার্য্যে সংঘটন করে, হায় কি পরিতাপ, বিবেক বিশিষ্ট সমূহ মানবগন আপনাদিগকে জ্ঞানী বোধে প্রকৃত অবিবেচক হইয়া ভ্রান্তি কূপে পতিত প্রায় ভূচর খেচর, জলচর, ও বৃক্ষ, শাখা, পল্লবাদির সহিত অনশ্বর ঈশ্বরকে এক জ্ঞান করত উত্তরোত্তর নিতান্ত কৃতান্ত সেবক ও তাহার পদানত হওত অবিবেকী পশ্বাদিবৎ হইয়া মায়াদি রজ্জুচ্ছেদনে অক্ষম হওত অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে পতিত হইতেছে, কিন্তু আইস আমরা ধৌত শূকর যাদৃশ কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হয় ও কুক্কুর যেমন স্বীয় বমনে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্ত হয় তাদৃশ না হইয়া এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার হইতে পৃথক হইবার জন্য দীপ্তির আকর যে সনাতন ব্রহ্ম তাঁহার নিকট নিয়ত নিবেদন করি যেন আমাদিগকে এই রাত্রি হইতে রক্ষা করেন আর যে দয়াতে আমাদিগের পুনর্গ্রহণোপায় ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন সেই দয়ার প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করত তদ্দত্ত গ্রন্থ বারম্বার পাঠ ও ধ্যান করি তাহা হইলে রজনীতে তত্ত্বজ্ঞান ও প্রভাতে অনন্ত জীবন পাইব। নচেৎ প্রথম দশার অপেক্ষা শেষ দশা আর দুর্দশা হইবে শেষ কথা এই ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত পদ মাত্রেই মনুষ্যের উপকার জনক অলমতি বিস্তরেণ। কস্যচিৎ সত্যার্ণব পাঠকস্য।

সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের উৎকর্ষ।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম সভাতে ধর্ম্ম পরিচারকের নিয়মানুসারে প্রার্থনা করা অনুপযুক্ত কারণ নিয়মিত সামান্য প্রার্থনাতে সভাস্থ বিশেষ ২ লোকের অভিপ্রায় ও প্রয়োজন কথন ব্যক্ত করা যায় না ইহা কোন ২ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী অনুভব করেন বটে, কিন্তু বোধ হয় যে এই রূপ ভাবনাতে তাঁহারা স্বয়ং আপনাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকেন যেহেতুক সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকে প্রায় সকল প্রকার পাপিলোকের উপযুক্ত প্রার্থনার বিষয় স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে আর এক সভাতে সহস্র ২ পাপি

লোক উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত প্রার্থনা দ্বারা আপন ২ দশা ঈশ্বরের উদ্দেশে বিশেষ রূপে বলিতে পারে।

অনেকেই সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া তাহা ভাল বাসে না কারণ অমনোযোগের সহিত এক বা দুই বার পড়িলে মনোনীত করিতে পারা যায় না বটে কিন্তু যে কেহ বিশ্বাসী হইয়া নম্রতা পূর্ব্বক উক্ত প্রার্থনার রীত্যনুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশে আরাধনা করে সেই কেবল উহা ভাল বাসে এই বিষয়ে এক উপাখ্যান প্রকাশ করা যাইতেছে। এক সাহেব কোন জ্ঞানহীন দরিদ্র স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন যে সভায় ধর্ম্ম পরিচারক ও সভাস্থ লোকেরা স্থির নিয়মানুসারে প্রার্থনা করিয়া থাকে তুমি কেন সেই রূপে ঈশ্বরের আরাধনা কর? ইহাতে সে স্ত্রী নম্রভাবে উত্তর দিয়া কহিল উক্ত সভার ধর্ম্মোপদেশক রীত্যনুসারে ঈশ্বরের আরধানা করেন বটে কিন্তু আমার প্রিয় স্বামির পীড়ার আরম্ভাবধি এইক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহার ও আমার পাঁচ শিশুর সুস্থতার জন্যে প্রতি রবিবারে প্রার্থনা করেন। এ কথা শুনিয়া সাহেব প্রত্যুত্তর দিলেন ইহা অসাধ্য, যাহারা সাধারণ প্রার্থনা পুস্তক ব্যবহার করে তাহাদের স্থত রীত্যনুসারে প্রার্থনা করিতে হয়। আমারদের মধ্যে রীত্যনুসারে প্রার্থনা করা প্রচলিত নয় অতএব আমরা তোমার ও তোমার পরিবারের জন্যে অনায়াসে প্রার্থনা করিতে পারি কিন্তু উক্ত সভার ধর্ম্ম-পরিচারকের পক্ষে ইহা অসাধ্য। পরে ঐ স্ত্রী সাহেবকে কহিলেন আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন ইহাতে আপনার ভ্রম হইয়াছে কেননা ধর্ম্মপরিচারক প্রত্যেক বিশ্রাম দিনে এই রূপে প্রার্থনা করেন যথা "রোগী ও শিশু সকলকে রক্ষা কর" এবং সভাস্থ সকল লোক তাহার সহিত প্রার্থনা করিয়া বলে হে সৎপ্রভো আমারদের বাক্য শ্রবণ করিতে আমরা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

ক্রোধান্বিত পিতার বিষয়।

বিদ্যা দ্বারা ধন পাওয়া যায় এই আশয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা বিদেশীয় বিদ্যা অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করেন এবং আপন২ পুত্রকে তাহা শিক্ষা করাইবার জন্য রাজকীয় বা মিসনরী বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। রাজকীয় বিদ্যালয়ে সত্য ধর্ম্মের বিষয়ে আলোচনা নাই সুতরাং যুবা লোকেরা তদ্বিষয়ে কখন কর্ণপাত করিতে পারে না কিন্তু মিসনরী বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হওয়াতে প্রায় অনেক হিন্দু লোক স্বীয়২ পুত্রকে পাঠাইয়া দিতে ভয় করেন কিন্তু এক যুবা ব্যক্তি আপন পিতার ভয় না মানিয়া কোন মিসনরী সাহেবের নিকটে গিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাইবার জন্যে নিবেদন করিলে সাহেব তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া দুই তিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করণ পূর্ব্বক তাহাকে একখান ধর্ম্মপুস্তক দিয়া কহিলেন তুমি মনোযোগ পুর্ব্বক পাঠ ধ্যান শিক্ষা ও অন্তরে পরিপাক কর। সেই যুবা ব্যক্তি গৃহে গিয়া অবকাশ মতে প্রতিদিন গুপ্ত ভাবে খ্রীষ্টের বিবরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এক দিন তাহার পিতা অকস্মাৎ তাহার পাঠস্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভাবে কহিল "কি রূপে এমত মন্দ পুস্তক তোমার হস্তে আইল তাহাতে তৎপুত্র তাহাকে উত্তর দিয়া কহিল হে পিতঃ এ পুস্তক মন্দ নয় কিন্তু ঐশ্বরিক, আর পাঠ করিলে আপনিও সাংসারিক বিষয় ও ঐশ্বরিক প্রেম অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন ইহাতে তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত পুস্তক খানি স্বহস্তে ছিঁড়িয়া এক দাসকে আহ্বান করিয়া "তুই ইহা আগুনে পোড়াইয়া ফেল" এই আজ্ঞা দিয়া পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন তুমি পুনর্ব্বার সেই পুস্তক পাঠ করিতে পাইবা না আর তদনুরূপ কোন পুস্তক পাইবার জন্যে মিসনরী সাহেবের নিকটে গেলে তোমার পক্ষে ভাল হইবে না ইহাতে সেই পুত্র পিতার রাগ

দেখিয়া হাসিতে লাগিল তাহাতে পিতা কহিলেন "ও পাপিষ্ঠ পুত্র তুই কেন আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিস্" পুত্র কহিল "মহাশয় পুস্তক খানি নষ্ট করিলেন বটে কিন্তু যে দশ অধ্যায় মুখস্থ করিয়াছি তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না ইহা ভাবাতেই হাসি পাইল।

আশ্চর্য্য নূতন ভূমণ্ডল দর্শনের বিষয়।

ইহাতে অনেক নিযুত না হউক বহু সহস্র লোক আছে কিন্তু পৃথিবীর তুল্য কি না তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় হয় নাই, এমত ভূরি লোকান্বিত যে যদ্যপি কোন মনুষ্য হঠাৎ দর্শন করে তবে তাহার অসঙ্খ্য বোধ হইবে আর আমারদের শরীর যে রূপ তাহাদের আকৃতি সে রূপ নহে। এখানে শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ তাম্রবর্ণ দীর্ঘ খর্ব্ব সভ্য এবং অসভ্য মনুষ্য বাস করে, এখানকার আশ্চর্য্য লোক সকলের আকার প্রকার আমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কোন ২ জাতি অতি ক্ষীণ এবং দীর্ঘাকার, অন্যেরা অতি খর্ব্ব এবং স্থূলাকার অনেকের কোমল শরীর কিন্তু মস্তক অতি সুন্দর বৃহৎ এবং অন্যান্যের পারাবৎ দ্রুতগামি শক্তি আছে। অপর পশ্চাদুক্ত ব্যক্তিদের অত্যাশ্চর্য্য অসাধারণ গুণ কেননা তাহাদিগের বাষ্পীয় জাহাজ বা শকটাদি নাই এবং অন্য কোন পশ্বাদিও নাই যে তদুপরি আরোহণ করিয়া স্থানে স্থানে গমনাগমন করে কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ এমত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে যে আমাদিগের দ্রুতগামি অশ্বের সহিত তুলনা করিলে তাহারা অশ্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রুত গমন করিতে পারে। তাহারা শরীরের চলন শক্তি দ্বারা এক নিমেষের মধ্যে কোন পথ ব্যতীত কেবল আমোদ প্রমোদে ৫০০ পদ গমন করিতে সক্ষম হয়।

তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব এবং প্রণয় উৎকৃষ্ট রূপ ছিল কারণ কোন বিষয়ে শত্রুতার চিহ্ন কিছু মাত্র

দর্শন করি নাই অতএব বোধ হয় এক পরিবার অন্য পরিবারের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে প্রবৃত্ত ছিল না কিন্তু এমত নিশ্চয় কহিতে পারি না যে পরস্পর বিবাদাদি একেবারে করে না এবং জাতীয় কি দেশীয় বিবাদাদি তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই নাই। অপর তাহাদের পূর্ব্বকালীন ইতিহাসাদির কোন নিদর্শন নাই এবং তাহাদের ভাষা কি রূপ তাহা অল্পক্ষণ শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে বলিতে পারি বোধ করি অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় শব্দ এবং ভঙ্গিমাদি করিয়া আপনাপন অভিপ্রায় ও মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ করে যাহা কোন বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ভাষা বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না কারণ তাহাদিগের ব্যাকরণ অভিধান বা লিখিত পুস্তক নাই।

যে সকল ব্যক্তি আমার নেত্রগোচর হইয়াছে তদপেক্ষা উহাদিগকে অতি পরিশ্রমী বোধ হয়। উহারা শ্রম করিয়া ক্লান্ত হয় না, বহু পরিশ্রম করিলেও পরিশ্রান্ত হয় না, যাহা অন্য লোক দর্শন মাত্রে মনে করে যে এই সকল ক্লেশকর ব্যাপারে উহাদের সম্পূর্ণ রূপে বলের হ্রাস হইয়াছে। হায়! জগদীশ্বর উহাদিগকে ক্লেশ সহ্য করণের এ রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে উহারা প্রত্যেকে আহ্লাদ অথবা কর্ম্মের জন্যে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও সম্পূর্ণ ব্যগ্রতা এবং যাতনার সহিত পুনরায় গমন করে। আর তাহারা কি কারণ সমারোহ পূর্ব্বক একেবারে সমূহ লোক এক স্থানে সংমিলিত হয় তাহা বিশেষানুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই। তাহারা দেশীয় বা স্থানীয় রাজনীতির কোন দোষ জন্য বিতর্কাদি করে কি আপনাপন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সুখের বিপর্য্যয় জন্য বিচার করে অথবা সকলে সমারোহ পূর্ব্বক সপরিবারে এক স্থানে মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ বা কোন বিশেষ স্থানের বায়ু সেবন করিয়া সুখ সম্ভোগ করে তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই বোধ

করি পশ্চাৎ লিখিত বিষয় তাহাদের একত্র মিলিত হইবার বিশষ কারণ।

প্রকাণ্ড মহাসাগরস্থ একটি উপদ্বীপে তাহারা মনঃস্ফূর্ত্তি ও পরম সন্তোষের নিমিত্ত সর্ব্বদা গমন করিয়া সকলে সকলের সহিত আলাপ ও কথোপকথন করে। যদি বল তাহাদের জাহাজাদি কিছুই নাই তবে কিপ্রকারে মহাসাগরস্থ উপদ্বীপে গমন করিতে সক্ষম হয়। ইহার উত্তর, তাহাদের স্বাভাবিক গতি শক্তিই দ্রুতগামিনী তরণী স্বরূপা হইয়া অনায়াসে তাহাদিগকে জলে স্থলে সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম করায়। আহা উহা কি রম্য স্থান! কি পরম সুন্দর ভুবন! কি শোক বিমোচনীয় সুখের আকর! মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে পূর্ব্ব কালীন রম্য উদ্যান অপেক্ষা সর্ব্ব আমোদ দেয় এমত প্রকার বোধ হয় যেখানে শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, শরৎ নাই, সর্ব্বদাই বসন্ত ঋতু সুগন্ধ বায়ু সহকারে সকলের মনে হর্ষ প্রদান করিতেছে।

অতএব ঐ লোকদিগের এ রূপ আনন্দোৎসবাদি দর্শন করিয়া কোন্ দর্শক না বোধ করিবেন যে ইহা এক পরম রম্য স্থান, ইহা সন্তোষ ও হর্ষ প্রদায়ি হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য কারি আপনি বিরাজ মান আছে। অতএব এমত রম্য স্থানে গমন করিয়া আলাপাদি দ্বারা পরস্পর স্নেহ করিত ইহাতে কি আশংসা আছে।

আর আমি তাহাদের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ক বিবরণ লিখিতে যোগ্য নহি কারণ তাহাদের সহিত আমার সহবাস ক্ষণ কালের নিমিত্ত হইয়াছিল অতএব সমুদয় কার্য্য এবং জীবন ধারণের নিয়ম সন্দর্শন করিয়া বলিতে সক্ষম হই, যে অনির্ব্বচনীয় সংসারে সজীব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে উহারা পরম সুখী। অপর নানা চিহ্ন দ্বারা বোধ হয় যে পরম দয়ালু পরমেশ্বর সম্পূর্ণ দয়া

প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সুখেই সংপূর্ণ করিয়াছেন আর তাহারা সৃষ্টি কর্ত্তা কর্ত্তৃক সুখভোগের কারণ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সুখ ভোগ জন্যই ঐ আনন্দময় স্থানে স্থাপিত হইয়াছে আনন্দই তাহাদের আহার বিহার নিদ্রাদি সকলই হইয়াছে। অধিক কি কহিব তাহারা আনন্দবারিতে স্নানাদি করে তদ্দ্বারা তাহাদের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে আনন্দ রূপ ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহাদের জীবন আমাদিগের মত অনিত্য এবং অল্পকালস্থায়ি এবং বয়স ৭০ বর্ষের বরং ন্যূন অধিক নয় কিন্তু এই কালই তাহাদের অবস্থাযোগ্য কাল। এই অত্যল্প কালে তাহারা জীবন ধারণ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সেই পরম নিয়ামক পরমাত্মার অসীমা শক্তি দয়া কৃপা প্রভৃতি সপ্রমাণ করে তাঁহার মহিমা প্রকাশার্থ তাহারা নির্ম্মিত হয় এবং হইয়াছে।

এক্ষণে অনুমান হয় আমার যুবা বন্ধুরা আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বিশেষ তথ্য জানিবার কারণ ক্রমে অধৈর্য্য হইতেছেন। তাঁহাদিগকে আশংসাতে রাখা কর্ত্তব্য নহে অতএব উক্ত বিষয় স্পষ্টীকৃত করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করি। আমার প্রকাশিত ভূমণ্ডল নূতন প্রকটিত গ্রহ নহে এবং উত্তর বা দক্ষিণ সমুদ্রে নূতন প্রকাশিত কোন উপদ্বীপও নহে আর পরীদিগের রাজ্যও নহে কিন্তু কোথায় এবং কি প্রকার এই দুই বিষয় লিখিত হইলে ভূমণ্ডল এবং তৎস্থানে যাওনের উপায় বিষয়ে প্রথমেই যাহা লিখিয়াছি তাহার সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে। আমি যে শক্তি দ্বারা তাবদ্দূরস্থ বিষয় দর্শন করিয়াছিলাম তাহা মাইক্রোশ কোপ নামক সুন্দর যন্ত্র, তদ্দ্বারা অতি সূক্ষ্মতর বস্তুর উপলব্ধি করিয়া পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞান আমরা জানিতে সক্ষম হই তাহা চর্ম্ম চক্ষে দৃশ্য হওয়া অসম্ভব। আর যে শকট দ্বারা আমি গমন করিয়াছিলাম তাহা অংশু নামা আলোক যাহা দর্শন

শক্তি বিস্তার করিয়া ঐ সহস্র২ মনোহর জীবদিগের মধ্যে চেতন রূপে আমার বাস স্থান প্রদান করিয়াছিল তাহারদের নানা রূপ সুন্দর কৌতুকিতা দ্বারা অনুসন্ধানি মহাপণ্ডিত মহাশয়েরা অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়েন এবং যে আশ্চর্য্য ভূমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলাম তাহা বিন্দু নামা জল।

মহম্মদের চরিত্র বিষয়।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৯ বৎসর পরে মেক্কা নগরে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশ অতি ভদ্র ও উৎকৃষ্ট ছিল, তাঁহার পিতামহ আপন বীর্য্য ও পরাক্রম দ্বারা সকল লোকের নিকটে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। যখন এথিওপ লোক দ্বারা ঐ মেক্কা নগর বেষ্টিত হয় তখন তিনি কর্ত্তা হইয়া শত্রু সকলকে জয় করেন। মহম্মদের বয়স যখন ২বৎসর হইল তখন তাঁহার পিতা আবদালার মৃত্যু হইলে তিনি পৈতৃক ধন কেবল পাঁচ উষ্ট্র ও এক ক্রীত দাসী পাইলেন। তিনি যখন যুবক ছিলেন কখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন না, কিন্তু সর্ব্বদা কোন গুপ্ত স্থানে থাকিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান করিতেন এবং যখন তাঁহার সঙ্গি লোকেরা আসিয়া তাঁহার সহিত খেলা কিম্বা অন্যান্য বৃথা কর্ম্ম করিতে চাহিত তখন তিনি সম্মত হইতেন না; যেমন মেক্কাস্থ কুলীন লোকেরা বাণিজ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন মহম্মদ তদ্রূপ দমাস্ক ও সেরিয়া এবং অন্যান্য দেশ হইতে খর্জ্জূর ও সুগন্ধি দ্রব্য ও আর২ নানা প্রকার উত্তম২ বস্তু এমেন ও ভারতবর্ষ দেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তিনি ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ধান্য ও কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি নানা দ্রব্য গ্রহণ করিতেন। অপর মহম্মদের বয়স যখন ১৬ বৎসর তখন তিনি বাণিজ্য কর্ম্মে নিপুণতা ও উৎসুকতা প্রযুক্ত খ্যাত্যাপন্ন হইয়া সেরিয়া দেশে বাণিজ্য করিতে গেলেন। সেরিয়া দেশে সর্জিয়স নামক এক জন খ্রীষ্টীয়ান লোক বাস করিতেন। তিনি মহম্মদকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক

শিক্ষা দিলেন। মহম্মদ সেই ব্যক্তির উপদেশ দ্বারা এবং আপন মাতার উপদেশানুসারে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক শিক্ষা পাইলেন। তাঁহার মাতা ও অন্য শিক্ষক হইতে যে২ গল্প শুনিয়া ছিলেন মহম্মদ তাহা কোরাণের মধ্যে লিখিলেন।

কাদাইজা নামে এক ধনি বিধবা স্ত্রী মেক্কা নগরে বসতি করিত। মহম্মদ সেই স্ত্রীর প্রতিনিধি অর্থাৎ গোমস্তা ছিলেন এবং তিনি গোমস্তার যে সকল কর্ম্ম তাহা ভাল রূপে নির্বাহ করিতেন। এই জন্য ঐ স্ত্রী মহম্মদের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। এই রূপে মহম্মদ মেক্কা নগরে কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সদা আপন পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন ইহাতে সাংসারিক সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপন ঈশ্বরের ধ্যান ও যোগাভ্যাস করিবার নিমিত্তে হিরো নামক পর্ব্বতে গিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই এক মাস অবধি সেই স্থানে বাস করিতেন এবং সেই স্থানে থাকিয়া যিহূদীয়দিগের পুরোহিত ও খ্রীষ্টীয়ান লোক এবং আর২ অনেক উদাসীন লোকদের সহিত ঈশ্বর বিষয়ক অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেন। পরে তিনি বুঝিলেন যে এই সকল লোক কাল্পনিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। অধিকন্তু বোধ করিলেন যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম কেবল গল্প মাত্র, কেননা সেই সময়ে তিনি খ্রীষ্টীয়ান লোক এবং যিহূদীয় লোকদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের সত্য কথা সকল অবহেলা করিয়া তাহা কেবল মিথ্যা উপাখ্যান বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। পরে প্রকাশ করিলেন যে গাব্রিএল দূত স্বর্গ হইতে রাত্রি যোগে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে শোধন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহম্মদ প্রথমতঃ এই কথা আপন স্ত্রী কাদাইজার নিকটে জ্ঞাত করিলেন তাঁহাতে সেই ধনবতী স্ত্রী হঠাৎ আপন স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া কহিল তুমি আরবীদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা হইবা। তাহার পর তাঁহার ক্রীত দাস জেড এবং

তাঁহার পিতৃব্য পুত্র আলি ও অন্যান্য অনেক২ ভদ্র লোকদিগকে মুসলমান এই উপাধি দিল। পরে নানক ও সিক্ লোকেরা যেমত আপন মতাবলম্বি এক দল লোক প্রস্তুত করিয়াছিল মহম্মদও তদ্রূপ করিলেন। ক্রমে২ আপন দলের প্রাচুর্য্য হয় ও লোক সকল তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে একারণ মহম্মদ এক দিন কহিলেন গাব্রিএল নামে এক স্বর্গীয় দূত হইতে আমার প্রতি এক দৈববাণী হইয়াছে তাহা কোরাণের মধ্যে লেখা আছে। প্রথমতঃ মহম্মদ সেই বিষয় অতি গোপন স্থানে ব্যক্ত করেন দ্বিতীয়তঃ তিন বৎসর পরে যখন আপন পরিবারের মধ্যে প্রকাশ করিলেন সেই সময়ে তিনি এক ভোজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার খুড়া ও আর২ প্রায় চল্লিশ জনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে সেই নিমন্ত্রিত লোকেরা মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আমাদিগকে সমাচার দেও। তাহাদিগের কথা শুনিয়া তখন মহম্মদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন। যে প্রতিমা পূজা করা কেবল হত জ্ঞানের কর্ম্ম, কারণ হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত প্রতিমা সকল স্পন্দ রহিত, দেখ তাহাদের মুখ আছে কিন্তু ভোজন করিতে পারে না এবং কর্ণ আছে কিন্তু শ্রবণ করিতে পারে না এবং নাসিকা আছে কিন্তু গন্ধ দ্রব্য গ্রাহ্য করিতে পারে না অতএব এই সকল কৃত্রিম বস্তুকে কিরূপে ঈশ্বর বলা যায়। কিন্তু স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পরলোকে সকল মনুষ্যের পুরস্কার ও দণ্ড দাতা এক পরমেশ্বর আছেন। পরে মহম্মদ বলিলেন যেমন মূশার প্রতিনিধি আহোরণ ছিলেন তদ্রূপ এখানকার লোকদের মধ্যে কে আমার প্রতিনিধি হইবে। তখন মহম্মদের পিতৃব্য পুত্র আলি কহিল, হে মহাশয় আমি তোমার প্রতিনিধি হইব। তদনন্তর মহম্মদের এই কথা শুনিয়া কেহ২ স্বীকার করিল আর কেহ২ বিদ্রূপ করিয়া কহিল হে অবিতালেব তোমার ভ্রাতৃ পুত্রের কথা শুনা আমারদের উচিত বটে।

তাহার পর তিনি মেক্কা নগরে লোকদিগের নিকট ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মাসিক সংবাদ।

১৮ অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকার সময় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভব শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্রমিত্র নামক এক ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যার সহিত পৌরাণিক প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্ম পরিহার করত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। কলিঙ্গার নিকট হিন্দুস্থানীয় গীর্জ্জায় পাদ্রি স্মিথ সাহেব দ্বারা তাঁহার বাপ্তিস্ম হয়। বিশপ্স কালেজের অধ্যাপক পাদ্রি ষ্ট্রিট সাহেব প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ঐ দিবসে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব চৌরাঙ্গির বড়গীর্জ্জায় আট ব্যক্তিকে পাদ্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

২২ অক্টোবর মঙ্গলবার চৌরাঙ্গির বড় গীর্জ্জাতে ন্যূনাধিক ১৫০ এতদ্দেশীয় লোক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

পরম্পরায় অবগতি হইল যে লর্ড বিশপ সাহেব ১১ নবম্বর দিবসে কলিকাতা নগর হইতে প্রস্থান করিয়া সিঙ্গাপুর মালাকা প্রভৃতি সামুদ্রিক জনপদ ভ্রমণ করণানন্তর বর্ণিত উপদ্বীপে গমন করিবেন।

এক জন সম্ভ্রান্ত সাহেব বদান্যতা পূর্ব্বক কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয় ট্রেক্ট সোসাইটির অধ্যক্ষের নিকট ৫০০ টাকা পাঠাইয়াছেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ক কতিপয় নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবে ইংরাজি ভাষায় সর্ব্বোত্তম প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন তিনি ঐ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

উক্ত সাহেব ন্যায় বেদান্ত এবং সাংখ্য মতের খণ্ডনার্থ সর্ব্বোত্তম রচনার পুরস্কারার্থ আরও তিন সহস্র টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

৬ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

ডিসম্বর ১৮৫০

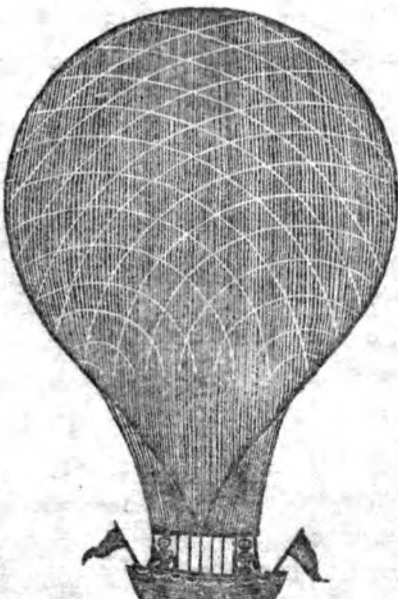
কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১০ দেড় আনা)

সত্যার্ণব।

নং ৬। ডিসম্বর ১৮৫০। মূল্য /১০ আনা।



বেলুন।

গত মাসের মধ্যে গেং কাইট নামা এক জন সাহেব শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের উদ্যান হইতে বেলুন যোগে আকাশ বিহারী হওয়াতে কলিকাতার লোকেরা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। রবর্টশন নামক এক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে

একবার উড্ডীন হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি উঠিবার অনতি-বিলম্বেই নামিয়াছিলেন আর তাহা চৌদ্দ বৎসর গত হওয়াতে বর্ত্তমান যুবক লোকেরদের তদ্বিষয় স্মরণ নাই সুতরাং কাইট সাহেবের আকাশ গমন দেখিয়া প্রায় সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

বেলুন কি প্রকারে বায়ুভরে উড্ডীয়মান হয় বোধ করি পাঠকবর্গের মধ্যে সকলে তাহা জানেন না এনিমিত্ত তদ্বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে। রেশমি কাপড়ে উপরিস্থ চিত্রিত আকৃতিতে বেলুন প্রস্তুত হয়। রেশমের উপর কোন স্নিগ্ধ প্রলেপ দেওয়া যায় তাহাতে বৃষ্টিপাত হইলে সহজে আর্দ্র হয় না এবং তদন্তরস্থ বায়ুও বদ্ধ থাকে।

অপর সামান্য বায়ু হইতেও সূক্ষ্ম এবং লঘুতর এমত আর এক বায়ু আছে তাহার নাম হাইড্রোজিন গ্যাস। সেই বায়ু অক্সেজিন গ্যাস নামে আর এক বায়ু সংযোগে জল উৎপন্ন করে একারণ তাহার নাম হাইড্রোজিন অর্থাৎ জলোৎপাদক। হাইড্রোজিন গ্যাস সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত সামান্য বায়ুর উপরে উড্ডীন হইতে প্রবৃত্ত হয়। সোলা যেমত লঘুতা প্রযুক্ত জলের নীচে থাকে না উপরে ভাসিয়া উঠে হাইড্রোজিন গ্যাস তদ্রূপ সামান্য বায়ুর নীচে থাকে না। অতএব উক্ত বেলুনে ঐ সূক্ষ্ম গ্যাস অধিক পরিমাণে অন্তর্গত করিলে তাহা বায়ুর উপর উড্ডীন হয়, বেলুনের আকৃতি এবং গুরুতা বিবেচনা করিয়া গ্যাস অন্তর্গত করিতে হয়।

গ্যাস অন্তর্গত করিবার সময় বেলুনকে সমান রাখিয়া রজ্জু দ্বারা চারি খোঁটাতে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। তাহার উপরে এক শক্ত জাল থাকে সেই জালের তলে দোলার ন্যায় এক আসন বদ্ধ হয়, ঐ আসনের মধ্যে এক কিম্বা অধিক আকাশ বিহারী মনুষ্য স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইতে পারে। পরে উপযুক্ত পরিমাণে গ্যাস অন্তর্গত করিলে আকাশ বিহারী লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া উক্ত আসনে আরোহণ করে, তখন

বেলুন বন্ধনী রজ্জু ছেদ করিবা মাত্র তাহা মহা বেগে উপরে উঠিয়া যায়।

আকাশ বিহারী আসনে আরোহণ করিবার সময় রাশি ২ বালুকা সঙ্গে লইয়া যান, অধিক উর্দ্ধে উঠিবার মানস থাকিলে সেই বালুকা নিক্ষেপ করত ক্রমশঃ বেলুন হাল্কি করেন। বেলুন আরোহী ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারেন না তাঁহাকে বায়ুর বেগে চালিত হইতে হয়, যে দিকে বায়ুর বহন হয় সেই দিকেই যাইতে হয়, সুতরাং কখন জলের উপর কখন বা বনের উপর যাইবার সম্ভাবনা আছে, একারণ তিনি ক্ষুদ্র নৌকা এবং বন্য পশু নাশার্থ খড়্গ বর্ষা ছুরিকাদি সঙ্গে লইয়া যান এবং উত্তম ভূমি দেখিতে না পাইলে অবতরণ করিবেন না এ নিমিত্তে যদি অধিক বিলম্ব করিতে হয় এই কারণ জলযোগের দ্রব্যাদিও সঙ্গে লয়েন।

অনন্তর অবতরণ করিবার সময় তিনি কলের দ্বারা বেলুনের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম বায়ু ক্রমশঃ নির্গত করিয়া দেন তাহাতে বেলুন ধীরে ২ নীচে আইসে পরে ভূমির নিকট হইলে এক লৌহময় নঙ্গর নীচে নিক্ষেপ করেন তাহাতে বেলুন স্থগিত হইয়া থাকে তখন কোন লোক ক্রমশঃ রজ্জু ধরিয়া টানিলে বেলুন এবং আকাশ বিহারী নীচস্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত মেং কাইট সাহেব ৫ নবম্বর দিবসে উড্ডীন হইয়া এক ঘন্টার মধ্যে দমদমার উপর প্রকাশমান হয়েন পরে বায়ুর দ্বারা সাগরের নিকটে বাহিত হয়েন অবশেষে বায়ুর বিপরীত সঞ্চার হওয়াতে তিনি জাগুলের সন্নিদ্ধ কোট্রা গ্রামে আসিয়া অবরোহণ করে। কাইট সাহেব আপনার আকাশ বিহারের বিবরণ লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন, কেননা অতিশয় শীতল বায়ু প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার কর্ণকুহর কণ্২ করিয়াছিল ঐ সময়ে তিনি একটা চুরুট জ্বালিয়া ধূমপান করত কাল হরণ করিতে লাগিলেন। পরে অবরোহণ করিবার মানসে গ্যাস বাহির করিবার সূত্র আকর্ষণ করাতে

তাহা ছিন্ন হইয়া গেল কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার নিকট এক বর্ষা ছিল তদ্দ্বারা বেলুনের কোন২ অংশ বিদীর্ণ করাতে তাহা নীচে নামিতে লাগিল।

অপর সমুদ্রের জল এবং প্রবল তরঙ্গ ধ্বনি তাঁহার ইন্দ্রিয় গোচর হওয়াতে তিনি পুনশ্চ বেলুন বিদীর্ণ করত অবরোহণ করিতে লাগিলেন পরে অনুকূল বায়ুর সঞ্চার হওয়াতে সমুদ্রের দূরে বাহিত হইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন। ঐ সময়ে বায়ুর বিলক্ষণ তেজ থাকাতে তিনি মহা বেগে আকাশ গমন করিতে লাগিলেন অবশেষে প্রায় ১ ঘটিকার সময় কোটরা গ্রামের সন্নিকটস্থ হওয়াতে লৌহময় নঙ্গর নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে বেলুন স্থগিত হইল তখন কৃষক লোক সেই স্থলে থাকাতে তাহারা রজ্জু ধরিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইল।

তিনি জাগুলে নিবাসি বাবু রাধাবল্লভ বিশ্বাসের বাটীতে আসিয়া সেই রাত্রি প্রবাস করেন পর দিবস প্রাতঃকালে শকটারোহণ করিয়া কলিকাতায় আসেন।

মণ্ডলীর স্মরণীয় বিষয়।

পুণ্যবান্ ফিলিক্স ও তেবাইজা নামক নগরের বিষয়।

ঈশ্বরের ব্যবস্থার নিমিত্ত যাঁহার মস্তকচ্ছেদ হইল তাঁহার ধর্ম্ম শাক্ষ্যের বিবরণ এই।

যৎকালীন ডাওক্লিশিএন ও মেকশিএন এই দুই জন অগস্টস্ নামে দেশের অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালীন সর্ব্ব দেশে ও নগরে প্রত্যেক অধিপতি ও বিচার কর্ত্তার প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন বিষপের ও পুরোহিতের স্থানে খ্রীষ্টীয়ানদিগের যে২ ধর্ম্ম পুস্তক পাওয়া যায় তাহা বল পূর্ব্বক তোমরা গ্রহণ করিবা।

পরে জানুয়ারি মাসের পঞ্চম তারিখে তেবাইজা নামক নগরে এই আজ্ঞা প্রচার হইল এবং সে সময়ে ফিলিক্স নামক বিষপ বর্ত্তমান থাকাতে ঐ নগরের রক্ষক মাগনিলিয়ন সেই

দেশের পুরোহিতদিগকে আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে জানুয়ারিয়স্ নামে পুরোহিত ও ফটুলেটস্ ও সেপ্টিমিয়স্ নামক পাঠকগণ তাহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের কি বিষপ্ আছে।

জানুয়ারিয়স্ পুরোহিত উত্তর দিলেন হাঁ আছে।

মাগ তিনি কোথায়।

জা আমি জানি না।

মাগ তোমার স্থানে ধর্ম্ম পুস্তক আছে।

জা হাঁ আছে।

মাগ সেই সকল পুস্তক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার নিকটে সমর্পণ কর।

জা. ফ. ওসে. সে সকল আমাদের বিষপের গৃহে আছে।

মাগ ভাল তোমরা কারাগারে থাকিয়া ও মিউলিয়স্ নামক শাসন কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের এই সকল বিষয়ে উত্তর দিও।

পর দিবসে ফিলিক্স নামক বিষপ্ কার্থেজ নগর হইতে তেবাইজাতে আসিলে মাগলিএন তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিতে ও আপনার সম্মুখে আনিতে লোকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে তিনি অতি ত্বরা করিয়া আইলেন এবং আসিবা মাত্র মাগলিয়ন তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি ফিলিক্স এই নগরের বিষপ্।

ফিলিক্স উত্তর করিল হাঁ আমি বিষপ্ বটি।

মাগ তোমার স্থানে যে সকল ধর্ম্ম পুস্তক আছে তাহা আমাকে সমর্পণ কর।

ফিলিক্স আমার স্থানে যে কিছু পুস্তক আছে তাহা এবং আমার পূজনীয় প্রভুর ব্যবস্থা পুস্তক আমি সমর্পণ করিব না।

মাগ তোমাদের ঈশ্বর কি আমাদের দেবগণ অপেক্ষা মহান্।

ফিলিক্স আমাদের ঈশ্বর মহান্ ও তাঁহাকে অবশ্য ভয় করিতে হয় কেননা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ

সকল জীবের সৃষ্টি কর্ত্তা কিন্তু তোমার দেবগণ প্রস্তর নির্ম্মিত এবং মনুষ্যগণের হস্তকৃত, তাহারদের বিষয়ে লিখিত আছে তাহাদের চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না তাহাদের কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না তাহাদের মুখ আছে কিন্তু কথা কহিতে পারে না তাহাদের নির্ম্মাণ কর্ত্তারা ও তাহাদের ভক্তগণেরা তাহাদেরই সদৃশ।

মাগ যাহা তুমি কহিতেছ সে সকল অনর্থক কিন্তু রাজার আজ্ঞা মানা তোমার বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য অতএব যে সকল পুস্তক তোমার নিকট আছে সে সকল আমাকে সমর্পণ কর, আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে অগ্নি দ্বারা তাহা দগ্ধ করিব।

ফিলিক্স আমার শরীর অগ্নিতে সমর্পণ করা বরং ভাল তথাপি আমার দ্বারা যেন প্রভুর ধর্ম্ম পুস্তক সকল দগ্ধ না হয়, পৃথিবীর রাজার অবিহিত আজ্ঞা পালন অপেক্ষা বরং অমর ও অনন্ত রাজা স্বরূপ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা শ্রেয়ঃ।

মাগ আমি তোমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছি যে রাজার আজ্ঞা মান্য করা তোমার বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য এবং তোমার কথা সকল অনর্থক।

ফিলিক্স মনুষ্যের আজ্ঞা পালন অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাগ বিবেচনা করণার্থে আমি তোমাকে তিন দিন পর্য্যন্ত সময় দিতেছি কারণ যদ্যপি এখানে নিজ নগরে তুমি এই আজ্ঞা পালন করিতে অসমর্থ হও তবে শাসন কর্ত্তার নিকটে আপনি গমন করিয়া বিচার স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার এই সকল প্রসঙ্গের উত্তর দিও। অনন্তর তিন দিবস গত হইলে মাগলিয়ন্ নগর রক্ষক পুণ্যবান বিষপ্ ফিলিক্সকে আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

পরে সে আনীত হইলে মাগলিয়ন্ কহিল তুমি বিবেচনা করিয়া কি করিয়াছ।

ফিলিক্স আমার এক কথা ব্যতিরেকে আর অন্য কথা নাই যেখানে তাহার আরম্ভ সেই খানেই ঈশ্বর প্রসাদ দ্বারা তাহার

শেষ। আমি প্রথমে যাহা কহিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহাই কহিতেছি। আর শাসন কর্ত্তার সম্মুখেও আমি অন্য কোন কথা কহিব না।

মাগ　ভাল তোমাকে শাসন কর্ত্তার নিকটে যাইতে হইবে সেইখানে তাঁহার জিজ্ঞাসানুসারে আপনার বিষয়ে উত্তর দিও।

পরে আপন অনুচরদিগকে কহিল আমাদের প্রতি রাজারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে আজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন তদনুসারে চলিতে ফিলিক্স বিষপ্ অসম্মত হইল অতএব তোমরা তাহার সঙ্গী হইয়া কার্থেজে লইয়া যাও।

ফিলিক্স　ইহা শুনিয়া কহিল ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক।

মহম্মদের চরিত্র বিষয়।

এই রূপে প্রতিদিন মহম্মদের শিষ্য সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অনন্তর কোরেষ এক জাতি অর্থাৎ দেবপূজক লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পর বলিল, ইহার ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে আমাদিগের যাজ্যবৃত্তি লাভের দ্বার ন্যূন হইবে, তাহারা ইহা ভাবিয়া মহম্মদের অনুচরদিগকে তাড়না করিতে মনস্থ করিয়া কিছুই করিতে পারিল না, যেহেতুক মহম্মদের বন্ধু লোক সকল বড় সম্ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু তাহার অনুচরদের মধ্যে প্রায় অনেকে আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিল এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি তাড়না হইলেও ঐ ধর্ম্মের হ্রাস না হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহম্মদের খুড়া হামজা এবং অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন উমার এই দুই জন তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পরে মহম্মদের খুড়া অবুতালেবের মৃত্যু হইলে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও ভাবিত হইলেন কেননা ঐ আবুতালেব তাহাকে দেবপূজক লোকদিগের তাড়না হইতে অনেকবার রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার নিমিত্তে মহম্মদ মক্কা হইতে তিন দিবসের পথ পর্য্যন্ত টাইব নগরে অতিশয় দুঃখিত অন্তরে গমন করিলেন। এবং সেই নগরস্থ লোকেরা তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এই তাহার অত্যন্ত আশা ছিল কিন্তু টাইব

নগরস্থ লোকেরা কোন প্রকারে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইল না এবং তাহাদের মধ্যে এক জন তাহাকে বলিল তুমি যদি পরমেশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হও তবে কেন অন্য লোকদের সম্মতি চাহিতেছ, আর যদি কোন কপটি লোক হও তবে আমি তোমাকে কোন উত্তর দিব না; তদনন্তর মহম্মদ মক্কা নগরে ফিরিয়া আসিয়া অতিশয় গোপনে রহিলেন।

মক্কা নগরে প্রতি বৎসর এক মাস পর্য্যন্ত এক পর্ব্ব হইত সে সময়ে অনেক২ স্থান হইতে ভূরি২ লোক আসিয়া সেই নগরে উপস্থিত হইত, কিন্তু তৎকালে ঐ স্থানে কোন যুদ্ধ কিম্বা চুরি ইত্যাদি কুকর্ম্ম কিছুই হইত না, একারণ অনেকানেক দেশ হইতে লোক সকল ঐ পর্ব্বে আসিত। সেই সময়ে মহম্মদ লোকদিগের নিকটে ঘোষণা করাইলেন যে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; দেখ ইহার প্রমাণ কোরানে পাওয়া যায়। এই কথা বলিয়া মহম্মদ কোরান হইতে কতিপয় শ্লোক গ্রহণ করিলেন তাহাতে অনেক২ লোক তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিল। বিশেষতঃ মেদিনা নগরস্থ লোক, যাহারা পর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। তাহারা যে বিশ্বাস করিল তাহার কারণ এই মেদিনা নগরে আরবীয় দেবপূজক, এবং যিহুদীয় লোক, এই দুই জাতি ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক কলহ ও যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে যিহুদীয় লোকেরা পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল তখন তাহারা বলিল হায় ২ যৎকালে মসিহ আসিবেন তখন এই সকল উপদ্রব হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবেন। অনন্তর মেদিনাস্থ লোকেরা নূতন এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়াছেন ইহা শুনিয়া মহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল যে ভবিষ্যদ্বক্তার কথা যিহুদীয় লোকেরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, তুমিই কি সেই ব্যক্তি? তাহাতে মহম্মদ কহিলেন হাঁ আমিই সেই ব্যক্তি। এবং আরও কহিলেন যে আমি কেবল এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তা নহি কিন্তু সকল দেশীয় লোকের কারণ প্রেরিত হইয়াছি।

পরে মেদিনাস্থ লোকেরা আপন২ গৃহে গিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম বিষয়ে বড়ই উৎসুক হইল। একারণ ঐ সময়ে মহম্মদ অত্যন্ত সাহসিক হইয়া এক গল্প আরম্ভ করিলেন যে তিনি গাব্রিএল দূতের সহিত স্বর্গে গিয়া সেই স্থানে পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

মহাম্মদ পূর্ব্বে অতিশয় নম্র ছিলেন এবং শক্রদিগকে ক্ষম করিতেন বটে, কিন্তু মেদিনাস্থ লোকেরা তাঁহার ধর্ম্মে সম্মতা হইলে তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন যে আমার ধর্ম্ম পর পীড়ন দ্বারা বৃদ্ধি শীল হউক এবং তিনি আরও বলিলেন তোমরা শক্রদিগকে দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিও, যদি যুদ্ধে হত হও তবে তোমরা অবশ্য স্বর্গ রাজ্য প্রাপ্ত হইবা। পরে যখন মক্কাস্থ বিচার কর্ত্তারা শুনিলেন যে মহম্মদ অতিশয় পরাক্রমী হইয়াছেন তখন তাঁহারা মহম্মদ হইতে ভীত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সকলে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন তাহাতে মহম্মদ কোন ক্রমে তাহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন, এবং প্রস্থান কালীন মহম্মদীয় লোকদিগকে এক শক নিরূপণ করিয়া দিলেন তাহারা ঐ শকের নাম হাজিরা রাখিল। তাহা যিশু খ্রীষ্টের জন্মের ৬২২ ছয় শত বাইশ বৎসর পরে হইল। তখন মহম্মদের বয়স ৫৩ তিপান্ন বৎসর ছিল। যৎকালে মহম্মদ মেদিনা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন তৎকালে মেদিনাস্থ লোকেরা তাঁহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং ঐ স্থানের লোকেরা অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে ঐ স্থানের নাম যাত্রিব ছিল, পরে তাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মেদিনাৎ-আল-নবি অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার নগর এই নামান্তর হইল। যখন তিনি মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন তখন তাঁহার সহিত অনেক২ শিষ্যগণ ছিল তাহারা সে সময়ে দস্যু বৃত্তি করিত তাহারদের মধ্যে মহম্মদ প্রধান দস্যু ছিল।

পূর্ব্ব কালীন খ্রীষ্টীয়ানদিগের ব্যবহার।

যাহারা পূর্ব্বকালীন খ্রীষ্টীয়ানদিগের চরিত্রের বিষয় কিছু পাঠ করিয়াছে, তাহারা অবশ্য তাহাদের পরস্পর প্রেম করণের বিষয়ে প্রমাণ পাইয়া থাকিবে; এক্ষণে তাহাদের প্রার্থনার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইতেছে।

এক্ষণকার মণ্ডলী অপেক্ষা পূর্ব্বকালের মণ্ডলীস্থ লোকেরা কেবল সর্ব্ব প্রকার সদগুণ ও শিষ্টাচার বিশিষ্ট ছিল এমত নহে কিন্তু প্রার্থনার নিমিত্তও বিখ্যাত ছিল।

তাঁহারা প্রার্থনাই জীবনের সার বুঝিয়া দিনের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ প্রাত মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে প্রার্থনা করিতেন।

তদ্ভিন্ন অনেক লোক সতত প্রার্থনাতেই রত থাকিয়া পরমেশ্বরের সম্ভ্রমার্থে তাবৎ কর্ম্ম করিত। ১ ক ১০ ৩১।

তৎকালের মণ্ডলীস্থ এক জন প্রধান শিক্ষক * বলেন "আইস, আমরা প্রভুর ধ্বজা রক্ষা করিতে অস্ত্র শস্ত্রে সসজ্জী-ভূত হই, এবং প্রার্থনা করিতে২ দিব্য দূতগণের তূরী শব্দ শ্রবণের অপেক্ষাতে থাকি" আরো বলেন "প্রার্থনাই সর্ব্বসার, কারণ তাহাতে পাপের নাশ, পরীক্ষা, নিবৃত্তি ও তাড়নার নিবারণ হয়; তাহাতে ভীত লোকেরা সাহস, সাহসিক লোকেরা সাহসের বৃদ্ধি, পতিত লোকেরা উঠিবার শক্তি, ও দণ্ডায়মান লোকেরা দাঁড়াইবার বল পায়। প্রার্থনা পথিকের রক্ষক, সমুদ্র তরঙ্গের শান্তিকর, দরিদ্রগণের প্রতিপালক, ও ধনবানের সুশাসক হয়। প্রার্থনা বিশ্বাসের দুর্গস্বরূপ এবং শত্রুগণের দ্বারা বেষ্টিত হইলে আমাদের অস্ত্র সজ্জা স্বরূপ, অতএব সাবধান, আমরা যেন কখন সে সজ্জা বিহীন না থাকি"

অপর ঐ কালের খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর লোকেরা কেবল একাকী হইয়া প্রার্থনা করিত, তাহা নয়; তাহারা অনেকবার প্রার্থনার আশয়ে সমারোহ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল।

এ বিষয়ে আর এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ † বলেন "প্রভুর মহা প্রতিজ্ঞার ফল যেন প্রাপ্ত হই, এজন্যে আইস, আমরা মনের ঐক্যেতে একত্র হইয়া এক মুখে তাঁহার নিকট অতি ব্যগ্র ও ধৈর্য্য মনে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করি"।

আর এ প্রকার সভাস্থ লোকদের প্রার্থনা কোন২ সময়ে সফল হইয়াছিল।

* টের্টুলিয়ান [২২০ সালে মরেন]

† ক্লেমেণ্ট [৯১-১০০ সাল পর্য্যন্ত রোম মণ্ডলীর বিশপ ছিলেন]

তদ্বিষয়ে অন্য এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ * বলেন যথা "কোন এক স্থানের তাবৎ মণ্ডলীস্থ লোকেরা একত্র হইয়া উপবাস পূর্ব্বক একান্ত মনে কোন বিশেষ কারণে, ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনা অনেকবার আশ্চর্য্য রূপে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং কখন ২ তাহাদের প্রার্থনানুসারে মৃত ব্যক্তিদিগকেও বাঁচাইয়া দিয়াছেন।

আর এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ † বলেন "তোমরা সকলেই প্রার্থনা করিতে আইস, এবং দেখিও, যেন অকপট প্রেমে ও মনের আনন্দে আমাদের সকলের প্রার্থনা একি প্রার্থনা, একি ভাব, ও একি আশাতে হয়; কারণ খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাহা হইতে আর কি ইষ্ট ও সুখদায়ক আছে!"

টের্টুল্লিয়ান বলেন "আইস, আমরা সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা পরমেশ্বরকে জয় করি কেননা তাঁহাকে প্রার্থনা দ্বারা জয় করিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন।

তাঁহারা প্রার্থনার নিয়ম ও রীতির বিষয়ে বড় দোষ ধরেন নাই, এবং বহুল কথার উপরও ভরসা রাখেন নাই।

এ বিষয়ে আলেকজাণ্ড্রীয় ক্লেমেণ্ট বলেন যাহা প্রার্থনা, তাহা মানুষের সঙ্গে সম্ভাষণ নয় কিন্তু ঈশ্বরের সহিত। অতএব প্রার্থনা অল্প রবে হউক, বা নীরবেই হউক, মন দিয়া প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন।

এবং ঐ কালের মণ্ডলীর লোকেরা প্রার্থনার পূর্ব্বে মনঃ সংযোগ করা অত্যন্ত আবশ্যক বুঝিতেন।

অরিগেন নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ ‡ বলেন যাহারা প্রার্থনা করিবার মানসে সভাতে আইসে প্রার্থনার নিমিত্ত প্রথমে সর্ব্বতোভাবে মনঃ প্রস্তুত করা তাহাদের উচিত বিশেষতঃ ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বিষয়ে কর্ত্তব্য মতে বিবেচনা করিয়া, ঐহিক বিষয় সকল দূর করিয়া পরমার্থ বিষয়ে মনকে অনুরক্ত করা উচিত কারণ প্রার্থনা কালীন হস্ত উঠাইবার এবং চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিবার পূর্ব্বে অন্তঃকরণকে ঊর্দ্ধে উঠাইতে হইবে। সন ১৮৫০ সাল অক্টোবর।   ল ব

* ইরিনিয়স [১২৯ সালে লিয়ন্ মণ্ডলীর বিশপ ছিলেন]
† ইগ্নাতিয়স [আন্তিয়খের বিশপ ১০৭ কিম্বা ১০৯ সালে হত হয়েন]
‡ ২৫০ সালে মরিলেন।

সর্পের বিবরণ।

স্লিগেল নামক গ্রন্থকর্ত্তা সর্পজাতি নিরূপণ বিষয়ক স্বীয় গ্রন্থে সর্পগণকে সবিষ নির্ব্বিষ ভেদে দুই বর্গেতে প্রথমতঃ বিভক্ত করেন। অনন্তর নির্বিষ বর্গকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং তাহাদের অবান্তর ভেদে দুই শত ছয় প্রকার জাতি হয়। সবিষ বর্গকে তিন শ্রেণীতে ভিন্ন করিয়া অবান্তর ভেদসহকারে তাহাদিগের অষ্টপঞ্চাশৎ জাতি নির্ধার্য্য করিয়াছেন। অতএব উভয় বর্গের জাতি সমুদায়ে দুই শত চতুঃষষ্টি প্রকার হইল। সর্পজাতি জল ও স্থল উভয় স্থানে বাস করে একারণ ইহাকে ভূ জলচর কহা যায়। কিন্তু ইহাদের সকলেরই উভয়ত্র সম্বন্ধ সত্ত্বেও ইহাদিগকে স্থলজ ও জলজ এই দুই প্রকারে ভিন্ন ২ করিয়া বিভাগ করা যায়। অপর ইহাদিগের পরিমাণের যথেষ্ট ভেদ আছে। কেহ ২ অতিদীর্ঘ এবং বলবান, কেহ বা হ্রস্ব এবং প্রাগুক্তদিগের সহিত তুলনায় প্রায় বলহীন।

উরগজাতি অত্যায়াম বিশিষ্ট দীর্ঘাকার হইয়া থাকে, একারণ ইহাকেই উহাদের সাধারণ লক্ষণ বলা যায়। মৎস্য জাতির ন্যায় এই জাতি সশল্ক হয়। ইহারা প্রত্যঙ্গ হীন; এবং পঞ্জর মাত্রই ইহাদের দেহের অবলম্বন। এই পঞ্জর বহু সংখ্যক, এবং মেরুদণ্ডের সহিত অসাধারণ রূপে সংলগ্ন। এই জাতির গতি ঊর্ম্মিবৎ অর্থাৎ ঢেউখেলার ন্যায়, তদ্দ্বারা তাহারা অত্যন্ত বিষম ধরাতল এবং বন মধ্যে দ্রুতবেগে চলিতে পারে। ভিন্ন ২ জাতীয় সরীসৃপগণের অন্তরিন্দ্রিয়ের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে কিন্তু বাহেন্দ্রিয়ের বহ্বংশে সমতা দৃষ্ট হয়। অপর জাতিভেদে মেরুদণ্ডীয় খর্ব্বাস্থির যথেষ্ট ন্যূনাতিরেক দেখা যায় এবং এক জাতির মধ্যে ব্যক্তিভেদে ৩০ বা ৪০ খণ্ডের ন্যূনাতিরেক হয়। মেরুদণ্ডের আকণ্ঠ পুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদয় অস্থির সংখ্যা ১০০ অবধি ৩০০ পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে পরন্তু শতের ন্যূন ও ৩০০ শতের অতিরিক্ত প্রায় হয় না। পুচ্ছদেশীয় মেরুদণ্ডের খর্ব্বাস্থি বিষয়েও উক্ত ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন সর্পের কেবল পাঁচ খণ্ড মাত্র আছে কাহার বা সার্দ্ধ শত সংখ্যাবধি দুই শত সংখ্যা পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সর্পদিগের দৈহিক পরিসরাপেক্ষ দীর্ঘতা সর্ব্বতোভাবে বৃহৎ। অধিকন্তু তাহাদিগের শারীরিক গঠনে এতাদৃশ কৌশল আছে যে তাহারা স্বস্বদেহের ভিন্ন২ ভাগ অনায়াসেই স্বেচ্ছা ক্রমে স্ফীত করিতে পারে সুতরাং

তাহারা স্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু সকল সহজেতেই গ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এই কৌশল সর্প মাত্রেরই মস্তকে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। অন্য প্রাণিদিগের মস্তকের অস্থি সকল পরস্পরের সহিত দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ থাকে কিন্তু সর্পদিগের তদ্রূপ না হইয়া কয়েক মস্তিষ্কাচ্ছাদক অস্থি ব্যতীত সকলই নমনীয় শিরা দ্বারা মিলিত হয় তাহাতে তাহারা অনায়াসেই বিস্তারিত হইতে পারে। হনুর সন্ধি নম্য মাংসপেশী কন্ডার ন্যায় হওয়াতে বিস্তার রূপে মুখব্যাদান হয়। কণ্ঠ এবং দেহের মাংসপেশীর বিপ্লবত্ব ও তাহাদের রগ সকলের দীর্ঘত্ব প্রযুক্ত সর্পদিগের বিশেষতঃ সবিষদিগের তত্তৎ স্থান অপ্রয়াসে প্রসারিত হয়।

উরগ জাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলবান্ নাই; তাহাদের নাসিকার উপলব্ধি প্রায় হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় ততোধিক অপটু, কিন্তু চক্ষু অতি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার উজ্জ্বল ও অতি তীক্ষ্ণ হয় এবং জাতি ভেদে তাহার অবস্থানেরও ভেদ দৃষ্ট হয়। সর্পদিগের হৃৎপিণ্ড তাহাদের মস্তকের নিকট থাকে, তথা তাহারা অতি চতুরতার সহিত কুণ্ডলীভূত হইয়া অন্তঃকরণকে বিবিধ বিপদ গ্রাস হইতে রক্ষা করে। তাহাদিগের জিহ্বা অতি মাংসল ও সূক্ষ্ম তথা বিভাগকৃত। ঐ জিহ্বাকে তাহারা সর্ব্বদাই বহির্নিক্ষেপ করে, বিশেষতঃ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অনবরতই এবং অতি সত্বরে তাহাকে প্রবেশ নির্গম করায়। সর্পজাতির স্বভাবানভিজ্ঞ অনেকেই তাহাদের জিহ্বা দেখিয়া ভীত হন এবং বোধ করেন যে উহাই বিষময় এবং বিষাকর, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে কোন আপদ নাই। তাহাদের জিহ্বার গঠন এমত যে তদ্দ্বারা নিগিলনের সহকার কিম্বা স্বাদগ্রহ কিছু মাত্র হয় না কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নিষ্পাদন হয় এবং তন্নিমিত্তই তাহা সর্ব্বদা সঞ্চালিত হয়। ভিন্ন ২ জাতীয় সর্পগণের জিহ্বামূল পৃথক্ ২ এমত প্রতীত হয় কিন্তু সকলেরই জিহ্বা গলদেশীয় অতি নম্য এবং দীর্ঘ রগদ্বয় দ্বারা সংলগ্ন হয় যদ্দ্বারা ঐ যন্ত্রের সঞ্চালনে বিশেষ কৌশল জন্মে।

সর্পজাতির দন্ত ঈষদ্বক্র এবং তীক্ষ্ণ হয় এবং প্রত্যেক দন্তের কিয়দংশ ফোঁপরা অপর ভাগ নিরেট। কিন্তু ইহা চর্ব্বণ কর্ম্মে নিষ্প্রয়োজন। সর্পদন্ত সকলের দ্বারা তাহাদের অবয়ব ও স্থিতির কৌশল ক্রমে দংশন, ও দংশিত বস্তুর ধারণ, তথা তৎসহকারে কপোলস্থ গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লাল দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য লেপিত

হওত গলাধঃকরণোপযোগি হয়। পূর্ব্বোক্ত দন্ত ব্যতীত
সর্পজাতির চতুর্থাংশের এক প্রকার বিষদন্ত হয় যদ্দ্বারা
দংশন ক্ষত মধ্যে এই বিষধর জাতি তাহাদের অনিবার্য্য
বিষ নিক্ষেপ করে। এই ভয়ানক অস্ত্রের সংখ্যা দুই এবং
ইহার প্রত্যেকের মধ্যে এক ছিদ্র থাকে যদ্বর্ত্ম দ্বারা বিষ নিঃসৃত
হয়। ইহাদের স্থান উর্দ্ধ মাড়ির প্রাক্ পার্শ্ব ভাগ এবং
তন্নিকটেই বিষাধার গ্রন্থি থাকে। এই দন্ত পঁক্তিতে অন্য দন্ত
হয় না এবং ইহাদিগকে কসের মাড়িতে কোষের ন্যায়
আবর্ত্তন করে। কিন্তু তদ্দ্বারা অন্য দন্তের ন্যায় ইহারা
রক্ষিত না হওয়াতে কোন কারণ বশত ভগ্ন হইলে
পরম কারুণিক পরমেশ্বরেচ্ছায় এক স্থানে পুনঃপুনঃ ছয় বার
বিষদন্ত উঠিয়া থাকে।

এইক্ষণে দন্তের লক্ষণ দ্বারা সবিষ নির্বিষ সর্প নিরূপণোপায়
বিষয়ে উরগ পরীক্ষক ডাক্তর রসল সাহেবের রচিত উপদেশ
উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিতেছি। রসল সাহেব কহেন
যে ইহা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে অহিংসক সর্পগণের উপর
মাড়িতে তিন পঁক্তি সামান্য দন্ত থাকে তন্মধ্যে এক পংক্তি
বহিঃস্থিত ও অপর দুই পঁক্তি তালুকাভ্যন্তরবর্ত্তী। বিষাক্ত
সর্পের বহিঃস্থিত দন্ত পঁক্তি নাই। যখন উপর মাড়িতে
বাহ্য দন্ত পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায় তখন আর বিষদন্ত অন্বেষণ
করিবার আবশ্যক নাই। যে স্থলে অভ্যন্তরস্থ দন্ত পঁক্তিদ্বয়
দৃষ্ট হয় সে স্থলে বিষদন্ত যদি স্পষ্টও না দেখা যায়
(কারণ কখন২ বিনা ছেদনে বিষদন্ত দৃষ্টি গোচর হয় না)
তথাপি অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে সে জাতি হিংসক সর্প তাহাতে
কোন সন্দেহ নাই।

ইহার পরিশেষ পরে প্রকাশ্য।

বিচিত্র কথা।

অল্প দিন হইল এক জন কবিরাজ অবিশ্বাসী হইয়া কোন
ধর্ম্মোপদেশককে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি আত্মার ত্রাণার্থে সুসমা-
চারের বিষয় প্রচার করিয়া থাক? তিনি উত্তর দিলেন হাঁ।
তাহাতে সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল, তুমি কি কখন আত্মাকে
দেখিয়াছ, কি শুনিয়াছ, কি আস্বাদন করিয়াছ, কি তাহার
ঘ্রাণ লইয়াছ? ধর্ম্ম পরিচারক উত্তর দিলেন, না, কখন করি
নাই কিন্তু আত্মার বিষয় আমি সর্ব্বদা মনেই উপলব্ধি করি

ইহাতে কবিরাজ প্রত্যুত্তর করিল আত্মা কিছু নয় ইহাতে চারি ইন্দ্রিয় প্রমাণ দিতেছে অতএব আত্মাতে বিশ্বাস হয় না।

ধর্ম্ম পরিচারক এই আশ্চর্য্য বিষয় শুনিয়া তাহাকে বলিলেন আপনি কখন বেদনা দেখেন নাই শুনেন নাই আস্বাদন ও করেন নাই, এবং তাহার ঘ্রাণও লন নাই। কিন্তু বোধ করি কখন না কখন আপনি বেদনা ভোগ করিয়াছেন তবে বেদনাও কিছু নয় তাহা চারি ইন্দ্রিয় প্রমাণ দিতেছে ইহাতে ঐ কবিরাজ লজ্জিত হইয়া আর কোন কথা বলিতে চাহিল না।

অতি ক্লেশদায়ক বর্ত্তমান ঘটনা হইতেও কখন২ অধিক সুখ উৎপন্ন হইতে পারে এবং যাহা পাইবার জন্যে আমরা অতিশয় অভিলাষ করি তাহা প্রাপ্ত হইলেও সুখ না জন্মাইয়া বরং কখন২ আমাদিগকে অকথ্য দুঃখ দিয়া থাকে অতএব ঈশ্বরের দয়া ও কর্ত্তৃত্বে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখা বিশ্বাসি লোকদের উচিত।

২৫০ বৎসর হইল বের্নাড গিলপিন্ নামক এক জন ধর্ম্ম পরিচারক বিলাত দেশে এই আচরণের বিষয় বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সে দেশের উত্তরদিকস্থ লোকদের মধ্যে বাস করিতেন এবং সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, বিদ্বান, ও ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া তাহাদের সম্মুখে পরিশ্রম পূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন। তৎকালে মেরি নাম্নী এক স্ত্রী রাজ্ঞী হওয়াতে নীচ লোকদিগকে সুসমাচারের বিষয় শিক্ষা করিতে নিবারণ করা গেল কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মোপদেশক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করিয়া বলিতেন "আমাদেরই মঙ্গলার্থে সমস্ত ঘটিয়াছে" তাহাতে তিনি রাজ্ঞীর সেবক দ্বারা আক্রান্ত হইলেও তাহার বিশ্বাস বিচলিত হইল না আর ঐ রাণী অনেক বিশ্বাসি ধর্ম্মোপদেশককে বধ করিয়াছেন ইহা জানিয়াও ভয় না করিয়া বরং খ্রীষ্টের দয়াতে ভরসা রাখিয়া বলিলেন সকলই আমার মঙ্গলার্থ হইয়াছে। কিছু কাল পরে তিনি দণ্ড পাইবার জন্যে লণ্ডন নগরে যাওন কালে দণ্ডনায়কের সঙ্গে গমন করেন পথে যাইতে২ দৈবাৎ পড়িয়া যাওয়াতে পা ভাঙ্গিয়া গেল তজ্জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন নাই কিন্তু শয্যাতে পড়িয়া অধিক বে-

দনা ভোগ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে কোন এক জন তাহার কাছে আসিয়া পরিহাস পূর্ব্বক কহিল "ওঃহ বন্ধু এখন কি বোধ কর ইহা তোমার মঙ্গলার্থ কি না" ইহাতে তিনি মৃদু স্বরে কহিলেন "হাঁ এমত আমি বিশ্বাস করি" এবং তাহার বিশ্বাসানুসারেই তাহার মঙ্গল হইল অর্থাৎ তাহার সুস্থতার পূর্ব্বেই সে নির্দয়া রাণী মরিল সুতরাং তিনি মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে আপন বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

বীবেরীজ্ নামক এক সাধু ব্যক্তি বিলাত দেশীয় মণ্ডলীর এক জন বিশপ ছিলেন তাহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে তাহার মিত্রগণ দুঃখিতান্তঃকরণে তাহাকে অবলোকন করিতে আসিয়াছিল কিন্তু তিনি জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে এক জনকেও চিনিতে না পারিয়া আলাপ করেন নাই।

সাক্ষাৎকারিদিগের মধ্যে এক জন ধর্ম্ম পরিচারক বিশপ বীবেরীজ্‌কে ভাল রূপে জানাতে তাহার নিকটে গিয়া আপনি আমাকে চিনেন এই কথা বলিলেন ইহা শুনিবা মাত্র রোগ গ্রস্ত বিশপ বলিলেন তুমি কে? কিন্তু পরিচয় পাইলেও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না কিছুক্ষণ পরে আর এক জন তাঁহাকে ভাল রূপে জানাতে তাহার স্বাস্থ্য বিষয়ক জিজ্ঞাসা করিবার জন্যে নিকটে আইলেন কিন্তু তিনি তাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাহার আপন ভার্য্যা খাটের কাছে গিয়া প্রিয় আমাকে কি চিনিতে পার এই কথা কহিল। বিশপ অতিশয় পীড়িত হওয়াতে তাহাকেও চিনিতে পারিলেন না পরে এক ব্যক্তি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল ওহে বিশপ বীবেরীজ্ আপনি আমাদের ধন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানেন কি না? ইহাতে তিনি সে নাম শুনিবা মাত্র আশ্চর্য্য ক্ষমতা পাইয়া স্পষ্ট রূপে বলিলেন হাঁ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি সে ধন্য ত্রাণকর্ত্তাকে জানিয়া আসিতেছি এবং তাঁহাতে আমার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে।

৭ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

জানুয়ারি ১৮৫১

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১০ দেড় আনা)

1. R. 2 As. per Annum.

সত্যার্ণব।

নং ৭। জানুয়ারি ১৮৫১। মূল্য /১০ আনা।



খ্রীষ্ট পরায়ণ স্ত্রীলোকের লক্ষণ।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে স্ত্রীলোকেরদের মানসিক সংস্কার শোধন অত্যুত্তম হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা কি পর্য্যন্ত বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলন ও সদসৎ বিবেক বিস্তার করিতে পারে তাহা কেবল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জানা যাইতে পারে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিরা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও সংসংস্কার সাধনে প্রায় কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করে না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে তাহারদিগের সদুপদেশ ও সুশাসনের উত্তম বর্ণনা আছে।

অঙ্গনাদিগের অসুখ দুই তিন কারণ বশতঃ হইতে পারে। প্রথমতঃ যদি তাহারা মানসিক ক্ষীণতা প্রযুক্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া অসার পদার্থের প্রয়াসে আত্ম বিড়ম্বনা করে তবে তাহাতে অন্তঃকরণের স্বচ্ছন্দতা থাকে না দ্বিতীয়তঃ যদি বিদ্যামৃত পানে বিরত হইয়া অবিদ্যা মোহনে মুগ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ যদি পুরুষেরদের অত্যাচারে চিরদুঃখিনী হইয়া বাস করে। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শাসনে স্ত্রী দুঃখের এই সকল মূল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

খ্রীষ্ট পরায়ণা হইলে বনিতাদিগের চিত্তচাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে না বাইবেল শাস্ত্রের মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ধর্ম্মে সমান অধিকার আছে। যৎকালে প্রভু জগতের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন মেরী এবং মার্থা নাম্নী দুই নারী তাঁহার সেবা করিয়াছিল, বিশেষতঃ এক সময়ে মেরী তাঁহার উপদেশ শ্রবণে এমত আসক্তা ছিলেন যে তাঁহার ভগিনী বিরক্ত হইয়া অনুযোগ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রভু মার্থাকে কহিলেন "হে মার্থা তুমি অনেক বিষয়ে ব্যস্ত হইয়াছ বটে কিন্তু ইহার মধ্যে এক বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়. মেরী সেই বস্তু মনোগত করিয়াছেন অতএব তাহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করা উচিত হয় না (লুক ১০। ৪১, ৪২) ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে প্রভুর কথা প্রমাণ নারীগণের পক্ষে গৃহ কার্য্য সম্পন্ন যেমন বিহিত পরমার্থ বিষয়ের অনুশীলন করাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য।

অপিচ যখন সাধু পৌল ফিলিপ্যাই নগরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন তৎকালে লিডিয়া নাম্নী এক নারী তাহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাসিগণের মধ্যে গণিত হয় (প্রেরিতদিগের ক্রিয়া ১৬। ১৪) ঐ সাধু ব্যক্তির রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রকাশিত পত্রে আরও ব্যক্ত হইতেছে যে কেংক্রিয়া নগরীস্থ খ্রীষ্টীয় সভাতে ফিবি নাম্নী এক জন পরিচারিকা ছিলেন।

অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে নারীগণের সৎসংস্কার এবং পরমার্থ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে সুতরাং তাহারদের চিত্ত চাঞ্চল্য নষ্ট হইতে পারে এবং তাহারাও আনন্দ ও মনঃশান্তি ভোগ করে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে যেমত নারীগণের পরমার্থ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে তদ্রূপ তাহারদের মনে বিদ্যার বীজ বপনও হইয়া থাকে। ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা স্ব২ বনিতাগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্দেশের মধ্যেও যাহারা খ্রীষ্ট পরায়ণ হইয়াছে তাহারা সকলেই আপন২ দুহিতৃগণের বিদ্যা শিক্ষাতে অতিশয় তৎপর। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিরা স্ব২ দুহিতার বিবাহার্থি ব্যস্ত হইয়া আপনারদিগকে কন্যাভার গ্রস্ত জ্ঞান করেন, খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহারদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিবার অভিপ্রায়ে আপনারদিগকে কন্যাভার গ্রস্ত জ্ঞান করে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে নারীগণের অবস্থা শোধনও হইয়াছে। হিন্দু মোসলমান লোকেরা আপনারদের অঙ্গনাদিগকে দাসীর ন্যায় গৃহ পিঞ্জরে বদ্ধ রাখে। যদি কখন কোন স্ত্রী নিজ পুরুষের অনভিমত কার্য্য করে তবে পুরুষ আর এক জনকে বিবাহ করিয়া তাহাকে শাস্তি দেয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসনে এই রূপ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা নাই খ্রীষ্টীয় সভার বিধানে বহু বিবাহের নিষেধ আছে এবং বাল্যাবস্থায়ও বালিকার বিবাহ হইতে পারে না সুতরাং স্ত্রী লোকের প্রতি কেহ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারে না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে এতদ্দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রবল হইলে চির দুঃখিনী নারীরা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে এবং বিবেক শক্তি অনুশীলন ও অবাধে ধর্ম্ম পুস্তক আলোচনার দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপনারদের জীবন সার্থক করিবে। এতদ্দেশীয় জননীরা যখন স্বীয় ২ কন্যাকে ধর্ম্ম ও বিদ্যার

প্রসঙ্গে উপদেশ করিতে পারিবে তখন ভারত বর্ষের কেমন শুভ দিবস হইবে।

মণ্ডলীর স্মরণীয় বিষয়।

বিনশিন্‌শিয়াস্‌ তেবাইজা নগরের এক অধ্যক্ষ ফিলিক্সের রক্ষণার্থে নিয়োজিত হইয়া কার্থেজ নগরে গমন করিল পরে ফিলিক্স তথায় পোঁছিলে শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঐ শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি অবিদ্যা মূলক পুস্তক সকল কি কারণ সমর্পণ কর নাই।

বিষপ উত্তর করিলেন আমার স্থানে সে পুস্তক আছে আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি বটে কিন্তু তাহা আমি কদাচ দিব না। আমাদের ধর্ম্ম পুস্তক সকল অবিদ্যা মূলক নহে তাহা আমাদের দ্বারা কোন প্রকারে সমর্পিত হইবে না।

ইহা শুনিয়া শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধি তাহাকে কারাগারে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে বিষপ কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়া আপন প্রভু ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন।

"হে প্রভু ঈশ্বর তুমি সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তা। হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমার এবং তোমার ব্যবস্থার নিমিত্ত আমি এই সকল দুঃখ ভোগ করিতেছি। অতএব এই নিবেদন করি তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না। হে প্রভু আমার প্রতি দয়া কর এবং আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। আমার মর্ত্ত্য শরীর এই জগতে নষ্ট হউক। যেন আমি তোমার অনুগ্রাহক অঙ্গীকারানুসারে তোমার সহিত অমর্ত্ত্যতা পরিধান করিতে যোগ্য গণিত হই। হে প্রভু আমি তোমাতে থাকিলে মৃত্যুর কর্তৃত্ব আর আমার উপরে থাকিবে না"।

ষোড়শ দিবস পরে রাত্রি চারি দণ্ডের সময়ে কারাগার হইতে বিষপ আনীত হইয়া তৎক্ষণাৎ এনিউনাইনস নামক শাসনকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিতীকৃত হইলেন।

এনিউনাইনস্ তাহাকে কহিলেন তোমার নাম কি।

ফিলিক্স—আমি এক জন খ্রীষ্টিয়ান।

এনি—তোমার কর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করি না তুমি কি নামে বিখ্যাত তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি।

ফিলিক্স—পূর্ব্বে আমি যে মত কহিয়াছিলাম সেই মত পুনর্ব্বার কহিতেছি আমি এক জন খ্রীষ্টিয়ান ও বিষপ।

ফিলিক্স আপন নাম জানাইতে অস্বীকৃত এই প্রযুক্ত এনিউনাইনস্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিল তোমার কাছে বিদ্যা মূলক কিছু পুস্তক আছে।

বিষপ উত্তর করিলেন আমার কাছে কতিপয় পুস্তক আছে কিন্তু তাহা অবিদ্যা মূলক নহে যেমন তুমি কহিতেছ এবং তুমি নিশ্চয় জ্ঞাত হও যে আমি কোন প্রকারে তাহা সমর্পণ করিব না।

ইহাতে শাসনকর্ত্তা রোম নগরে মহা বিচারকর্ত্তার নিকটে তাহাকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন ফিলিক্স বিষপ তথা হইতে মহাবিচারকর্ত্তার সম্মুখে আনীত হইলে তাহাকে কারাগারে লইয়া যাইতে ও বৃহৎ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা হইল।

১২ বারো দিন, পরে বিচারকর্ত্তা তাহাকে জাহাজে আরোহণ করাইয়া রাজাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

অতএব বিষপ গাঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন ও অশ্বপাদের নিম্ন ভাগে জাহাজের নীচস্থ কুঠরীতে থাকিলেন তথায় চারি দিবস ও চারি রাত্রি কিছু আহার পাইলেন না ও জল পান করেন নাই। তিনি এই রূপ দুর্দ্দশাতে নোলা নামক নগরে আসিলেন।

বিষপ মহা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তথায় আসিবা মাত্র ঐ নগরের বিচারকর্ত্তা তাহাকে আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

বিচারকর্ত্তা তাহাকে কহিলেন হে ফিলিক্স তুমি এস্থানে কি রূপে আসিলে।

বিষপ উত্তর দিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছাতে। পরে বিচারকর্ত্তা কহিলেন যদ্যপি নিজ নগরে কি কার্থেজ নগরে তুমি ধর্ম্ম পুস্তক সকল সমর্পণ করিতে তবে এত পথ দিয়া আমার নিকটে আসিতে হইত না।

বিষপ তাঁহাকে উত্তর দিলেন ধর্ম্ম পুস্তক আমার কাছে আছে তাহা আমি স্বীকার করিয়াছি কিন্তু আমার প্রশ্নকারিদের প্রতি আমার যে উত্তর আপনি তাহা জ্ঞাত হয়েন নাই ও এইক্ষণে আমি আপনাকে নিশ্চয় জানাইতেছি আমি ধর্ম্ম পুস্তক কোন মতে সমর্পণ করিব না।

বিচারকর্ত্তা উত্তর করিলেন যদ্যপি তোমার ধর্ম্ম পুস্তক সকল না সমর্পণ কর তবে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।

বিষপ প্রত্যুত্তর করিলেন প্রভুর ধর্ম্ম পুস্তক সকল দুষ্ট হস্তে সমর্পণ করা অপেক্ষা বরং প্রাণ দণ্ড স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত আছি। পরে রাজাদের আজ্ঞা পাঠ করিয়া বিচারকর্ত্তা বিবেচনা করিলেন এবং তাহা বিন্‌শিন্‌শিয়স্‌ লেখক পাঠ করিলে বিচারকর্ত্তা কহিলেন যেহেতু এই ব্যক্তি এতক্ষণ একই স্বীকার ব্যতিরেকে অন্য কথা কহে না অতএব আমি রাজাজ্ঞানুসারে এই দণ্ড বিধান করিতেছি যে খড়্গ দ্বারা এই ফিলিক্স বিষপের মস্তক ছিন্ন হউক।

বিষপ ইহা শুনিয়া স্বর্গ প্রতি চক্ষু উঠাইয়া কহিলেন হে ঈশ্বর তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত আমাকে তোমার ভক্তগণের মধ্যে গণিত করিয়া এই পৃথিবীতে রক্ষা করিয়াছ এই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি। হে স্বর্গের ও পৃথিবীর পরমেশ্বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা তোমার ও তোমার ব্যবস্থার ও তোমার সন্ত্রমের নিমিত্তে আমি ইহা সহ্য করি ও আমার গ্রীবা ছেদন জন্য সমর্পণ করি হে প্রভু এই মর্ত্ত্য লোক হইতে আমার প্রাণ গ্রহণ কর। কারণ অনন্তকাল পর্য্যন্ত তুমি জীব বান ও অপরাজিত ও নিজে সম্ভ্রান্ত ঈশ্বর আছ।

পাদ্রি বুকানন সাহেবের চরিত্র।

সেপ্টম্বর মাসের সত্যার্ণবে আমরা পাদ্রি বুকানন সাহেবের চরিত্র লিখিতে২ যাগায় দেশের অতি দূরস্থ মণ্ডলীতে তাঁহার উপস্থিত হওন কালে বিরত হইয়াছিলাম।

তৎপরে তিনি সে স্থান হইতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার মণ্ডলী সন্দর্শন করিতে২ শেষে কলিকাতায় পঁহুছিলেন, কিন্তু তাঁহার পঁহুছনের পরে বিলাত যাওন কাল পর্য্যন্ত যে ২ ঘটনা হয়, আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত সে সমস্ত বিবরণ রচনা করিতে পারিলাম না।

অপর ১৮০৮ শালের শেষে বুকানন সাহেব ভারত বর্ষ ত্যাগ করিয়া তৎপর বর্ষের অগষ্ট মাসে লণ্ডন নগরে পঁহুছিলেন. তথায় যাহাতে কোন ২ কুলীন লোকেরা গিয়া থাকিত এমন কোন গ্রীজায় তিনি কিছু কাল নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবাতে তাহাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি বহুতর পারমার্থিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ১৮১০ শালের আরম্ভে তিনি জিল্লা ইয়র্ক্‌রে গমন করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া কোন গ্রামের গ্রীজার কর্ম্ম লইলেন. কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রসিদ্ধ গতি সমাপ্ত না হওয়াতে তিনি এক খান পুস্তক ছাপাইলেন যাহাতে এই দেশের মণ্ডলীর প্রসঙ্গ থাকাতে আমাদের পক্ষে বড় মঙ্গল জনক হইয়াছে। ঐ পুস্তকে ইংলণ্ডান্তর্গত বিদেশীয় মণ্ডলীর বিষয় আছে তাহা প্রকাশের অল্প কাল পরে পার্লিমেণ্ট সংক্রান্ত রাজ-পুরুষেরা ভারতবর্ষস্থ মণ্ডলীর শাসন করিবার নিমিত্ত কলিকাতা নগরে এক বিশপ স্থাপন করিলেন এবং তিন প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই ২ স্থানে এক জন ২ করিয়া আর্চডিকন পাদ্রিকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। বুকানন সাহেব সেই গ্রন্থে এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম বিশেষতঃ জগন্নাথ ক্ষেত্রের দুষ্টতার বিষয় লিখিলে কোন ২ লোক অতি বিরক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার পরোপকার চেষ্টায় সাধারণের সম্মতি ছিল.

তাহার পরে তিনি সুরীয়া ভাষায় কোন২ পুস্তক বিশেষতঃ

অন্তভাগ ছাপাইতে প্রবর্ত্ত হইলেন এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্র মালায় দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদের নিকটে পাঠাইতে তাঁহার অত্যন্ত বাঞ্ছা হইলে তিনি ব্রিটিশ এণ্ড ফরিন্ বাইবেল সোসাইটীকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুবাদ করিলেন।

আমরা বুকানন সাহেবের চরিত্র বর্ণন সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ ইউনিবর্সিটিস্থ বিদ্যার্থি প্রভৃতির সাক্ষাতে তিনি যে ২ উপদেশ ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা হইতে পশ্চাৎ গৃহীত কয়েক পংক্তি লিখিতেছি। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের মূল বিষয়ে তাঁহার যে বোধ ছিল তাহা নিম্ন লিখিত কথা পাঠ করিলে সহজে বুঝা যায়; " প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ও প্রেম এই তিন বিষয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সার " খ্রীষ্টিয়ান হইবার নিমিত্ত অনেকানেক বিদ্যার আবশ্যক করে না, " কারণ কোন মনুষ্য যদিও কিছু মাত্র খ্রীষ্টিয়ান না হউক " অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের ফল বিষয় কিছু মাত্র না বুঝুক তথাপি " ধর্ম্ম জ্ঞানে সে বড় পণ্ডিত হইতে পারে, আর প্রত্যয় ও " প্রত্যাশা ও প্রেম ত্যক্ত হইলেও সে ধর্ম্মোপদেশক ও " ইতিহাস সকল জানিতে পারে; অতএব আমাদের ব্যবহারের " প্রতি ধর্ম্মের প্রতাপ আর তাহার দ্বারা যে মনের শান্তি ও " স্বর্গের ভরসা পাওয়া যায়, এই সমস্ত যে ধর্ম্মের ফল, " তাহা যেন ধর্ম্মের বৃত্তান্তের সহিত মিশ্রিত না করি: " যিনি জগতের লোকদের দণ্ড করিবার নিমিত্তে আপন " পুত্রকে না পাঠাইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে প্রেরণ " করিলেন সেই পরমেশ্বর পিতার প্রেমের ফল জনক জ্ঞান, " আর যাঁহা দ্বারা আমরা পাপের ক্ষমা পাইলে পিতার " সমীপে নির্দোষী হইতে পারি সেই পরমেশ্বর পুত্রের " প্রায়শ্চিত্তের জ্ঞান, এবং যাঁহা কর্তৃক আমরা তেজস্থিত " লোকদের অধিকার ভোগ করিতে যোগ্য হই সেই পর- " মেশ্বর পবিত্রাত্মার শুচি করণ জ্ঞান, ইহাই সত্য ধর্ম্মের মূল।

" যে ঘোষক আপন শ্রোতাদিগের প্রতি এই জ্ঞান জানা-

"ইতে পারে (এবং ধর্ম্ম পুস্তক ও ইতিহাসে তাহার যথার্থ "জ্ঞান হইলে অন্যান্য ঘোষক হইতে আরও উত্তম রূপে "ঘোষণা করিতে পারিবেক বটে) সেই অনিন্দনীয় কর্ম্মকারী "ও য়ীশু. খ্রীষ্টের প্রকৃত সেবক হয়"।

এক্ষণে আমরা বুকাননের অবশিষ্ট চরিত্র একেবারে সমাপ্ত করি ফলতঃ ১৮১১ শালের প্রথমে তিনি পক্ষাঘাতে কিঞ্চিৎ পড়িত ছিলেন তাহাতে কিছুকাল তাঁহার স্বর বদ্ধ ও সমস্ত গাত্রের দুর্ব্বলতা হইল, কিন্তু তিনি কিছু স্বাস্থ্য হইলে পর পুনর্ব্বার স্থুরিয়া ভাষায় অনুবাদ করিতে ও পুর্ব্বোক্ত মণ্ডলী বিষয়ক পুস্তক লিখিতে লাগিলেন তদনন্তর তিনি ১৮১৪ শালের মধ্যে লণ্ডন নগর সমীপে বসতি করিতে গিয়া ঐ স্থুরিয়া ভাষায় অন্তভাগ ছাপা করণ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন আর উক্ত শকের শেষ পর্য্যন্ত সেই পবিত্র কর্ম্মে প্রবর্ত্ত থাকিলেন; তাহাতে ১৮১৫ শকের ফেব্রুয়ারি মাসের অষ্টম দিবসে তিনি প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের ২০ বিংশ অধ্যায় কি না যাহাতে ইফিসীয় মণ্ডলীস্থ প্রাচীনদের প্রতি পৌল প্রেরিতের খেদ জনক বিদায় বিষয় বিশেষতঃ এই ২ ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত আছে, যথা, "অর এখন দেখ যাহা- "দের নিকট আমি ঈশ্বরের রাজত্বের সুসমাচার প্রচার- "করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি এমন যে তোমরা তোমরা সকলে "আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা না ইহাও আমি জানি," সেই অধ্যায় প্রস্তুত করিয়াছিলেন.

পর দিবসে তিনি কিঞ্চিৎ অভিভুত হইলে আপনাকে বিপদগ্রস্ত জ্ঞান করিলেন না কিন্তু সন্ধ্যাকালে তাঁহার পুর্ব্বোক্ত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলেন ইহা অনুবোধ হইল আর মহানিশার কিঞ্চিৎ অগ্রে তাঁহার খেঁচনি উপস্থিত হইলে অল্প নিমেষ মধ্যে বিনা বেদনায় মহা নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন; এ রূপে ক্লদিয়স্ বুকানন ৪৯ উনপঞ্চাশ বর্ষ বয়সে মরিলেন.

তিনি এক তেজোময় ও উজ্জ্বল দীপ্তি স্বরূপ, ঐ আলোক

এই জগতের অন্ধকারাবৃত প্রান্তরে বহুকাল দীপ্যমান থাকিল না বটে কিন্তু তাহার কিরণ নিত্যস্থায়ী; কারণ যে পর্য্যন্ত "যাহারা অনেককে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করে তাহারা তারাগণের ন্যায় দীপ্তি প্রাপ্ত হয় না" তাবৎ ইংলণ্ডে ও ভারত বর্ষে তাঁহার ক্রিয়ার ফল সকল প্রকাশিত হইবে না; ইতি।

মহম্মদের চরিত্র বিষয়।

অপর মহম্মদ অনেক শিষ্য করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা যখন দস্যু বৃত্তি করিত তখন তাহারা অনেক ধনাদি পাইত এবং পরাজিত হইলে তাহারদের নিতান্ত ভরসা হইত যে আমাদের স্বর্গ লাভ হইল আর তাহারা যাহাকে পুণ্য মাস বলিয়া মান্য করিত সে মাসে চুরি ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি মন্দ বিষয় করিত না কিন্তু যাহাকে পুণ্য মাস বলিয়া মান্য না করিত সেই মাসে ঐ সকল মন্দ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইত পরে মহম্মদ শুনিলেন যে সুরিয়া দেশ হইতে এক মহা কাফেল আসিয়াছে তাহার রক্ষার নিমিত্ত মক্কাস্থ লোক ৯৫০ নয় শত পঞ্চাশ জন সৈন্য পাঠাইয়া দিল মহম্মদ ঐ সকল লোকদিগের উপর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন মহম্মদের শিষ্য ৩১৩ তিন শত তের জন ছিল সুফ সাগরের নিকট বেদের নামক এক কূপ ছিল সেই স্থানে মহম্মদ এবং তাহার অনুচরেরা থাকিত। ঐ সময় কেফেলেরদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল তাহাতে মহম্মদীয় লোকেরা প্রায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন মহম্মদ প্রতারণা করিয়া বলিলেন আমি গাব্রিএল স্বর্গ দূত দ্বারা আবিভূর্ত হইয়াছি এই কথা প্রকাশ করত তিনি আপন অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহার শত্রুদের মুখে বালুকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যেন তাহাদের মুখ জ্বলিত হয় তাহাতে মক্কাস্থ লোকেরা ভয়যুক্ত হইয়া পলায়ন করিল তদনন্তর তাহারা যেন বিজয়ী হইতে না পারে মহম্মদ এই কথা বলিলেন। আর তিনি আশ্চর্য্য

কর্ম্ম দ্বারা জয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পুর্ব্বে মহম্মদ অন্য ধর্ম্মের দ্বেষ করেন নাই কিন্তু পরে তিনি যিহূদীয় লোকদিগকে মদিনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন অনন্তর আগামি বৎসরে মক্কাস্থ লোকেরদের মুসলমানদের সহিত সংগ্রাম হইল তাহাতে মহম্মদের পক্ষীয় লোকেরা পরাজিত হইল। ঐ যুদ্ধেতে মহম্মদও অনেক আঘাত পাইলেন। ঐ সকল বিপক্ষ লোকদিগের আঘাত দ্বারা মহম্মদ অশ্বের উপর হইতে মৃত্তিকাতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন অতএব মক্কাস্থ সেনাপতির স্ত্রী মুসলমানকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ঐ স্ত্রী দেখিয়াছিল যে মুসলমানদের এক শব সংগ্রাম স্থলে পতিত আছে ইহাতে ছুরিকা দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিল এবং তাহার হৃদয় দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করিল কারণ সে মুসলমানকে শত্রু বোধ করিত। মহম্মদের সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া বড় ব্যাকুল হইল অতএব মহম্মদ তাহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন তোমাদিগকে জয় করিতে পরমেশ্বর শক্তি দিয়াছিলেন বটে কিন্তু তোমরা কদর্য্য বিষয় অর্থাৎ রৌপ্য স্বর্ণের প্রতি লোভী হওয়াতে পরাজিত হইলা। পরে মক্কাস্থ লোক ও মুসলমান লোকে পরস্পর যুদ্ধ করিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেক২ লোক কেবল বধ ও লুঠ করিল। এবং স্ত্রী লোকেরাও শৌর্য্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত না হইয়া প্রবৃত্তি অনুসারে আপনারদের কর্ম্ম করিল এক স্ত্রী উত্তর আরবীয় দেশে থাকিত সেই স্থানে বড় এক দুর্গ ছিল তাহাদের অনেক কাফেলা লুঠ করিলেন এবং অনেক সওদাগর লোককেও বধ করিলেন। এবং অন্য লোক দ্বারা তাহার দুর্গ বেষ্টন করিলেন ঐ শত্রুরা তাহাকে বন্ধন করিয়া বন্য উষ্ট্রের দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করাতে সে নষ্ট হইল পরে মক্কাস্থ লোকেরা ও যিহূদীয় লোকেরা মিলিত হইয়া মেদিনা আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারদের ঐক্য না থাকাতে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত

হইল তাহাতে ২০ কুড়ি দিন পরে তাহারা ফিরিয়া স্ব২ স্থানে গেল এবং তাহাদের সকল চেষ্টাও নিরর্থক হইল তখন মহম্মদীয় লোকেরা যিহুদীয় লোকদিগের প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত ছিল ইহা জানিয়া যিহুদি লোকেরা এক বৃহৎ দুর্গ পাইয়া তাহাকে আশ্রয় করিল কিন্তু মহম্মদও আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ দুর্গ বেষ্টন করিলেন তাহাতে ২৫ দিন পরে য়িহুদীয় লোকেরা আপনাদিগকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং মহম্মদীয় সেনাপতি যখন শুনিল যিহুদীয় লোকেরা হস্তগত হইয়াছে তখন তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন কারণ তিনি ঐ সকল লোক দ্বারা অনেক আঘাত পাইয়াছিলেন এ কারণ তাহার এই প্রার্থনা ছিল যে হে পরমেশ্বর আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার শত্রুর রক্ত যেন আমি দেখিতে পাই পরে যিহূদীয় লোকদিগকে হস্তগত জানিয়া সন্তুষ্ট মনে এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে প্রত্যক পুরুষকে বধ করা যাইবে আর প্রত্যেক স্ত্রী ও বালকদিগকে ক্রীত দাস করিয়া রাখিতে হইবে, এবং মহম্মদও বড় সন্তুষ্ট হইয়া প্রচার করিলেন যে সপ্তম অর্থাৎ প্রধান স্বর্গ হইতে এই সকল দত্ত হইয়াছে আর তাহাদের বাটী ও সর্ব্ব প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য আর২ সকল দ্রব্য লুঠ করিয়া কহিলেন যে পরমেশ্বর ইহা তোমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন পরে সোলাম নামক এক ব্যক্তি যিহূদীয় লোক জীবিত ছিল এই কারণ মহম্মদ তাহার বাটীতে পাঁচ জন দূত পাঠাইয়া দিলেন।

উক্ত পাঁচ জন দুত ছদ্ম বেশে অতিথি হইয়া সোলাম য়িহুদির গৃহে প্রবেশ করিল এবং সোলাম তাহাদিগকে অতিথি জানিয়া আহারাদি দিলেন এবং যখন তাহারা আহার করিতে সকলে একত্র হইল তখন মহম্মদের ঐ প্রেরিত লোকেরা সোলামকে বধ করিল পরে আরবীয় লোকেরদের মধ্যে এমত এক রীতি ছিল যে যাহার লবণ খাওয়া যায় তাহার অনিষ্ট করা কোন প্রকারে উচিত হয় না তাহারা যখন এই কথা শুনিল

যে মহম্মদীয় লোকেরা সোলামের লবণ খাইয়া তাহাকে বধ করিয়াছে তখন তাহারা বড় ভীত হইল এবং অন্য লোক প্রকাশ্য রূপে মহম্মদের প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল পরে মহম্মদের অনেক স্ত্রী থাকিলেও তিনি অতিশয় লোভী ও কামুক ছিলেন কেননা যে সকল স্ত্রীলোকেরা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রতিও তিনি কামাসক্ত ছিলেন, এবং যএদ নামক এক পালক পুত্র ছিল যখন সে শুনিল যে আপন স্ত্রী জয়নাবের প্রতি মহম্মদ আসক্ত হইয়াছেন তখন সে ঐ স্ত্রীকে ত্যাগ পত্র দিল কিন্তু মহম্মদ তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্‌যোগী হইলেন ইহা দেখিয়া আরবীয় লোকেরা মহম্মদকে কহিল যে মুক্ত দাসের স্ত্রী কিম্বা সগোত্রের কন্যা কিম্বা পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে তাহাতে মহম্মদ উত্তর করিলেন যে পরমেশ্বর আপন দূত প্রেরণ করিয়া এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। সেই সময়ে মহম্মদ পুনর্ব্বার মক্কা নগরে ফিরিয়া গেলেন এবং তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজা দেদীপ্যমান ছিল এবং মহম্মদ এক উত্তম বস্ত্রের দ্বারা ভূষিত হইয়া অত্যুত্তম এক উষ্ট্রারোহণ করিয়া গমন করাতে তাহার এক সেনাপতি ঘোষণা করিয়া কহিল হে নাস্তিকের পুত্রেরা ফিরিয়া যাও ভবিষৎবক্তা তোমাদিগকে বশীভূত করিতে আইলেন যদি তাহার কথা না শুন তবে দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা তোমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন ইহাতে মক্কাস্থ অনেক লোকেরা পর্ব্বতের গুহাতে লুক্কায়িত হইল এবং অনেক২ যুবা ও গর্ব্বিত লোকেরা দেখিল যে তাহার দ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবে এই জন্য তাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল ইহার পর মহম্মদ তাহার দাস যএদকে সুফ সাগরের নিকট মুটা নগরে পাঠাইয়া দিলেন সেখানে এমত এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল যে তদ্দ্বারা মহম্মদের তিন জন সেনাপতি হত হইল। ইহা জ্ঞাত হইয়া মহম্মদ আর এক সেনাপতিকে নিযুক্ত করিল এই প্রকার দুই তিন জন

সেনাপতি হত হইলে পর কালেদকে নিযুক্ত করিলেন যেন ঐ ব্যক্তি আপন বীরত্ব দ্বারা জয় প্রাপ্ত হয় এই জন্য মহম্মদ তাহাকে পরমেশ্বরের খড়্গ বলিয়া উপাধি দিলেন পরে মক্কাস্থ লোক মহম্মদের সহিত এক সন্ধি স্থির করিল কিন্তু অল্প দিনে ঐ সন্ধি আর থাকিল না তখন তিনি মক্কাস্থ লোকদের প্রতি কালেদকে পাঠাইয়া দিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যেন মক্কাস্থ সকল লোকে নষ্ট হয়। পরে যখন তিনি মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি আপন হস্ত প্রতিমা সকলের মস্তকের উপর রাখিয়া কহিলেন এখন সত্য আইলেন মিথ্যা সকল ছিন্ন ভিন্ন হউক। ইহা কহিয়া প্রতিমা সকল ভগ্ন করিলেন।

।। (অবশিষ্ট আগামি মাসে প্রকাশ হইবেক) ।।

ঈশ্বরেতে সমর্পণ করত দিবারম্ভ করণ।

বিশুদ্ধ স্বভাবের প্রাচুর্য্য এবং অস্মদাদির কর্ত্তব্য কর্ম্মের রীতি নীতির বিজ্ঞাপ্তি নিমিত্ত আমাদিগের প্রথমতঃ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক আমি তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

১ প্রভাত সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রথমতঃ জগদীশ্বর দত্ত তোমার গত যামিনীর সমস্ত সুখ সন্তোষ এবং স্বচ্ছন্দতা তাহা স্মরণ করত চিত্তের প্রাশস্ত্য সহ আপন মন তাঁহার নিকট অর্পণ করিবা যেহেতু যদি ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপালু না হইতেন তবে এই নিদ্রাই তোমার সম্বন্ধে মহানিদ্রার স্বরূপ হইতে পারিত অধিকন্তু তোমার নরকাগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া জাগ্রৎ হইবার ও সম্ভাবনা হইত। রজনীতে ঈশ্বরের অসঙ্খ্য আশীর্ব্বাদ নিমিত্ত এবং সেই দয়া পুনরায় দিবসে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার স্তুতিবাদ করণার্থে তোমার কত শত কারণ রহিয়াছে। অতএব তুমি অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা কর যেন তিনি দিবসীয় সকল আপদ

হইতে তোমাকে রক্ষা করত তাঁহার গোচরে কোন পাপ করিতে নিবৃত্ত রাখেন এবং যেন ন্যায্য করিতে তোমাকে উপদেশ আশ্রয় ও অনুকম্পা প্রদান করেন।

২ এই প্রকার আপন মন ঈশ্বরেতে অর্পণ করিয়া প্রগাঢ় রূপে তাঁহার ধ্যান ধারণে ও মহিমা পূর্ণ শক্তি চিন্তনে প্রবৃত্ত হইবা।

যথা আদৌ তাঁহার অসীম পবিত্রতা চিন্তন, যিনি ঈদৃশ চক্ষু হইতেও বিশুদ্ধ দর্শী যে চক্ষুর নিকট অসৎক্রিয়ার কণা মাত্রও দৃষ্টিগ্রাহ্য নহে এবং যিনি পাপকে আপন স্বভাবের বিরুদ্ধ জানিয়া সম্পূর্ণ ঘৃণা করেন। জগদীশ্বরের কৃপায় এই রূপ স্থির মনন দ্বারা এমত সকল কুচিন্তার দমন হইবেক যাহা পাপী মনুষ্যের হৃদয় হইতে সর্ব্বদা উত্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা অবধারণ, যে শক্তি দ্বারা তিনি তোমাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু মাত্র প্রদান করত অভাব সকল দূর করিতেছেন এবং যে শক্তি দ্বারা তোমাদিগকে সমস্ত দুর্ঘটনা এবং কুমতি হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে।

তৃতীয়তঃ তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব শক্তি। তুমি যে স্থলে যদ্রূপাবস্থায় থাকিয়া কোন কার্য্য কর ঈশ্বর তোমার নিকট সর্ব্বদাই আছেন তোমার শয়ন ভ্রমণ উপবেশন কালেও তিনি তথায় বর্ত্তমান থাকেন তুমি মনুষ্য অগোচরেও যদি কোন কার্য্য নিষ্পাদন কর কিন্তু সে কার্য্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার গোচর হয় এবং তোমার কৃতকার্য্যের সদসৎ বিচার জন্য অবশ্যই এক দিবস তাঁহার বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবেক অতএব যদি এই রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব তোমার মনে সর্ব্বদা ধ্যান কর তবে তাহাই অসৎক্রিয়া নিষ্পাদনের প্রতিবন্ধক হইয়া তোমাকে সমস্ত কার্য্য ও অভিলাষ বিষয়ে সতর্ক করিবার এক বিশেষ উপায় হইবেক।

চতুর্থতঃ পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণ হৃদয়ে স্থাপনা করণ। কি প্রকারে তিনি সকল বিষয় অবগত হইতেছেন বিশাল সংসার মধ্যে তাঁহার অবিদিত কোন পদার্থ নাই ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট সমভাবে বিদিত রহিয়াছে তিনি যে কেবল বাহ্য বস্তুই দেখিতেছেন এমত নহে অন্তরস্থ যে সকল পদার্থ মানব সম্বন্ধে ঘোরতোর তিমিরাবৃত রহিয়াছে তাহাও তাঁহার নিকট দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে সকলের* মনোজ্ঞ বাহ্য কার্য্য করা দূরে থাকুক মন মধ্যে কোন চিন্তা উদয় হইবার অগ্রেও তিনি তাহা জানিতে পারেন এবং গুপ্ত ক্রিয়া জন্যও সকলে তাহার নিকট বিচারিত হইবেক অতএব তুমি জগদীশ্বরকে এপ্রকার অন্তর্বহির্জ্ঞ জানিলে কার্য্য দ্বারা পাপ করিতে বা মন মধ্যে কোন অশুদ্ধ কার্য্যের চিন্তা করিতে রত হইবা না এবং তদ্দ্বারা তোমাকে সকল কার্য্যে বিশেষতঃ ঈশ্বর সাধন বিষয়ে নিষ্ঠ ও সত্য ব্রত করিবেক কারণ তখন তুমি মন মধ্যে এই জানিবা যে জগদীশ্বরকে কোন মতে বঞ্চনা করা যায় না।

॥ (অবশিষ্ট আগামি মাসে প্রকাশ হইবেক) ॥

SUBSCRIPTIONS FOR THE SATYARNABA

(Received from 26th November to 28th December, 1850.)

Baboo Protapnarayen Singh	1 2 0
Dr. Roer	8 0 0

No 5 Lower Circular Road. E. Edmond.

৮ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

ফেব্রুয়ারি ১৮৫১

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

(মূল্য /১০ দেড় আনা)

সত্যার্ণব।

নং ৮। ফেব্রুয়ারি ১৮৫১। মূল্য /১০ আনা।



রেল ওএ।

বঙ্গ ভূমিতে রেল ওএ নির্ম্মাণের প্রসঙ্গে বহু দিবসাবধি আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু নানা প্রকার ব্যাঘাত প্রযুক্ত অনেক দিন বিলম্ব হইয়াছে। বোধ হয় অবশেষে শুভারম্ভ হইল, কেননা গবর্ণমেণ্ট এক জন রেল ওএ কমিশ্যনর নিযুক্ত করিয়াছেন এবং পথি মধ্যে গৃহ উদ্যানাদি ব্যবধান থাকিলে ব্যাঘাত না হয় একারণ এক নূতন আইন করিয়াছেন সেই আইন অনুসারে অনেক দূর পর্য্যন্ত পথ পরিষ্কার হইয়াছে সুতরাং এই শুভ কর্ম্মে আর বিলম্বের সম্ভাবনা দেখি না।

রেল ওএ শব্দে শকট চলনার্থ লৌহনির্ম্মিত পদবীকে বুঝায়। সেই পদবীতে এমত খাঁজ থাকে যে শকট চক্র তদ্বহির্ভূত হইতে পারে না এবং শকট চলনেও কোন ব্যাঘাত হয় না।

প্রথমতঃ বাষ্পযন্ত্র সম্বলিত এক গাড়ি থাকে, বাষ্পের তেজে সেই গাড়ির চক্র মহা বেগে ঘূর্ণায়মান হওয়াতে শকট অতিশয় দ্রুতগামী হয়। বাষ্প যন্ত্র সম্বলিত শকটের পশ্চাৎ অন্যান্য কএক শকট সংযুক্ত হয়, তন্মধ্যে যাত্রি লোক এবং

নানা প্রকার দ্রব্যাদি থাকে।
বেগে গমন করিলে তদ্দারা পশ্চাদ্বর্ত্তি অন্য
র্ষিত হইয়া চলে।

বাষ্পীয় শকট এ ... ...
বাহন ব্যতীত শকটের গমন আমরা কখন দেখি ...
প্রকার শুনিয়াছি তাহাতে চমৎকার বোধ হয় বটে। বিশ্বাস্য লোকের মুখে না শুনিলে এ বিষয়ে আমারদে...
না কেননা আপাততঃ ইহা অলীক বোধ হয়। কালিদাস মেঘ ... মধ্যে যদ্রূপ বিস্ময় প্রকাশ করেন যে ধূম ...
জল বায়ুর সন্নিপাতে উৎপন্ন মেঘ দ্বারা কি রূপে বার্ত্তা ...
হইবে, আমারদের ও তদ্রূপ বিস্ময় বোধ হইত যে জল বি...
উৎপন্ন বাষ্প দ্বারা কি প্রকারে শকটের চালন হইতে পারে। সত্য পরায়ণ এবং বিশ্বাস্য লোকের বাক্য প্রমাণ আমারদের এক্ষণে প্রত্যয় হয় বটে যে বাষ্পীয় শক... ...ইয়া থাকে তথাপি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয় নাই। প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত চক্ষুর তৃপ্তি হইতে পারে না।

এক্ষণে রেল ওএ প্রস্তুত হওনের সম্ভাবনা দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের প্রত্যাশা হইতেছে। রেল ওএ প্রস্তুত হইলে দেশের কেমন মঙ্গল হইবে তাহা সম্পূর্ণ রূপে বর্ণনা করিতে লেখনী সমর্থা হয় না। লো...
এক দিনের মধ্যে বারাণসী প্রয়াগ ... প্রভৃতি দূরতর দেশে যাওয়া যাইতে পারিবে সুতরাং দেশ বিদেশীয় লোকের সহিত সহজে আলাপ হইলে জাত্যভিমানাদি ... ...
হইবে এবং হৃদয়াকাশে অবিদ্যা রূপ কুজ্ঝটিকা ...
হইবে।

কিন্তু রেল ওএ হইতে যে২ উপকার সম্ভাবনী...
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই যে তাহাতে সুসমাচার প্রচারের সুগম হইবে। সুসমাচার প্রচারকেরা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে শীঘ্র গমন করিতে পারিবেন সুতরাং অবশ্য ধর্ম্ম প্রচারে সুগম হইবে।

এক্ষণে দূরতর দেশে গমন করিতে হইলে বহুতর কাল বিলম্ব হয় রেল ওএ প্রস্তুত হইলে সে প্রকার কাল বিলম্বের সম্ভাবনা থাকিবে না, সকল কার্য্যই ত্বরায় সম্পন্ন হইবে সুতরাং দেশের সাধারণ উপকার হইবেক। অপর বাণিজ্যকারিরা শীঘ্র বাণিজ্য করিতে পারিবে, যে সকল দ্রব্য সমুদ্র পথে বিদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয় তাহা সমুদ্রের যত দূরে উৎপন্ন হউক দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিতে পারিবে। ইহার দৃষ্টান্ত, অনেক২ বাণিজ্যকারি লোক গাজিপুর বারাণসী আজিমগড় প্রভৃতি দেশ হইতে চিনি আনাইয়া বিলাতে প্রেরণ করেন, সে সকল চিনি এক্ষণে নৌকাযোগে নিকৃষ্টকল্পে দুই মাসের ন্যূন কলিকাতায় আইসে না সুতরাং দুই মাস পথে নষ্ট হওয়াতে বণিকের পক্ষে পণ্য দ্রব্যের উপস্বত্ব গ্রহণে বিলম্ব হয় কিন্তু রেল ওএ দ্বারা ঐ দ্রব্য যদি দুই এক দিনের মধ্যে আইসে তবে অনেক লাভের সম্ভাবনা।

তদ্রূপ যে সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিয়া পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হয় তাহাও এক্ষণে পথিমধ্যে দুই তিন মাস পড়িয়া থাকে কিন্তু রেল ওএ প্রস্তুত হইলে দুই তিন দিনের মধ্যে দূরতর দেশে যাইবে সুতরাং তাহাতে কাল বিলম্ব নিবারণ প্রযুক্ত বিপুল লাভ সম্ভাবনা আছে।

অপিচ মনুষ্য লোকের স্বভাব এই যে পরস্পরের রীতি চরিত্র দেখিলে মনঃসংস্কার শোধন হয়। যতকাল লোকে এক দেশে কিম্বা এক নগরে বদ্ধ থাকে ততকাল বহুদর্শন হইবার সম্ভাবনা মাত্র থাকে না সুতরাং চিত্ত নানা প্রকার ভ্রমেতে আকীর্ণ হয় কিন্তু দেশ বিদেশে গমন করিলে মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। নানা প্রকার লোক দেখিলে মনের মাৎসর্য্য নষ্ট হয় এবং লোকবাৎসল্যের বৃদ্ধি হয়।

রেল ওএ প্রস্তুত হইলে রাজকীয় ব্যাপারেরও সুগম হইবে এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাহুলস্থূল হয়, গবর্ণর জেনেরলকে ত্বরায় রাজধানী ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কিন্তু

রেল ওত্র প্রস্তুত হইলে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া যুদ্ধাদির বিষয়ে আজ্ঞা প্রচার করিতে পারিবেন এবং যেখানে যত সৈন্য থাকুক তিন দিনের মধ্যে সহজে অতি দূরস্থ দেশে প্রেরিত হইতে পারিবে।

বিশপ করি সাহেবের চরিত্র।

ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার উপদেশের বিষয়।

মাদ্রাজের পূর্ব্বকার বিশপ করি সাহেব ১৮০৬ শালের সেপ্টম্বর মাসের বিংশতি দিবসে ভারতবর্ষে পঁহুছিয়াছিলেন, তিনি কোম্পানির পাদ্রির পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আপন কথানুসারে এদেশে তাঁহার আগমনের অভিপ্রায় এই যে যাবজ্জীবন এস্থানে বাস করিয়া এই ভূমিতে আপন বল ও সম্পত্তি ব্যয় করেন। অতএব যাহারা ধন সঞ্চয় করিতে আইসে তাহাদের হইতে তাঁহার অভিপ্রায় কেমন বিভিন্ন।

অপর পঁহুছনের পর তাঁহার প্রথম চিন্তা দেবপূজকদিগের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে হয়, যাহারা ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত বা বেতন প্রাপ্ত না হইয়া কাল বল ব্যয় করে তিনি তাহাদের উদাহরণ স্বরূপ ছিলেন; কারণ কোম্পানির পাদ্রিরা কেবল ইউরোপীয় লোকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত আছে।

করি সাহেব যে স্থানে প্রথম প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাকে চুণার বলে, ঐ স্থানে তিনি প্রার্থনা ও ঘোষণা ও শিক্ষা এবং দেশীয় ভাষা পাঠে যত্ন পূর্ব্বক শ্রম করিয়াছিলেন; ফলতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন, যথা সিয়নের (অর্থাৎ ঈশ্বরের মণ্ডলীর) শুভ দশাতে আমার বড় বাসনা আর আমি আপন স্কুল সকল ও ঘোষণা এবং মঙ্গলের গুপ্ত চেষ্টা সমস্ত সাধনের নিমিত্তে প্রত্যহ প্রার্থনা করিয়া থাকি।

পরে তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে দেবপূজকদের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন অপেক্ষা আর কোন বিষয় আমার মনোনীত হয় না আর এই কর্ম্মও আমার বর্ত্তমান পদ স্বীকারের অভিপ্রায়। এই দুই বিষয় সফল করিতে আমার প্রাণপণ চেষ্টা আছে;

ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে আপনাকে বাড়ান বা আপন নাম বড় করণ কিম্বা ধন সঞ্চয় করণ তাঁহার অভি-প্রায় নহে কিন্তু পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের অভি-প্রায় ছিল। ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান হইতেছে কেননা কোন কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রভাবে কেহ কখন এমত নিরপেক্ষতা ও পরহিতৈষিতা রূপ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না।

অপর করি সাহেব যে রূপে দেশীয় ভাষা শ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিলেন, ১৮০৭ শালের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় দিবসের তদীয় লিপি হইতে নীচের লিখিত কথা পড়িলে তাহা বুঝা যায়, যথা "এক্ষণে মুন্সী আমার সকল কথা বুঝিতে পারে, আর শিখিবার কারণ যাহা পাঠ করিয়াছিলাম তদ্ব্যতিরেকে যুষপের ইতিহাস ও আদি পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার সপ্তমাধ্যায় পর্য্যন্ত আমি অনুবাদ করিয়াছি"; সর্ব্বদা এপ্রকার অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিলে অনেক২ উপ-দেশকেরা আপন২ পদের পারমার্থিক কার্য্যে ত্রুটি করিতে পারেন, কিন্তু করি সাহেব আপন বিদ্যোপার্জ্জন নিমিত্ত তদ্রূপ করেন নাই, যেহেতুক তিনি এক২ জন করিয়া লোক-দিগকে চেতনা ও উপদেশ দিতেন, আর এমত মাঙ্গলিক কার্য্যে কোন বাধা উপস্থিত হইলে বিলাপ করিতেন তাহার এক উদাহরণ এই তিনি মের্জাপুরে এক প্রাচীন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন, যথা, আমি অমুলক ধর্ম্মের যে২ তপস্বিকে দেখিয়াছি তাহারদের সকল হইতে এই ব্যক্তি অতিশয় ভ্রান্ত আর যে সাহেব লোক তৎকালে বর্ত্তমান ছিল ফকিরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার দেখাতে আগামি বিপদ্ হইতে তাহাকে সাবধান করিতে পারিলাম না, একারণ বিমর্ষ আছি, আর অন্য সময়ে তিনি পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে গোরা লোকদিগের

নিকটে উপদেশ দেওন কালে আমার যত্নে এবং ঔৎসুক্যে ক্রটি ছিল একারণ হে প্রভো, তুমি আমার প্রতি দয়া কর।

অনন্তর বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সমুদয় পাঠকবর্গকে এই জীবন বৃত্তান্তের কথা প্রদান করিবার অভিপ্রায় এই যে অতি ধার্ম্মিক মনুষ্যদের উপরে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রভাব বুঝা যাইতে পারে, যেহেতুক বোধ করি খ্রীষ্ট নাম ধারী অনেকানেক ব্যক্তি ঐ প্রভাব উত্তম রূপে বুঝে না আর অবিশ্বাসী লোক সম্পূর্ণ রূপে তাহা অজ্ঞাত আছে, অতএব আমরা করি সাহেবের দৈনিক লিপি হইতে পশ্চাৎ লিখিত কএক পংক্তি বাছিয়া লইতেছি।

১৮০৯ শালের সেপ্টেম্বর মাসের বিংশ দিবসের লিপি এই,

আমি অদ্য ঠিক তিন বৎসর ভারতবর্ষে আছি আর যাহাতে লোকদিগের গোচরে আমার অনেক প্রশংসা হইতে পারে আপন কর্ম্মের এমন এক বৃত্তান্ত যদ্যপি লিখিতে পারি তথাপি আপনাকে অনর্থক দাস জ্ঞান করি, আর হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে রক্তপাতের দোষ হইতে উদ্ধার কর অর্থাৎ প্রাণনাশের দোষ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর, এমত প্রার্থনা করাতে আমার প্রয়োজন আছে।

১৮১০ শালের ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় দিবসের লিপি এই, আমি পূর্ব্বে বিশেষ সময়ে সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞার বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিতে আপন মনে অধিক আন্দোলন করিয়াছি এবং এক সময়ে অনেক যত্ন পূর্ব্বক ভাষা শিখিতে মানস করিলে ও অন্য সময়ে কেবল পুরোহিতের পদে বিশেষ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে কোন কর্ম্মে ফলোদয় হইল না এবং আমি বুঝিলাম যে অদ্যাপি আমি অনর্থক ও কোন মঙ্গল জনক কর্ম্মে অপারক।

১৮১১ শালের ফেব্রুয়ারি মাসের একবিংশ দিবসের

লিপি এই,

আমি যেন স্বর্গের পথে কখন ক্লান্ত না হই। সেই পথে ক্লান্ত হইতে আমার মন রত হয় আর পাপ রূপ শরীরের ভারকে আপন সঙ্গে আকর্ষণ করিতে হয়, আমার মন কতবার বিশ্রাম করিতে চাহে কিম্বা ঐ নিত্য ভারে ক্লান্ত হইয়া মৃত্যুর অধীন হইতে বাঞ্ছা করে; কিন্তু হে প্রভো, তুমি আমাকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা ও সাহায্য কর, আমেন।

করি সাহেব ১৮১০ শালের আরম্ভে চুণার পরিত্যাগ করিয়া কাণপুরে গেলেন, সেখানে অল্পকাল মার্টিন নামক পাদ্রির সঙ্গে তৎপরে একাকী কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তথায় তিনি চেষ্টা পূর্ব্বক ভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন করিয়া আপন পোষ্যবর্গের কারণ ধর্ম্ম পুস্তকের কতক গ্রন্থ ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় পুস্তক হিন্দী ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, আর যে গ্রীজা ও স্বকৃত খ্রীষ্টীয় স্কুল পালন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রত্যহ শিক্ষা দান ও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অনুবাদ করিতে ২ অবশেষে তাঁহাকে যক্ষ্মা রোগে গ্রাস করিল, তিনি পূর্ব্বেই উক্ত রোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত প্রাবল্য প্রযুক্ত সুস্থ হইবার কারণ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল; কাণপুর হইতে যাত্রা করণ কালে তাঁহার দিবসিক লিপি হইতে পশ্চাল্লিখিত বিষয় অর্পণ করিয়া আমরা এই বর্ত্তমান বৃত্তান্ত সমাপ্ত করি।

১৮১২ শালের মার্চ মাসের প্রথম দিবসের লিপি এই, আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দুস্থানী ভাষাতে গ্রীজা করিতে আরম্ভ করিলে কখন ২ ৫০ বা ৬০ জন কিন্তু সামান্যতঃ ২৫ জন লোক তথায় উপস্থিত হইত।

আমি তাহাদের নিকটে আদি পুস্তক ও মথীয় সুসমাচার পড়িতাম, আর আমি তথা হইতে আগমন করিলে গুণ নামক এক জন খ্রীষ্টিয়ান যাত্রা ও প্রেরিতদের ক্রিয়া গ্রন্থ তাহাদিগকে শুনাইত, তাহাদের মধ্যে কতক গুলিন স্ত্রীলোক সংক্ষিপ্ত

প্রশ্নোত্তরের কতক শিক্ষা প্রাপ্তা হইয়াছিল, আর এক জন সম্পূর্ণ রূপে তাহাতে শিক্ষিতা হইলে পর বাপ্টাইজিতা ও বিবাহিতা হইয়াছিল, আমার আগমন কালে ঐ লোকদের মধ্যে অনেকেই শোকাকুল ছিল।

ফলতঃ ঈশ্বরের বিষয়ে আমার আরো ধন্যবাদ করা উচিত, এবং আপনার বিষয়ে মনে অনেক বিচার করিতে হয় কারণ আমি আধুনিক কালে নানা কর্ম্ম করিয়াছি বটে কিন্তু আমি যে বাহ্য রূপে তাহা করিয়াছি তদ্বিষয়ে নম্র হওনার্থে অনেক হেতু আছে, অতএব হে প্রভো, তুমি আমাকে সজীব কর ও এ যাত্রা আমার নিমিত্ত যেন ফল দায়ক হয়, আর সকল স্থানে আমাকে তোমার বিষয়ে সাক্ষী করাও আর তোমা কর্ত্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ নিরীক্ষণ করাতে তোমার সেবা করণে আমি যেন আরও ফলবান হই আর তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকে সুস্থ করহ, তাহাতে তোমার ধন্যবাদ করণ বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব ইতি।

পবিত্র দূতগণের পরিরক্ষণ পরিপালন বিষয়।

পবিত্র দূত ধার্ম্মিকের সদা সন্নিকট।

হে আমার আত্মন্ বিচারিয়া দেখ, ঐশ্বরিক প্রসাদ কেমন মহৎ যে তোমার রক্ষণার্থে পবিত্র দূতগণ প্রহরীরূপে নিযুক্ত আছেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত করণার্থ আপন পুত্রকে প্রেরণ করেন আমাদিগকে পবিত্র করণার্থে পবিত্র আত্মা প্রেরিত, আমাদের পরিরক্ষণার্থ দূতগণ নিযুক্ত।

যদি দূতগণ অধিকতর মহিমান্বিত হইয়াও আমাদের সেবায় অস্বীকৃত হন না তবে আশ্চর্য্য কি লঘুতর সৃষ্টি মনুষ্যের নিমিত্তই উৎসৃষ্ট হইয়াছে স্বর্গ নিবাসিগণ যদি আমাদের সেবায় প্রবৃত্ত তবে অদ্ভুত কি যে আকাশ মণ্ডল আমাদের পরিশ্রমার্থে দিবাভাগে আলোক ও নিশা ভাগে বিশ্রামার্থে অন্ধকার প্রদান করে।

আর আত্মাগণ যদি পরিরক্ষণ পূর্ব্বক আমাদের জীবন রক্ষা করে তবে অদ্ভুত কি যদি বায়ু আমাদের প্রাণ ধারণ কারণ নিশ্বাস এবং ব্যবহারার্থ উড্ডীয়মান পক্ষিগণকে প্রদান করে। আমরা পরীক্ষা ও সঙ্কটের কুটিল তরঙ্গে পরিশ্রান্ত হইলে দূতগণ যদি স্বয়ং আমাদিগকে পুনঃপ্রফুল্ল করণার্থ সতত সমুপস্থিত হইবেন তবে আশ্চর্য্য কি যে জল আমাদের নিমিত্ত পানীয় প্রদান করে ও সমল হইতে নির্ম্মল করে তৃষিতদিগকে তৃষ্ণা নিবারণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করে আর বিবিধ জাতীয় মৎস্য প্রদান করে।

আমাদের তাবৎ গতিতে আমাদিগকে পরিরক্ষণ করণার্থ এবং পাছে দৈবাৎ আমাদের পদ প্রস্তরে আঘাত পায় তন্নিবারণার্থ যদি দূতগণ প্রতি আজ্ঞা বিধান হইয়া থাকে তবে পৃথিবী যে আমাদিগকে বহন করে, স্বীয় গর্ভোৎপন্ন ভক্ষ্য ও দ্রাক্ষা ফল দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন করে এবং সর্ব্ববিধ ফল ও প্রাণি জাতি প্রদান করিয়া আমাদের অশনাসন সুশোভন করে ইহাতেই বা আশ্চর্য্য কি।

দেখ দূতগণ খ্রীষ্টের পরিচর্য্যাতে কি রূপ তৎপর ছিলেন। দূত তাঁহার গর্ভস্থ হওন সংবাদ, দূতগণ তাঁহার জন্ম সমাচার প্রচার করেন, দূতপ্রকাশিত আদেশে তিনি মিসরে আশ্রয় লন, প্রান্তরে দূতগণ তাঁহার সেবা করে, তাঁহার প্রকাশ করণ কার্য্যের সমাপন পর্য্যন্ত দূতগণ তাহার সেবায় নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা কালে দূত তাঁহার স্বপার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার পুনরুত্থানে দূত সপ্রকাশিত হন, তাঁহার স্বর্গ গমন কালে দূতগণ সন্নিকট ছিলেন এবং বিচারার্থে তাঁহার ভাবি পুনরাগমনে দূতগণ পুনরায় সমুপস্থিত থাকিবেন; তবে যাদৃশ খ্রীষ্টের মাংসাবস্থা কালীন দূতগণ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন তাদৃশ খ্রীষ্টীয় দেহের অংশ যাহারা তাহাদেরও দূতগণ তত্ত্বাবধারণ করেন। যাদৃশ তাঁহারা তৎকালে মস্তকের সেবা করিয়াছিলেন তাদৃশ

এক্ষণে তাহারা অঙ্গদের সেবায় স্বস্বীকৃত। উত্তর কালে যাহারা স্বর্গে তাহাদের সহসঙ্গী হইবে তাহাদের পৃথ্বিস্থিতি কালে সেবা করণে তাহারা পরমাহ্লাদিত ইহ জীবনান্তে যাহাদের আত্যন্তিক আনন্দ জনক সমাগমে অবস্থান করণের আশা দূতগণ করেন এক্ষণে তাহাদের সেবায় তাঁহারা অস্বীকৃত নহেন। স্বদেশ যাত্রা কালে পথিমধ্যে পবিত্র দূতগণ যাকুবের স্থানে দর্শন দিলেন তদ্রূপ বিশ্বাসিদিগকে স্বর্গীয় অধিকারের পথ স্বরূপ ইহ জীবনে প্রহরী দূতগণ প্রদত্ত হয়। দূতগণ দানিএলকে সিংহ খাতে রক্ষা করেন তদ্রূপ তাঁহারা ঘোর শব্দায়মান সিংহ সদৃশ ভ্রমণকারির ফাঁদ হইতে বিশ্বাসিদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতে সাকাঙ্ক্ষ হন। দূতগণ সদোম দহন হইতে লটকে সংরক্ষণ করেন তথা শয়তানের পরীক্ষা নিবারক পবিত্র চিন্তা ও সাহায্য প্রদান করিয়া অনির্ব্বানল দহন হইতে আমাদিগকে বহুধা সংরক্ষণ করেন। দূতগণ লাজারের আত্মা বহন পূর্ব্বক আব্রাহামের ক্রোড়স্থ করেন তদ্রূপ তাঁহারা মনোনীত সমূহের আত্মা স্বর্গীয় রাজ্যের রাজ মন্দিরে নীত করেন।

পরিশেষ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক।

দেব পূজা উৎপাটনে মহম্মদের উদ্যোগ এবং তাহার মৃত্যু।

মহম্মদ অন্য২ দেশ হইতে প্রতিমা সকল বহিষ্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অনেক আরবীয় লোকেরা সম্মত ছিলেন না, এবং হনাইন রণেতে তাহার সৈন্যগণ প্রায় পরাজিত হইল সেই সময়ে তিনি শত্রুদের প্রতি এক মুষ্টি বালি ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন তাহাদের মুখ লজ্জাযুক্ত হউক, তৎক্ষণে মহম্মদ আপন সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং তাহার সকল শত্রু পলায়ন করিলে পর অনুচরদিগকে কহিলেন, যে পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্তে আশ্চর্য্য

কর্ম্ম করিয়া প্রতিকারের জন্যে স্বর্গ হইতে আপন দূত প্রেরণ করিলেন. পরে তাহার অরিগণ পলায়ন করিল; তখন মহম্মদ তাহাদের অনেক২ দ্রব্য লুঠ করিলেন, অর্থাৎ ৬০০০ ছয় সহস্র বন্দিলোক ২৪০০০ চৌব্বিশ সহস্র উষ্ট্র ৪০০০০ চল্লিশ সহস্র মেষ ও ছয় মোন রজত অপহরণ করিলেন, এবং আরবীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকে দেবপূজক ছিল মহম্মদ তাহাদের অনেক লোককে উৎকোচ দিয়া স্বমতে আনিলেন।

ইহার পর মেদিনা নগরে উপস্থিত হইলে পর নগরস্থ লোক তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন. মহম্মদ বড় অহঙ্কৃত হইয়া সৈন্য সামন্ত একত্র করিয়া সিরিয়া দেশে যাত্রা করিলেন কিন্তু সিরিয়া প্রান্তরের মধ্যে তাহার সৈন্য লোক দুঃখগ্রস্ত হইল তাহারা ঐ প্রান্তরের গ্রীষ্ম বায়ু দ্বারা ক্লিষ্ট ও জলাভাবে তৃষ্ণান্বিত হইয়া উষ্ট্রের উদর কাটিয়া তাহা হইতে নির্গত বারি পান করিল; যখন লোকেরা বলিল যে এ স্থান বড় উষ্ণ তাহাতে মহম্মদ উত্তর করিলেন যে নরক ইহা অপেক্ষা অধিক উষ্ণ মহম্মদের সেনাপতি কালেদ ইউফ্রাট হইতে সুফসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশ জয় করিয়া আরবীয় দেশে ফিরিয়া আইলেন, এবং যে লোকেরা ৪ চারি মাসের মধ্যে প্রতিমা পূজা ত্যাগ না করিবে তাহারা সকলে নষ্ট হইবে ইহা ঘোষণা করিলেন। এই সময় মহম্মদ মক্কা নগরে শেষ তীর্থ যাত্রা করিলেন সেই স্থানে কাবা নামক এক বৃহৎ মন্দির আছে এবং তাহার মধ্যে এক কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তর আছে তাহার বিষয় মুসলমান লোকেরা বলেন যে তাহা পূর্ব্বকালে এদেন বাগানে ছিল গাব্রিএল এই মন্দির নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্তে ইসমাএলকে প্রস্তর দিয়াছিলেন ঐ প্রস্তর প্রথমে শ্বেতবর্ণ ছিল কিন্তু মনুষ্যেরা পাপ করাতে কৃষ্ণবর্ণ হইল ঐ পাথর মহম্মদ চুম্বন করিলেন, এবং সাতবার কাবা বেষ্টন করিয়া

প্রকাশ করিলেন যে পরমেশ্বর তোমাদিগের নিমিত্ত খ্রিষ্টান ধর্ম্ম সমাপ্ত করিয়াছিলেন তখন তাহার ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল এই কারণ ৬৩ উষ্ট্র বলিদান করিলেন, এবং ৬৩ বন্দি-দাসকে মুক্ত করিলেন।

তাহার পর তিনি কায়বার নগরে প্রবেশ করিয়া এক যিহুদিয়ের বাটীতে অতিথি হইলেন। তাহার ভোজন সময়ে এক স্ত্রী তাহাকে একটী মেষের স্কন্ধ আনিয়া দিল- তাহার মধ্যে বিষ ছিল পরে মাংস খণ্ড খাইতে২ তাহার সুস্থতার হ্রাস হইতে লাগিল, অন্য২ লোকেরা জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কি কারণ মাংস খণ্ডে বিষ রাখিয়াছ তাহাতে ঐ স্ত্রী উত্তর করিল ইনি যথার্থ ভবিষ্যদ্বক্তা কি না তাহা জানিবার নিমিত্তে। ইহার পর মহম্মদ ক্রমশঃ তিন বৎসর ক্ষীণ হইলেন পরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদ মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন পরিবার লোককে ডাকিয়া কহিলেন যখন আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে তখন আমাকে ধৌত করিয়া খিল্কা পরিধান করাইবা আর যখন আমার শরীর কবর স্থানে রাখিবা তখন যেন গাব্রিএল দূত আসিয়া সান্ত্বনার নিমিত্তে প্রার্থনা করে এবং যে যে লোক বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কালে আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে তাহারা আমার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে তখন মহম্মদ নূতন কোরান লিখিতে কলম এবং কালি চাহিলেন কিন্তু তাহার বন্ধুরা অনুমতি দিলেন না পরে মহম্মদ তাহার গৃহে অন্য লোকদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন এবং যে দিনে তাহার মৃত্যু হইল সেই দিনে তিনি হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বলিলেন যে হে পরমেশ্বর মৃত্যু ভয় হইতে আমার প্রাণকে মুক্ত কর কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তাহার শেষ কথা এই যে আমার উচ্চস্থ প্রতিবাসির সঙ্গে। খ্রীষ্টীয় ৬৩২ শকের ৮ জুন তারিখে তাহার মৃত্যু হয়।

ধর্ম্ম ঘোষক দ্বয়।

স্কটল্যাণ্ডীয় পুরোহিতবর শ্রীল শ্রীযুত রেবরেণ্ড ম্যাকচিন্ নামা সাধু ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তর্গত স্বীয়াধীন মণ্ডলীস্থ জনগণের প্রতি ষট্সংখ্যক প্রেরিত পত্রে অতিশয় কারুণ্য যুক্তচিত্ত ধর্ম্ম ঘোষক দ্বয় জগতীস্থ সামান্য বস্তু অথচ স্বল্প সুখ দায়ক দ্রব্যাদিতে বর্জ্জিত ও কারাগারে মৃত্যু স্বীকারাপেক্ষা কঠিনতর দুঃখ সত্ত্বেও খ্রীষ্ট নাম প্রচারে অলজ্জিত হইয়া কি রূপে সত্য জ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা পাঠে অত্যন্তানন্দিত হইয়া তৎ প্রকাশেচ্ছু হওত সর্ব্ব সাধারণ সমীপে বিশেষতঃ সত্য সনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক নিকটে সবিনয় প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত জন দ্বয় তুল্য অকাতরে খ্রীষ্ট নাম প্রকাশ করেন।

এফ্রিকা নামক ভূমি খণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যুচ্চ প্রাচীর অথচ এক দ্বার বিশিষ্ট ও বিশেষ দীর্ঘতা এবং পরিসরযুক্ত এক বাটী নির্ম্মিত তদ্দেশজ মানব মধ্যে যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহারা সেই বাটী মধ্যে প্রেরিত হইয়া যাবৎ জীবন কাল যাপন করে, সেই বাটীর দ্বার এতাদৃশ কঠিন রূপে রক্ষিত হয়, যে তাহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে কোন ক্রমেই বহির্গমন প্রত্যাশা থাকে না, কারণ ঐ ব্যাধি ঈদৃশ মন্দ, যে স্পর্শে ও ঘ্রাণে তদাক্রান্ত হওনের সমূহ সম্ভাবনা অতএব অতি সতর্কতায় দ্বার রক্ষকেরা দ্বার রক্ষা করে। রোগিরা ঐ প্রাচীর মধ্যে স্ব ২ জীবন ধারণ জন্য শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া কাল হরণ করে। কোন সময়ে তৎ প্রাচীর সমীপস্থ এক বৃহৎ পর্ব্বত চূড়া হইতে ইংল্যাণ্ড সভা দ্বারা প্রেরিত ডাক্তর হালবেক নামে জনেক প্রচারক এক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কহেন, এক জন রোগ দ্বারা হস্তহীন, আর এক জন চরণ বিহীন, এতাদৃশ জন দ্বয়ে অর্থাৎ যে জন চরণ বিহীন, সে হস্ত হীনের স্কন্ধারোহী হইয়া মটর বীজ রোপণ করিতেছে। এ প্রকারে সংসার যাত্রা সমাধা করিতেছিল যে সকল লোক, তাহাদের নিকট

অনন্ত দুঃখদায়ক অনন্ত জীবন পথ প্রকাশেচ্ছু, পিতৃ মাতৃ বন্ধু বান্ধব মুখাবলোকনে বিরত, দয়ার্দ্র চিত্ত, খ্রীষ্ট প্রেম সাগরে মগ্ন, সোরাবেন দ্বয় সত্য পথ প্রকাশার্থে সেই প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ শোক মৃত্যু ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া নির্ভয়ে জীবন পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন ইতি। এইক্ষণে হে ধর্ম্ম ঘোষকগণ, এই তিমিরাবৃত বঙ্গ ভূমি কি মহাব্যাধিগ্রস্ত নয়, অবশ্য, যদ্যপি শারীরিক সম্বন্ধে নয়, তথাপি মানসিক বটে, অত্র সন্দেহো নাস্তি। ইহারা এই রোগ হেতু মানসিক শক্তি হীন হওয়াতে আপনাদিগকে জ্ঞানি বোধে প্রকৃত অজ্ঞান হইয়া সামান্য ভূচর, খেচর, জলচর, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, নশ্বর সৃষ্ট পদার্থের সহিত অনশ্বর ঈশ্বরকে কি এক জ্ঞান করিতেছে না। আর ঐ ব্যাধি তাহাকে কি ভ্রান্তি কূপে নিক্ষেপ করে নাই, হাঁ অবশ্য করিয়াছে তবে যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, আর যিনি শারীরিক ও মানসিক মহাব্যাধি সুস্থ করণ যোগ্য, সেই মহা বিখ্যাত বৈদ্যের নাম কি প্রকাশ করণ উচিত নয়, যেহেতু যীশু ব্রহ্ম নাম ব্যতীত জগতের মধ্যে এতাদৃশ না[illegible]র নাই যাহা দ্বারা দুরাচারী পাপিষ্ঠ, ভ্রষ্ট মনুষ্য যে আমরা আমরা নিস্তার পাই। হায় ২ সোরা-বেনদ্বয় সদৃশ আত্মীয়গণ মুখ দর্শনে তোমরা তো বর্জিত নহ তবে কি কারণ সমূহ লোক প্রকৃত চিকিৎসক, ও ঔষধ, ও পথ্য শ্রবণেও বর্জিত হন,* তাহারা কেন হারাণ মেষের ন্যায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে, হায় বন্ধুগণ প্রত্যেক দিবসে কি হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা যাদৃশ স্বর্গে তাদৃশ ভূমি তলে হউক এইমত প্রার্থনা করি না, তবে উদ্যোগী না হইয়া যদি কেবল প্রার্থনা করি, তবে আমাদের প্রত্যাশা কি নদী পারেচ্ছু ব্যক্তি দ্রুত গমন জল দর্শনে যেমন শীঘ্র শুষ্ক প্রত্যাশায় কূলাবলম্বী হইয়া প্রত্যাশার ফল পায় না, তদ্রূপ উদ্যোগী না হইয়া যদি নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাশা করি, তবে

* অর্থাৎ দেখিতে ইচ্ছা হইলে অনায়াসেই হয়।

সত্যার্ণব।

নং ৯। মার্চ ১৮৫১। মূল্য /১০ আনা।



এথিনী নগরে পৌলের ঘোষণা।

আমারদের প্রভুর প্রতি সাধু পৌলের কেমন অনুরাগ ছিল তাহা ধর্ম্ম পুস্তকের অধ্যয়ন পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। পৌল প্রথমতঃ অজ্ঞান বশতঃ প্রভুর দ্বেষ্টা ছিলেন,

খ্রীষ্ট পরায়ণ লোক দেখিলেই তাহারদের অনিষ্ট কল্পনা করিতেন, এই নিমিত্ত সাধু স্তেফানের বধে সম্মতি প্রকাশ করেন, অপর দম্মেশক নগরে শিষ্যগণকে কারাবদ্ধ করণার্থ প্রধান যাজকের নিকট পত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অজ্ঞান প্রযুক্ত এই সকল করিয়াছিলেন এনিমিত্ত পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ পথে আকর্ষণ করিলেন। দম্মেশক নগরে যাইতে২ পথি মধ্যে আশ্চর্য্য রূপে প্রভুর দর্শন পাওয়াতে তাঁহার আদ্য কুসংস্কার সকল নষ্ট হইয়া গেল এবং মনের মধ্যে তত্ত্ব জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হইল।

সাধু পৌল প্রভুর পরিচয় পাওয়াতে সুপ্রসন্ন অন্তঃকরণে দেশ দেশান্তরে সুসমাচার ঘোষণা করিতে উদ্যত হইলেন। কিয়ৎ কালের পর তিনি এথিনী নগরে আগমন করিলেন ঐ নগরস্থ লোক সমুদয়কে প্রতিমা পূজাতে মত্ত দেখিয়া তাঁহার মন অতিশয় চঞ্চল হইল, এথিনী নগর গ্রীশ দেশের রাজধানী তুল্য, তথায় বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, গ্রীশ দেশীয় মহামহোপাধ্যায় প্রায় সকল পণ্ডিত ঐ নগরে অধ্যয়ন এবং অধ্যা[illegible]ছিলেন। এবং অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্র[illegible]দ পণ্ডিতেরা ও প্রধান২ কবি সকল ঐ নগরে স্ব২ বি[illegible]র আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারদের অনুপম রচনা ঐ নগরের মধ্যে ছিল তদ্ভিন্ন তথায় ভাস্কর শিল্পকর প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম্ম দক্ষ লোকও ছিল, সকল লোক তাহাদের কার্য্যে চমৎকৃত হইত।

সাধু পৌল ঐ সকল পণ্ডিত এবং শিল্পকর লোকের গুণ গ্রহণে যথেষ্ট পটু ছিলেন তিনি স্বয়ং সাহিত্য দর্শনাদি বিদ্যার পার দর্শন করিয়াছিলেন অতএব সোক্রেতিস এবং প্লেতোর আত্মতত্ত্ব এবং দিমস্থিনিসের বক্তৃতা তথা ফিদ্রসের অনুপম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার অতিশয় আমোদ হইতে পারিত কিন্তু তৎকালে তাঁহার মনে

বিপরীত ভাবের উদয় হইল। সোক্রেতিস এবং প্লেতোর গ্রন্থে অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাকিলেও তন্মধ্যে মানব জাতির মুক্তির উপায় বর্ণিত ছিল না অপর ভাস্করেরা প্রস্তর খুদিয়া মনোহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেও সে সকল মূর্ত্তি মিথ্যা দেব দেবীর অর্চনার্থ অভিষিক্ত হইয়াছিল, আর গৃহ নির্ম্মাতারা সুশোভিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেও তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম অট্টালিকা মিনর্ব্বা নাম্নী মিথ্যা দেবীর আরাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাতে খ্রীষ্টানুরাগে পারমার্থিক ভাব সম্পন্ন পুরুষ কি প্রকারে ঐ সকল দ্রব্যের আদর করিতে পারেন? মনুষ্যের পাণ্ডিত্য এবং কার্য্যদক্ষতা বিবেচনা করিলে মনের মধ্যে হর্ষ উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু পৌলের পক্ষে সে হর্ষে বিষাদ হইল কেননা ঐ সকল কার্য্য দক্ষতায় অধর্ম্ম বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল।

প্রেরিতদিগের ক্রিয়াতে লিখিত আছে যখন তিনি দেখিলেন সমুদয় এথিনী নগরী প্রতিমা পূজাতে আসক্তা আছে তখন তাঁহার অন্তঃকরণ অস্থির হইল। খ্রীষ্টানুরাগি লোকের পক্ষে এ প্রকারে চিত্ত চাঞ্চল্য হওয়া অসম্ভব নহে। ভক্তি চক্ষুতে এ সংসারের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? অধিকাংশ লোক বিষয় মৃগতৃষ্ণায় ভ্রান্ত হইয়া পরমার্থ নাশক আপন স্কন্ধে ধারণ করিতেছে, ও সত্য সনাতন পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অনর্থক প্রতিমার্চ্চনায় রত হইয়া আপনাদের অনন্ত জীবন বৃক্ষে কুঠারাঘাত করিতেছে, কিন্তু চরমে তাহাদের অনন্ত যন্ত্রণার সম্ভাবনা। অন্তরে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তি সঞ্চার থাকিলে এ সকল দেখিয়া অবশ্য মন অস্থির হইতে পারে। কোন বালককে ভ্রম বশতঃ অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত প্রায় দেখিলে চঞ্চলমনা না হয় এমত পামর পুরুষ কে আছে? সাধু পৌল এথিনী নগরবাসিদিগকে প্রতিমা পূজায় রত সুতরাং অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত প্রায় দেখিয়া তদ্রূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও তাঁহার মনে এমত উৎকণ্ঠা হইল তথাপি তাঁহার বিবেচনার ব্যত্যয় হইল না যখন তিনি এথিনী নগরী বাসিন্দিগের প্রার্থনায় এরিওপেগস নামে বড় লোকের যাতায়াত স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন তখন ক্রোধ বশতঃ কটূক্তি কিম্বা অবিবেচনা সূচক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন না, বরং তাঁহাদের অন্তঃকরণে ভক্তি রসের উদ্রেক ছিল একারণ তাহাদের প্রশংসা করিলেন কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে তাহারা ঘোরতর অনভিজ্ঞ তাহা জানাইতে সঙ্কোচ করিলেন না। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী কোন অট্টালিকায় অথবা প্রতিমায় বদ্ধ হয়েন না ইহাই স্পষ্ট রূপে ঘোষণা করিলেন।

অপর "অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে" এক বেদির উপর এই লিপি দেখিয়া তাঁহারদিগকে কহিলেন যাঁহাকে তোমরা অপরিচিত রূপে অর্চ্চনা করিয়া থাক আমি তোমাদিগকে তাঁহারি পরিচয় দিতেছি। এই প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহারদের মতিভ্রম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া পরে ত্রাণ কর্ত্তা খ্রীষ্ট কথার প্রসঙ্গ করিলেন।

সাধু পৌলের ধর্ম্মানুরাগ এবং বিবেচনার এই চিহ্ন বিবেচনা করিলে চমৎকার বোধ হয় এথিনী নগরে অন্যান্য অনেক দ্রব্য থাকিলেও তাহাতে তাঁহার আহ্লাদ হইল না পরমার্থ বিষয়ে তাহারদের ত্রুটি দেখিয়া তাঁহার মন অস্থির হইল কিন্তু তাঁহার মন অস্থির হইলেও তিনি বিবেচনা শূন্য হইলেন না অথবা ধর্ম্ম মত্ততা প্রযুক্ত পরকে তুচ্ছ কি ঘৃণা করিলেন না সত্য সভ্যতা প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে তত্ত্ব জ্ঞানে উপদিষ্ট করিতে যত্ন করিলেন।

মহম্মদ ও তাঁহার কল্পিত ধর্ম্ম বিষয়ক উপাখ্যান।

মহম্মদ শিষ্যদের প্রতি এই আদেশ করিয়াছিলেন যে ভোজন পাত্রে মক্ষিকা পতিত হইলে তাহা সম্পূর্ণ রূপে মগ্ন করিয়া

মহম্মদের দৈ

মঃ

র্পণ

হইলেন

হস্তে

উমার যাত প্রাপ্ত না

মহম্মদের

যেন কোন লোক আপন

করে, অনেকবার সন্ধান

মহম্মদের

আর প্রাচীন ইতিহাস ও দেশীয় কবিতা শুনিতে তাঁহার আমোদ ছিল তিনি ধর্ম্মের বিষয় শুনিলে গম্ভীর হইয়া ধীরে ২ সকল বাক্য স্বচ্ছস্বরে তিনবার পুনরুক্তি করিতেন।

মহম্মদের ব্যবহার এবং বিবাহ।

মহম্মদ সাধারণ কর্ম্মের অনুপযুক্ত হওয়াতে তাঁহার বন্ধু লোকেরা মেষ রক্ষক ব্যবসায়ে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু আরবীয়* লোকেরা ঐ কর্ম্ম বড় অপমানজনক বোধ করেন কেবল অবিবাহিতা কন্যা কিম্বা ক্রীত দাসেরাই তাহা করিত। তদ্বিষয়ে তাঁহার অনুচরগণ তাহাকে অনুযোগ করিলে মহম্মদ ধূর্ত্ততা পূর্ব্বক উত্তর দিলেন যে দাউদ ও মুসা এবং অন্য ২ ভবিষ্যদ্বক্তারাও পূর্ব্বে মেষপালক ছিলেন।

কেদাইজার নিমিত্ত মহম্মদ সওদাগরি কর্ম্ম করাতে তিনি সন্তুষ্টা হইয়া বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার পিতা অনুমতি দিলেন না, তখন রাত্রি যোগে কেদাইজা আপন পিতাকে মদ্যপান করাইলে তিনি ঈষৎ উন্মত্ত হইলেন পরে কেদাইজা মহম্মদকে বিবাহ করিলেন। কেদাইজার পিতা প্রাতে জাগ্রৎ হইয়া অতি রাগান্বিত হইলেন কিন্তু আপন কন্যাকে ভাল বাসাতে ক্ষমা করিলেন। কেদাইজার বয়ঃক্রম ৪০ চল্লিশ বৎসর কিন্তু মহম্মদের বয়স ২৫ বৎসর ঐ কেদাইজার অনেক ধন ছিল মহম্মদ মুদ্রাদি চাহিলে তিনি প্রয়োজনানুসারে দিতেন।

ঈশ্বরেতে সর্ম্পণ করত দিবারম্ভ করণ।

৩ কোন বিশেষ পাপে তোমার মন অধিক আসক্ত হইলে তাহা স্মরণ করত সেই পাপের বিরতি নিমিত্ত এবং তজ্জন্য কর্ম্ম পাশের নিবৃত্তি হেতু ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণীত যুক্তি দ্বারা সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর।

৪ আপনার মনকে সতর্ক করণার্থ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র এবং ঐশ্বরিক বিষয় চিন্তা করিবা।

যথা—১ আপনাকে বিবস্ত্র দেখিলে পূর্ব্বকৃত লজ্জা জনক পাপকে স্মরণ করিবা কারণ আমারদিগের আদি জনক জননী পাপ করণাগ্রে বিবস্ত্র হইয়াও লজ্জিত হয়েন নাই এবং এই মত চিন্তন দ্বারা প্রভু খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতা রূপ পবিত্র বস্ত্র পরিধানে তোমার অতিশয় ব্যগ্র হওয়া উচিত যাহাতে ঈশ্বর সমীপে তোমাকে প্রিয় এবং সুন্দর করিবেক।

২ শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের পর এই বিবেচনা করিবা যেমন পাপ রূপের মরণানন্তর ঈশ্বরের কৃপারূপ জীবন প্রাপ্ত হয় এই মত এ দেহ বিনষ্ট হইলে নিত্য জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অন্তের সেই দিন যে দিবস আমারদের কৃত কর্ম্মের জন্য মহাবিচার পতির সম্মুখবর্ত্তী হইতে হইবেক তাহা ও স্মরণ করিবা।

৩ দিবসীয় জ্যোতি অবলোকন করিয়া প্রভু খ্রীষ্টকে স্মরণ করিবা যিনি ধর্ম্ম পুস্তকে জ্যোর্ত্তির্ময় অধিকন্তু সত্য জ্যোতিঃ রূপে বর্ণিত আছেন।

যথা—৪ যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করিবা তখন প্রভু খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতা রূপ বস্ত্র চিন্তনে আপন চিত্তকে শান্তরূপে মগ্ন করিবা এবং বিশ্বাস দ্বারা প্রভু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার ধার্ম্মিকতাকে তোমার হৃদয়ে সংযোগ করত পাপের ক্ষমা নিমিত্ত ও পরকালে নিত্য শক্তি প্রাপ্তি জন্য তাঁহারি প্রতি নির্ভর করিবা।

১ এই সকল অনুরূপ উপদেশ ব্যবহার করিলে তাহায় তোমার মন হইতে সংসারিক নিষ্ঠুর এবং অশুদ্ধ চিন্তা সকল দূর করিতে এক বিশেষ উপায় হইবেক এবং ঐ সকল কুচিন্তা আর তোমার মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিবেক না অথবা প্রবিষ্ট হইলেও অনয়াসে তাড়িত হইবেক।

২ ইহা দ্বারা তোমার মন সয়তানের উপদেশ হইতে রক্ষিত ও বেষ্টিত থাকিবেক নচেৎ সে সয়তান অনায়াসে তোমার আত্মাতে নরকাগ্নি অর্পণ করিবে খ্রীষ্ট উপাসকের মনে প্রথমত পবিত্র এবং সচ্চিন্তা প্রবিষ্ট হইলে তাহার মন সমস্ত দিবস উত্তমাবস্থায় রক্ষিত হইবেক।

অকস্মাৎ কেহ২ এই আপত্তি করিয়া থাকেন যে এ সমস্ত উপদেশানুষ্ঠান করা বহু সময় সাধ্য হয় বিশেষত ইহাতে কার্য্য ও ব্যবসায় অসাধ্য হয়। ইহা সত্য বটে, কোন২ লোকের কার্য্য এবং ব্যবসায়ের অবকাশ কাল আর২ সকলের ন্যায় নহে কিন্তু এমত লোক কেহ নাই যে গাত্রোত্থান বা বস্ত্র পরিধান সময়ে আধ্যাত্মিক এবং ঐশ্বরিক বিষয় চিন্তনে কিঞ্চিৎকালও প্রাপ্ত হইবেন না যাহা হউক যদ্যপি তুমি এ সকল কর্ম্মের সম্যগনুষ্ঠান করিতে না পার তথাপি কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করণে বাধা কি আছে অধিকন্তু এক্ষণে তোমাকে এই বিশেষ উপদেশ প্রদান করিতেছি যে যদ্যপি তুমি কোথা ও বিপদস্থ হও তবে কেবল নিয়ম রক্ষার ন্যায় মনোযোগ ভিন্ন নিত্য২ সকল কর্ম্ম সাধনাপেক্ষা বরং দুই এক বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবা।

ইতি প্রাতঃকালীয় কার্য্য সমাপ্ত।

ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়নের বিষয়।

ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়ন করাতে এ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের মধ্যে আধুনিক কি [illegible]র ফলাফল উৎপত্তি হইতেছে তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উক্তি করা [illegible]শষ জ্ঞান করিয়া কতিপয় পংক্তি পাঠক বর্গের সাম্নধা[illegible] নিবেদন করি।

প্রথমতঃ ইংরাজী ভাষাতে বিবিধ প্রকার গ্রন্থাদি থাকায় এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা অনায়াসে তদ্দ্বারা অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন বটে এবং আপন২ অজ্ঞান

হিন্দু প্রতিবাসিদিগকে ও অন্যান্য লোকদিগকে অনায়াসে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ ও প্রচার করিতে সক্ষম হয়েন বটে কিন্তু খেদের বিষয় এই যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষারম্ভ করণানন্তর আপনাদের বেশ ভূষণ ও আহার ব্যবহার ইত্যাদি সকল পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া থাকেন যে আমরা সভ্যতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। পরে ইংরাজী ভাষাতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইলে ফলবন্ত বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে২ বিদ্যার ভারে নতমস্তক না হইয়া ইংরাজী ভাষায় আমাদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এই অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ছলনা ক্রমে বলিয়া থাকেন যে আমরা বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহা আর কহিতে পারি না। এবম্ভূত অদ্ভুত মনুষ্যেরা কি লোকদিগের হাস্য পরিহাসের আধার হন না? অবশ্য তাহা হইবেন, কেননা সকলেই জানেন যে মাতৃ ভাষা কেহ কখন সহজে ভুলিতে পারে না!

সম্প্রতি এক ব্যক্তি আপন প্রতিবাসি কএক জন বন্ধুর সহিত আপন গৃহে গল্প করিতে ছিলেন ইতিমধ্যে জনেক এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক কোন এক প্রধান বিদ্যালয় হইতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ইংরাজী ভাষাতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন তাহাতে গৃহ স্বামী প্রতিবাসি বন্ধুগণকে অত্যন্ত বিরস বদন ও বিষণ্নমনা দেখিয়া তাহাকে কহিলেন আইস ভাই আমরা আপনারদের নিজ ভাষাতে বাক্যালাপ করি কেননা আমরা যে ভাষাতে কথা কহিতেছি তাহা আমার এই বন্ধুরা বুঝেন না, তাহাতে ইংরাজী ভাষাতে গুণবান ব্যক্তি কহিলেন আ! বহু দিবস হইল বঙ্গালা বিস্মৃত হইয়াছি গৃহপতি ইহাতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও ব্যাকুল চিত্ত হইয়া সকলের মুখাবলোকন করত ভাবিতে লাগিলেন উপায় কি আমি কাহার মন রক্ষা করিব বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কহিলে গুণবান বন্ধু রুষ্ট হন এবং ইংরাজী ভাষাতে ইহার সহিত বাক্যালাপ

Danting 11-14

পরে উক্ত শকের লিখিত নবেম্বর ২৬ দিবসীয় আপনার লিপি পত্র এই, আমার বাঙ্গালোশো এখানে আমাদের গৌণ হইয়াছে, তথাচ আমি এখানকার মিসনের জন্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে ভরসা করি, যেহেতুঃ আমাদের বন্ধুবর্গ প্রত্যেকেই আপন ২ স্থলে সাধ্যানুসারে (মিসনের) উপকার করিয়া থাকেন, তাহারা কমিটির সমীপে স্কুল ও মণ্ডলী বিষয়ক এক পত্র লিখিতে আমাকে চেতনা দিয়াছেন এমত পত্র আমি লিখিব, আর তাহা প্রয়োজনানুসারে মুদ্রিত হইলেও হইতে পারে। সেই সালের অক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে মুঙ্গের হইতে যে পত্র লেখেন তাহা এই "মিস্রিস্থ পাদ্রি এচ [illegible] [illegible]ের ও বিরাটস্থ তাঁহার পিতা এবং কানপুরস্থ মেং টরি য়ালো সাহেব, ইহাঁরা প্রত্যেকেই আপন ২ সন্নিকট চতুর্দ্দিগে কর্ম্ম সাধনার্থ বিশেষতঃ যাহারা খ্রীষ্ট মতাবলম্বী তাহাদের [illegible] উপদেশ দেওনার্থ এতদ্দেশীয় এক ২ জন মিসনরিকে নিযুক্ত করিয়াছেন [illegible] বর্দ্ধিষ্ণু [illegible], এই আমার [illegible] [illegible] [illegible]চক্র লেখেন;

[illegible] এ বিষয়ে [illegible] র্থাৎ করি সাহেব) যে কোন স্থানে [illegible]এ রূপে অর্চডিকন র (অ[illegible]য় হইয়া) থাকিতেন [illegible] [illegible] স্কুলসমাচার প্রচার [illegible]

বোধ হয়, পাঠক মহাশয়গণ সম্প্রতি [illegible] ভাবিতে কি রূপে দিক অনুরাগ বুঝিলেন, তথাপি তিনি [illegible] ভাবিতে কি রূপে দমন করত পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন করিতেন, তাহার প্রমাণ দেওনার্থ আমরা পশ্চাল্লিখিত কথা গ্রহণ করি; যথা "আমি বর্ত্তমান অবস্থাতে পরিতোষ ও সুখ প্রাপ্ত হই, যদি পরমেশ্বর আমাকে জীবিত করিয়া রাখেন তবে পশ্চাৎ কি গতি হইবে তাহা আমি জা[illegible] কত্ত একেলে স্বপদ ত্যাগ [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] করিতে সুখোৎপাদন [illegible] [illegible]ই এতদ্দেশীয়দিগ পারি না; কতক [illegible]

এমত ভরসা করি, মিলন কালে সাংসারিক বন্ধন বহু-ত্তর শ্রেষ্ঠত্ব অনন্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহার কদাচ বিস্মৃতি হইবে না ইতিমধ্যে "বাহা ঐক্য নিম্ন ভূমি নিরা গমন করিতেছ, আমাদের পরকালি লেখা যেন সুস্থির যুক্ত উহাই স্বরূপ হয়,"।

এ প্রকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে খ্রীষ্টীয় গুণ বিষয় সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত লেখা অসম্ভব, অতএব বিস্তারিত ইতিহাস মধ্যে যেই কথায় বিশেষ রূপে গুণ বর্ণিত আছে, সেইং চুম্বক কথা সংগ্রহ করণাপেক্ষা আমরা আর কিছু করিতে অপারক। এতন্নিমিত্তে যদি কোন লোক আমাদের পাঠ রূপ কথা জ্ঞাত না থাকেন তবে তিনি ছাবি রূপ যে তাবি বৃত্তান্ত তাহাই পাঠ করুন। করি সাহেব মনের ভাব কি রূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করিতেন তাহা পূ... কথাতে বুঝা যায়; তাঁহার নম্রতা ও স্বকৃত পাপের বোধ প্রদর্শন করিন ইংলণ্ডস্থ এক পাদ্রির প্রতি লিখিত পত্র হইতে অ... করিয়া

বর্তমান বিবরণ সমা... ক...

...রি যেন পূর্ব্বে স্বীয় পথে ... গমন ... করিতেছি বটে, অত্র

... আমার ... শরীরে

... য়ে আমার ...

... সর্ব্বথা তোমার ধন্যবাদ করা আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার অন্তঃকরণের দুষ্টতা পুনঃ২ অত্যন্ত রূপে উদিত হইবাতে আমি প্রায় হত আছি, এমত সময়ে ব্লোক নামক গ্রীজাতে আপনি প্রথমে যে উপদেশ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মই আমার বল স্বরূপ আছে; যথা "হে পরমেশ্বর আমার পাপ বড়, তুমি নিজ নামের গুণে তাহার ... কর" ইহাতে (... মার্জ্জনার্থে) অনীতা দয়া ও ... আমার ঐ উত্তম গুণ খ্রীষ্ট খ্রীষ্টেতে ...

সত্যার্ণব।

নং ১০। আপ্রিল ১৮৫১। মূল্য /১০ আনা।



মনুষ্য জাতির বিবিধ বংশ।

যদিও যাবতীয় মনুষ্য এক আদি পিতা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে সকলেই এক গোত্র এবং এক জাতি তথাচ তাহাদের শরীরের বর্ণ মুখের ভঙ্গিমা এবং বুদ্ধির বলাবল অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। কিন্তু সেই বৈলক্ষণ্যের ছলে হিন্দুদের ন্যায় জাতি ভেদ করিয়া ইতর বিশেষ করা উচিত হয় না। এক দেশের লোকদের মধ্যে

জাতি ভেদ করা অতিশয় অসঙ্গত কেননা এক দেশবাসি লোকের পরস্পর মুখের ভঙ্গিমাতেও বৈলক্ষণ্য নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে কোন শারীরিক কিম্বা মানসিক ইতর বিশেষ কিছুই নাই। তবে বেদ পুরাণে বর্ণ ভেদের যে বিবরণ আছে তাহা সিদ্ধান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহাতে কেবল ব্রাহ্মণদিগের অভিমানই প্রকাশ পায়।

পরে যদিও ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে পরস্পরের আকৃতি প্রকৃতিতে বিশেষ তারতম্য নাই বটে তথাচ অন্যান্য দেশের জনগণের অবয়বে এবং মানসিক সংস্কারে বিভিন্ন২ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়াছে। এই নিমিত্ত তত্ত্ব দর্শন সম্পন্ন পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠের উপর যত লোক বাস করে তাহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে উক্ত বৈষম্য বিবেচনা করিয়া সামান্যতঃ এই মীমাংসা করিয়াছেন যে মানব মণ্ডলকে তিন প্রধান জাতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শুভ্রবর্ণ ককেশীয়, দ্বিতীয়তঃ পীতবর্ণ মঙ্গলীয়, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণবর্ণ হাব্সি। কোন২ পণ্ডিতেরা অপর দুই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন যথা আমেরিকীয় এবং মালাই, কিন্তু তাহা হাব্সি জাতির শাখা কহিলেও কহা যাইতে পারে।

বহুদর্শি পণ্ডিতেরা আরও অনুমান করিয়াছেন যে ঐ তিন প্রধান জাতি ক্রমশঃ নোহের তিন পুত্র হইতে উৎপন্ন হয়। ককেশীয় জাতি শেমের বংশ, মঙ্গলীয় জাতি জাফেথের অপত্য, এবং হাব্সি জাতি হামের সন্তান। ধর্ম্ম পুস্তকে ঐ তিন বংশের বিষয়ে যে উক্তি আছে তাহাতে উক্ত অনুমান যুক্তি সঙ্গত ও বোধ হয়।

১ কৃষ্ণ এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তি পার্ব্বতীয় দেশে ককেশীয় জাতির প্রথম উৎপত্তি, সেই পর্ব্বতের নাম হইতেই ঐ জাতির নাম ককেশীয় হইয়াছে। তাহাদের কায়িক লক্ষণ এই২ যথা অঙ্গ শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ শরীরের আভা রজতের ন্যায়, গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং মুখ সুগঠন অঙ্গাকৃতি এবং

বিপুল শশ্রুযুক্ত, ললাট বিস্তৃত, মস্তক সুপরিমিত, ওষ্ঠাধর সঙ্কীর্ণ।

মানসিক সংস্কারে ককেশীয় জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ঐ জাতি চারি শাখাতে বিভক্ত, যথা ১ পেলাস্জিক অর্থাৎ পূর্বতন গ্রীক এবং রোমান জাতির মূল শাখা, ২ সুরীয় অর্থাৎ পূর্বতন অসুরীয়, কলদীয় এবং ইজিপ্তীয় দিগের মূল শাখা, ৩ ভারতবর্ষীয় শাখা, ৪ সিদিয়া অথবা তাতার শাখা।

পৃথিবীর উপরিস্থ প্রধান ২ জাতীয় লোকেরা ককেশীয় বংশে উৎপন্ন হইয়াছে পূর্বাতন গ্রীক রোমান অসুরীয় ইজিপ্তী এবং ভারতবর্ষীয় জনগণ শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য বল বিক্রম বিদ্যা কৌশলে মানব মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই　　সকল জাতি প্রায় তাহাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে।

গ্রীক জাতীয় লোকেরা এস্যা এবং আফ্রিকা খণ্ডে আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। রোমানেরদের সম্রাটকে এক প্রকার সার্ব্বভৌম কহা যাইতে পারিত। ইজিপ্তীয়দিগের বিষয়ে লিখিত আছে যে তাহারদের এক জন রাজা পরাজিত রাজবর্গকে ঘোটকবৎ রথের বাহন করিয়াছিল। অসুরীয় এবং ভারত বর্ষীয় রাজারা চতুর্দ্দিকে বাহু বল বিস্তার করিয়াছিল। ইহারা সকলেই ককেশীয় জাতি।

অধুনাতন ইউরোপীয় লোকেরাও ককেশীয় জাতি হইতে উৎপন্ন সুতরাং ঐ জাতীয় লোকেরা সর্ব্ব কালে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই বীরত্ব পাণ্ডিত্য শিল্প নৈপুণ্য সামাজিকতা সুশীলতা প্রভৃতি কায়িক মানসিক এবং আত্মিক গুণেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অলঙ্কৃত হইয়াছে।

যদি কেহ প্রশ্ন করে কাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত তবে পুরাতন গ্রীক অথবা অধুনাতন ইউরোপীয় লোকের মধ্যে কোন ২ বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিতে

হয়। যদি কেহ প্রশ্ন করে কাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে তাহাতেও ঐ জাতির প্রসঙ্গ করিতে হয়।

উপরিস্থ ছবির শির আকৃতি (ক) দেখিলে পাঠক বর্গ ককেশীয় জাতির মুখের ভঙ্গিমা বুঝিতে পারিবেন।

২ মঙ্গল জাতীয় লোকদিগের এই ২ লক্ষণ, যথা অল্প গৌর বর্ণ, কেশ সূক্ষ্ম, মুখ অত্যল্প শশ্রু যুক্ত, নাশিকা ক্ষুদ্র এবং নিম্ন, ললাট সঙ্কীর্ণ, মস্তক বিস্তৃত, ছুঙ্কি কটাক্ষ, ওষ্ঠ স্থূল। ককেশীয় অপেক্ষা মঙ্গলীয় জাতির আকৃতি অধিক খর্ব্ব।

মঙ্গলীয় জাতির লোকেরা [illegible] এবং আত্মিক সংস্কারে ককেশীয় দিগের তুল্য নহে। তাহারদের মধ্যে চীন দেশীয় লোকেরা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কিন্তু যদিও চীন জাতীয় লোকেরা কোন ২ বিষয়ে নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছে এবং বহু কালাবধি সামাজিক রূপে গণ্য হইয়াছে তথাচ তাহারা শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ও বিদ্যায় ইউরোপীয় জাতির সমান নহে। তাহারদের মধ্যে প্রকৃত বর্ণমালার অভাবে বিপুল পাণ্ডিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিয়দ্বর্ষ গত হইল ইংলণ্ডীয় লোকদিগের সহিত তাহারদের সংগ্রাম হইয়াছে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে তাহারা ককেশীয় জাতির ন্যায় বিক্রমশালী অথবা রণ কুশল নহে।

চেঙ্গিস খাঁ তৈমুর বেগ প্রভৃতি মঙ্গলীয় যে ২ বীর বিখ্যাত হইয়াছে তাহারাও কেবল পশুর ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ বিক্রম এবং শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু রাজকীয় অথবা সাংগ্রামিক বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা দর্শাইতে পারে নাই।

এস্যার অন্তঃপাতি আলতাই পর্ব্বতে মঙ্গলীয় জাতির উৎপত্তি। তথা হইতে তাহারা এস্যার মধ্য এবং পূর্ব্ব ভাগে ব্যাপ্ত হয়।

উপরিস্থ ছবির বাম পার্শ্বে (মং) মঙ্গলীয় জাতির আকৃতি। ৩ হাব্সি জাতির লক্ষণ এই ২ যথা অঙ্গ কৃষ্ণ বর্ণ, ওষ্ঠাধর স্থূল, কেশ রুক্ষ এবং কুণ্ডলাকার, ললাট সঙ্কীর্ণ এবং নিম্ন, মস্তক গোলত্ব বিহীন, নাসিকা নিম্ন এবং পরিসর, চক্ষু উচ্চ্বল। হাব্সি জাতীয় লোকেরা মানসিক এবং আত্মিক সংস্কারে অতি জঘন্য। তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে ধর্ম্ম পুস্তকোক্ত হামের বংশের প্রতি নোহের অভিশাপ স্মরণে আইসে। নোহ কহিয়াছিলেন যে হামের বংশীয় লোকেরা অন্যান্য বংশীয় লোকের ক্রীত দাস হইয়া মহা দুর্গতিতে পড়িবেক। হাব্সি জাতীয় লোকেরা হামের বংশোদ্ভব, তাহাদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে নোহের উক্ত অভিশাপ নিতান্ত সত্য বোধ হয় এবং তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রচকদিগের দৈব জ্ঞানও প্রকাশিত হয়।

উপরিস্থ ছবির দক্ষিণ পার্শ্বে (হা) হাব্সি জাতির আকৃতি যদিও কোন ২ বহুদর্শি পণ্ডিতেরা মানব মণ্ডলীকে ত্রিবিধ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন তথাচ বেদ পুরাণ রচকদিগের ন্যায় তাঁহারা তাহারদের পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহার এবং কুটুম্বতা করণ নিষেধ করেন নাই সুতারং তাহা হিন্দুদিগের বর্ণ ভেদের তুল্য নহে।

কেমন অবস্থান্তর!

রোমীয়দিগের অধিকার সময়ে ইংলণ্ড দেশের কেমন অবস্থা ছিল এবং এক্ষণেই বা কি রূপ হইয়াছে এই দুই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমারদিগকে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয় হায় কেমন অবস্থান্তর! পূর্ব্বকালীন ইংরাজ জাতিরা সাহসিক ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় তত্রত্য সমুদ্রাদি হইতে মৎস্য ধারণ করিত এবং অসভ্যতা সূচক নানা বিধ অঙ্গরাগ করিয়া আপনাপন অঙ্গ চিত্রিত করিত, অপর অশুদ্ধ নিষ্ঠুর কার্য্য এবং মিথ্যাতে তাহাদের মানসিক শক্তি বিকৃত হওয়াতে তাহারা

নিদারুণ কৃত্রিম যাজকদিগের পৌত্তলিকতার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহারা ভূত প্রেত পিশাচ দানব ও রাক্ষসাদিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত, আর অবলা স্ত্রী জাতির প্রতি স্বেচ্ছাচার করিয়া ঈশ্বরদত্ত তাহাদের সন্তানদিগকে বলি প্রদান করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই দেশের লোকেরা আপনাপন স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির সহিত সর্ব্বদা একত্র ও এক গৃহে বাস করত পরস্পর স্নেহ প্রেম ও সদ্ভাবে কালযাপন করিতেছেন, তাহাদের যত্নে প্রতিদিনই পদার্থ ও শিল্প বিদ্যোন্নতি হইতেছে, সকলেই পরিশ্রমী হইয়া প্রয়োজনানুসারে স্বীয় ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কেহ২ মধ্যে বহুতর শস্যোৎপত্তি এবং বুদ্ধি কৌশল দ্বারা অনেকানেক কুটী স্থাপন করিয়া অতি সুন্দর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন, অপর তাহারা মানসিক শক্তির চালনায় সেই পরম দয়ালু সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বসম্পাদক, ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, এখন আর স্ত্রী জাতির প্রতি স্বেচ্ছাচার নাই, এবং দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের বলিদান কাহাকে বলে তাহাও এখন আর কেহ জানে না।

প্রশ্ন, কি প্রকারে এ রূপ আশ্চর্য্য অবস্থান্তর হইল।

উত্তর, যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত অলৌকিক বাক্য দ্বারা হইয়াছে ইহা অবশ্য কহিতে হইবে, কেননা মানব জাতি সভ্য হইবার কারণ যত্নবান হইলে কিয়দুন্নতি করিতে পারে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টাশ্রয় ব্যতীত যে সভ্যতা সে অসভ্যতা, চিনদেশীয় লোকেরা প্রিয়তম কুমার সকলকে কুক্কুর ও শকুনি দ্বারা ভক্ষণ করাইয়া কি সভ্য হইয়াছে? হিন্দু লোকেরা মৃত স্বামির সহিত সতী দাহ করাইয়া ও ভাগীরথী নীরে বৃদ্ধকালে জীবিতাবস্থাতে স্ব২ সন্তান কর্ত্তৃক হত হইয়া কি সভ্য হইয়াছে? মহম্মদ ধর্ম্মাক্রান্ত মানবেরা অবলা স্ত্রী জাতিকে পিঞ্জরস্থ কোকিলের ন্যায় বদ্ধ করত অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া কি সভ্য হইয়াছে? না, যে কোন দেশে মিথ্যা ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব আছে তদ্দেশীয়েরা মহৎ ও প্রধান কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক যে এফুল

অবস্থা তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারে না, দেখ পূর্ব্ব কালের প্রশংসিত প্রাচীন লোকেরা বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে প্রাখর্য্য ও প্রগাঢ়তা দর্শাইয়াও নীতি শাস্ত্রে বিশারদ ছিল না। কিন্তু পরে সেই নীতি বিদ্যা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সহকারে উন্নতি পাইয়া মনুষ্যকে উচ্চপদাভিষিক্ত করিতেছে, অপর যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার মনুষ্যের অন্তঃকরণকে কোমল করিয়া বালক বিধবা পিতা মাতা প্রভৃতিকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া মানসিক শক্তি বৃদ্ধি জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, অপিচ কেবল সুসমাচার হইতেই মানব জাতি মিথ্যা ধর্ম্মের প্রভুত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া ঐশ্বরিক ও মানসিক শক্তিকে সৎপথাবলম্বী করত বুদ্ধি পরিশ্রম বিদ্যা এবং সুখের আকর স্বরূপ করিয়াছে। প্রাচীন দেশে অথবা যে২ দেশে সুসমাচার প্রকাশিত হয় নাই তদ্দেশীয় লোকদিগের ইতিহাস এবং রাজকীয় বিবরণানুসন্ধান করিয়া দেখ তাহাদের মধ্যে দরিদ্র লোকের আহারীয় দ্রব্য দান দীন হীনের রক্ষা স্থান বা দুরাচারাক্রান্ত অনুশোচি লোকদিগের নিমিত্ত কোন আশ্রয় কোথাও দেখিতে পাইবে না কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রভাবে ঐ সকল বিষয় ব্রিটন দেশে বিস্তারিত রূপে আছে তাহার জয় পতাকা মনুষ্যের আত্মম্ভরিতা অবিবেকতা এবং নিষ্ঠুরতাকে পরাভব করিয়া তদুপরি দেদীপ্যমান হইতেছে। যদ্যপি পূর্ব্বতন গ্রীক বা রোমীয় কোন লোক সর্ব্বাঙ্গে চিতার ভস্ম লেপন করিয়া মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হওত কবর হইতে গাত্রোত্থান করে, এবং সুসমাচার দ্বারা ব্রিটেন রাজ্যে কি মঙ্গল হইয়াছে তাহার প্রমাণ আমার নিকট চাহে, তবে আমি তাহাকে আমাদের চিকিৎসালয়, চক্ষু হীনদের আবাস স্থান, এবং অপরাধি অনুতাপি বা ক্ষুধা সর্ব্বস্ব হারাইয়া যে গৃহে বাস করত সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায় তাহা দেখাইয়া দিব। আমি তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে যে সভা দ্বারা বস্ত্র-

হীনদিগকে বস্ত্র প্রদান, দীনহীনদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, ও দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ হয় তাহা দেখাইয়া দিয়া হঁ। এমত প্রত্যুত্তরের আশঙ্কা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিব যে এথিনি রাজ্যে কিম্বা সম্রাট সম্বন্ধীয় রোম রাজ্যে অথবা প্রাচীন কোন মহানগরে লোকেরা এ সকল মহদ্বিষয় জানিত কি না? দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের দেশস্থ পর্ব্বত সকলের উপরিভাগ যে রূপ অম্লান ছিল এক্ষণেও তাহাই আছে, বেগবতী স্রোতঃস্বতী দ্বারা পাহাড় এবং কিনারায় যে প্রকার ফেণা লাগিত এখন ও সেই প্রকার লাগে, দরিদ্র দিগের সময়ে আমাদিগের চতুর্দিকস্থ সমুদ্রে ঘূর্ণিত বায়ু ও ঝড় উপস্থিত হওয়াতে প্রান্তর মধ্যে ও সমুদ্রতটে যেরূপ অনিষ্ট হইত এক্ষণে ও তাহা হয়, কিন্তু হায় তদ্দেশীয় লোকদিগের কেমন অবস্থান্তর হইয়াছে। প্রভাকরের কর দ্বারা যদ্রূপ হিমানী গলিয়া যায়, তদ্রূপ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রভাবে অসভ্যতা এবং নিষ্ঠুরতা একেবারে লুপ্ত হয় সুনীতি ও সচ্চরিত্র বিষয়ে এ জগৎ যেন দ্বিতীয় বার সৃষ্ট হইয়া ও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া খ্রীষ্টানদিগের সদ্গুণ সৌরভ বিস্তারিত রূপে ব্যাপ্ত করিতেছে, যাহাতে পূর্ব্ব কালের শীতের যাথার্থিকতা সপ্রমাণ হইল যথা।

শীতের শীতত্ব নাই বরষার বৃষ্টি।
অবনিতে নানা পুষ্প করিছে সুদৃষ্টি।
বিহঙ্গ করিছে রব সময় পাইয়া।
কপোতের ধ্বনি শুনি দেশেতে থাকিয়া।

পবিত্র দূতগণের পরিরক্ষণ পরিপালন বিষয়ের শেষাংশ।

দূত কারা হইতে পিতরকে বহিরানয়ন করেন, তাদৃশ দূত বহুধা প্রত্যয়িদিগকে সমুপস্থিত সঙ্কট হইতে সহসা সংরক্ষণ করেন।

আমাদিগের বৈরি সয়তানের পরাক্রম মহান্ বটে কিন্তু প্রহরি দূতগণ আমাদিগকে তাহার হস্তি হইতে আকৃষ্ট করিয়া লয়েন।

তোমার তাবৎ আপদ বিপদে এই সহকারিরা যে তোমার সতত সন্নিহিত ইহাতে কোন মতেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না কেননা কেরুবিম্ ও সেরাফিম রূপে শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে পক্ষবিশিষ্ট করিয়া এই অভিপ্রায়ে বর্ণনা করে যেন তুমি নিশ্চিত জানিতে পার যে তোমার সহকারিতা করণার্থ তাঁহারা চিন্তাতিরিক্ত বেগাতিশয়ে সন্নিহিত হন কেননা তাঁহারা অতি সূক্ষ্মাত্মা। কোন বস্তুই তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে পারে না। দৃশ্য বস্তু সমূহ তাঁহাদের শক্ত্যাধীন এবং সর্ব্ব বস্তু যত স্থূল ও নীরন্ধ্র অর্থাৎ নিরাট হউক তাবতই তাঁহাদের প্রবিশ্য, এই পবিত্র দূতগণ যে তোমার দুর্ঘট ও সঙ্কট সমুদায় সুজ্ঞাত, ইহাতে কোন সংশয় করিও না কেননা তাঁহারা সর্ব্বদা তোমার স্বর্গীয় পিতার মুখ দর্শন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞা পালনে আত্যন্তিক দ্রুতগামী।

হে আমার আত্মন, ইহাও বিচারিয়া দেখ, যে দূতগণ পবিত্র, অতএব যদি তাঁহাদের সঙ্গ প্রয়াস কর তবে পবিত্রতা প্রাপণে সযত্ন হও। সম শরীর সম মনেই মৈত্রতা বর্দ্ধন করে অতএব যদি দূতগণের পরিরক্ষণ প্রয়াস কর তবে পুণ্যাচরণ অভ্যাস কর। সকল স্থানে এবং অতি গোপনীয় স্থানেও রক্ষাকারি দূতের সমাদর কর এবং মনুষ্যদের সাক্ষাতে যাহা করিলে লজ্জা প্রাপ্ত হইতা তাহা দূত সাক্ষাতেও করিও না। এই আত্মগণ শুচি এতজ্জন্য অশুচি ক্রিয়া দর্শনে পরাঙ্মুখ হন। ধূম যাদৃশ মধু মক্ষিকাদিগকে দূরীকৃত করে তাদৃশ অসহ্য ও গুরুতর পাপে তোমার প্রাণের পবিত্র রক্ষকগণও দূরীকৃত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হন। যদি তোমার পাপাচরণ প্রযুক্ত তুমি একবার এই রক্ষকগণের আশ্রয়োচ্ছিন্ন হও তবে পাপাত্মার ফাঁদ হইতে

কি প্রকারে নিরাপদ হইবা। দূতগণের আশ্রয় বিহীন হইলে চতুর্বেষ্টিত বহু প্রকার আপদ বিপদের আক্রমণ হইতে কি প্রকারে বিমুক্ত হইবা। তোমার আত্মা যদি দূতগণের প্রাচীর রূপ রক্ষক বিহীন হয় প্ররোচনার প্রতারণায় তাহা অনতি-বিলম্বে পরাভূত হইবে।

ঈশ্বর হইতে সেবাকারি পবিত্র দূতগণ সেবার্থ প্রেরিত হন তবে যদি দূতের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়াস কর প্রথমতঃ বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বর সহ পুনর্মিলিত হও। যথায় ঈশ্বরের প্রসাদা-ভাব তথায় দূতগণেরও পরিরক্ষণাভাব। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের পরিত্রাণকারি হস্ত স্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর যদ্রূপ লক্ষ্য সিদ্ধি করেন তদ্ব্যতীত তাঁহারা কোন কর্ম্মেতে নিযুক্ত হন না। এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গেতে দূত গণ সমীপে তদ্বিষয়ের জন্য আনন্দ হয়। সত্যানুতাপির অশ্রু দূতগণের সার পেয় সদৃশ কিন্তু অনমুতাপির অন্তঃকরণ তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করে। অতএব যথার্থ মনঃপরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য যেন তাহাতে দূতগণের আনন্দ জন্মে। দূতগণ পারমার্থিক ও স্বর্গীয় স্বভাব বিশিষ্ট তবে পারমার্থিক ও স্বর্গীয় বিষয় ধ্যান করা আমাদের কর্ত্তব্য যেন আমাদের সহবাসে দূতগন দুঃখ বোধ না করেন।

দূতগণ নম্রশীল এবং গর্ব্ব তাঁহাদের সম্যক্ রূপে ঘৃণ্য, কেননা তাঁহারা শিশুদিগেরও সেবা করণে লজ্জিত হন না।

স্বর্গীয় আত্মাগণও যদ্যপি এতাদৃশ নম্রশীল হইয়া আপনা-দিগকে লঘু করেন তবে ধূলী ভস্ম কেন আপনাকে এতোধিক দাম্ভিক কর।

মৃত্যুকালে শয়তানের পরাক্রম অধিকতর ভয়ঙ্কর কেননা লিখিত আছে সর্প পাদমূল বিপক্ষে কুমন্ত্রণা করে। পাদমূল শরীরের শেষাঙ্গ এবং জীবনের শেষ মৃত্যু। মৃত্যুর সেই শেষ যন্ত্রণায় শয়তানের জ্বলন্ত বাণ হইতে আত্মাকে রক্ষণ

করিয়া শরীরাবাস নির্গমনকারি তদাত্মাকে স্বর্গীয় সুখ স্থানে বহনার্থ দূতগণের পরিরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

জেখেরিয়া যৎকালে স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সংপাদন করিতেছিল তৎ কালে ঈশ্বরের দূত তৎসন্নিধানে আইলেন তাহ্রশ তুমি যদি প্রার্থনা ধন্যবাদাদি করণে সযত্ন হও তবে তুমিও দূতগণের পরিরক্ষণে পরিতুষ্ট হইতে পারিবা।

হে সর্ব্ব দয়ার ঈশ্বর তুমি পবিত্র দূতগণ দ্বারা আমাদিগকে এই জীবনের প্রান্তর মধ্য দিয়া অগ্রসরণ করিতেছ প্রদান কর যে আমরা তাঁহাদের দ্বারা উপরিস্থ স্বর্গেতেও নিরাপদে সমীকৃত হই।

য়িশু খ্রীষ্ট এবং মহম্মদের মধ্যে তারতম্য।

১ য়িশু খ্রীষ্ট যিহুদি দেশে থাকিয়া মৃতু্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ দূর দেশে গমন করিয়া নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বি লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ২ মহম্মদ সেনাপতি হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন য়িশু খ্রীষ্ট শান্তির রাজা ছিলেন। ৩ মহম্মদ অতি লম্পট ছিলেন; কিন্তু য়িশু খ্রীষ্ট ধার্ম্মিক, নির্ম্মল, ও অহিংসক; এবং পাপিগণ হইতে পৃথক ছিলেন। ৪ মহম্মদ মন্ত্রণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তিনি নিজ ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন নাই, কেবল আপনি কহিয়াছিলেন যে রাত্রিকালে স্বর্গারোহণ করেন কিন্তু য়িশু খ্রীষ্ট সকলের সমক্ষে প্রকাশ্য রূপে অতি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তিনি অসুস্থকে সুস্থ ও মৃতকে জীবিত করিয়াছিলেন। ৫ মহম্মদ তাঁহার শিষ্যগণকে পরের রক্তপাত করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু য়িশু খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে অনুতাপ ও নম্রতা ও স্নেহ প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ৬ মহম্মদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার শত্রুগণের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট পলায়ন করেন নাই। ৭ মহম্মদ মনুষ্য নাশক হয়েন য়িশু খ্রীষ্ট মনুষ্য ত্রাতা হইয়াছিলেন।

প্রতিজ্ঞা পালনের ফল।

আরবীয় দেশে হুমান নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিন মত্ত হইয়া আপন দুই সহচরকে জীবদ্দশায় সমাধি করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু চেতনা হইলে পর দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইলেন এবং ইহার প্রতিশোধার্থ শ্রেষ্ঠ কবর নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক বৎসর দুই দিন তাহাদের স্মরণার্থ নিরূপণ করিলেন, প্রথম দিন যে কোন বিদেশীয় লোকের সাক্ষাৎ পাইতেন তাহাকেই উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিলে তাহাকে কবরের নিকটে বলি রূপে উৎসর্গ করিতেন ইহার মধ্যে এক জন আরবীয় লোক রাজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিলেন ঐ ব্যক্তি রাজাকে পূর্ব্বে অতিথি করিয়াছিল, তাহাকে নরবলি করিলে আতিথ্য নিয়ম লঙ্ঘন হইবে একারণ রাজার এক অমাত্য তাহার প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিলেন। এই জন্য ঐ আরবীয় লোক এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষমা পাইল এক বৎসরের পরে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে ইহা স্থির হইল। কিন্তু বৎসরের শেষ দিনে সেই আরবীয় লোক উপস্থিত না হওয়াতে ঐ প্রতিভূই হত হওনের নিমিত্ত আনীত হইল, তাহাতে অন্য অমাত্য বিতর্ক করিলেন যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নরবলি করা হইবেক না। ইতিমধ্যে ঐ আরবীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে রাজা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ধর্ম্ম এমন উৎকৃষ্ট রূপে প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়ে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম। ইহাতে রাজা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিষয় শিক্ষিতে মানস করিলেন কিছু কাল পরে তিনি এবং তাহার প্রজাগণ বাপ্টাইজিত হইলেন ও নরবলি ব্যবহার একেবারে রহিত করিলেন।

বিশপ করি সাহেবের চরিত্র

[illegible]হার [illegible]

[illegible]

বিশপ [illegible]

ঐ পদ অর্পণ [illegible]

মানসিক [illegible]

পতির নিকট এই [illegible] শুনিয়া থাকিবেন যে গবর্ণমেণ্ট আমাকে মান্দ্রাজের বিশপ করিতে বাঞ্ছা করেন; আমি এই পদ প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করি নাই; অতএব এমত প্রত্যাশা করি যে পরমেশ্বর আমাকে উক্ত পদে [illegible] তিনিই আমার পথ দর্শক ও সহকারী হইবেন।

পরে আর্চডিকন করি সাহেব উক্ত শকের [illegible] মাসের ১২ দিবসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া জলপথের যাত্রা সমাপ্ত করিলে পরবর্ত্তি আপ্রেল [illegible] দিবসে ইংলণ্ডে পঁহুছিলেন; কিছু দিন গতে তি[illegible] যে এত দিনে আমার সমুদয় ভরসা সার্থক হইল; অপর [illegible] অহঙ্কার দ্বারা আপনাকে অন্ধকার [illegible] পবিত্র তাহা[illegible] ঘাট হইতে যে পথ দ্বারা আমি লণ্ডনে আ[illegible] তাহা অতি উত্তম রূপে শোভিত ও অনেকানেক ক্ষুদ্র [illegible] এবং স্থানে২ মহতী অট্টালিকায় ব্যাপ্ত আছে; আর নগরে২ নূতন ইষ্ট[illegible] ক্রমে গ্রথিত [illegible] এ দেশ অতি সৌভাগ্যাবস্থায় [illegible] এবং সুখ সম্পর্ক[illegible] আমোদ জন্মে কিন্তু নিরূপিত কর্ম্ম [illegible] পারে না; এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য দর্শন হইতে যে পার-মার্থিক ও সাংসারিক ভাবে শুষ্ক ও কষ্ট নাশক ভূমি আছে তা[illegible] মোর কর্ম্ম আমাকে আকর্ষণ করে; অতএব

পরমেশ্বর যেন আমার সঙ্গে গমন করেন; যেহেতুক তিনি প্রান্তর মধ্যে নির্ঝর খনন করিতে পারেন।

১৮৩৫ শালের জুন মাসের ১৪ দিবসে কান্তর্বরির আর্চ-বিশপ লিচ্‌ফিল্ড ও কার্লায়েল এবং ব্যাঙ্গর বিশপদিগের আনুকুল্যে মন্দ্রাজের বিশপের পদে করি সাহেবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তৎকালে পাদ্রি যোসিয় প্রাট, যিনি কলিকাতার বর্ত্তমান আর্চডিকনের পিতা ছিলেন' তিনিই উপদেশ কথা ঘোষণ করিয়াছিলেন; উক্ত অভিষেক দিনের বিষয়ে বিশপ করি সাহেব আপনি এমত লিখিয়াছিলেন; যথা, আমি রাত্রি শেষে কি না ৪ ঘণ্টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তৎপর ঐ দিনের গুরুতর কর্ম্ম সাধনার্থ আপনি প্রস্তুত হইবার কারণ তিমথিয়ের ও ইব্রিয়দের প্রতি লিখিত পত্র পাঠ করিলাম; তাহাতে আমি সংক্ষেপে ঈশ্বরের ক্ষমাশীল দয়া বুঝিতে ও ভাবি কালে প্রসাদ পাইবার ভরসা করিতে পারক হইলাম।

ঐ গুরুতর কর্ম্মের কিছু দিন গতে বিশপ করি সাহেব ইংলণ্ড হইতে পোতারোহণে পুনর্যাত্রা করিয়া তৎপরবর্ত্তি অক্টোবর মাসে মন্দ্রাজে উপনীত হইলেন, তিনি ঘাটে পঁহুছনের পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন; নূতন কর্ম্ম আমার অপেক্ষা করে, এবং বর্ত্তমান ভাবনা আমার পীড়াকর হয়; কি জানি পাছে ইহাতে আমার ত্রুটি হয়; একারণ হে ঈশ্বর অহঙ্কার রূপ দোষ হইতে তোমার দাসকে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত নম্রতাচরণ করিতে শক্তি দেও, বাহ্য দশার জন্য কোন অহঙ্কার যেন আমাতে না বর্ত্তে অথবা স্বীয় জাত যে দুর্ব্বলতা তাহা যেন সাধ্য কর্ম্ম সাধন করিতে আমার কোন বিঘ্ন না জন্মায়; হে প্রভো, তুমি আমাকে সর্ব্বার্থে যীশু খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দেও। অনন্তর উক্ত বিশপ অক্টোবর মাসের ২৪ দিবসে সেণ্ট জর্জের খ্রীজাতে পদার্পিত

সত্যার্ণব।

নং ১৬। মে ১৮৫১। মূল্য /১০ আনা।



রাজপুত্র জাতির কথা।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে [illegible] গর্ভে রাজপুত্র জাতির উৎপত্তি হয়। [illegible] [illegible] রাজন্য, ইহা নিশ্চিত, তদীয় [illegible] জাত উক্ত জাতি রাজপুত্র অভিধেয় হইয়াছে। কোন২ ইতিহাস লেখকদিগের অনুমানে রাজ পুত্রেরা সূর্য্য অর্থাৎ মিহির বংশোদ্ভূত এবং [illegible] [illegible] উভয় [illegible] [illegible] হইতে [illegible], আসিয়াছে কিন্তু সে কথা অলীক বোধ হয়। টাড সাহেব [illegible] [illegible] লোক এবং আদ্যাবধি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী।

আমরা গত সংখ্যাক সত্যার্ণবে মনুষ্য জাতিকে তিন প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছিলাম। রাজ পুত্রেরা তৎ প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ককেশীয় জাতির মধ্যে গণিত হইতে পারে। বল বিক্রম এবং শারীরিক ও মানসিক সৌষ্ঠবে তাহারদিগকে পূর্ব্বতন গ্রীক ও রোমান এবং অধুনাতন ইউরোপীয়দিগের তুল্য জ্ঞান করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বহুদিবসাবধি ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা অল্প হইয়াছে। পুরাণেতে লিখিত আছে যে জমদগ্নি রাজার পুত্র পরশুরাম পৃথিবীকে এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন, এ কথার যুক্তি আমরা কিঞ্চিৎ মাত্র বুঝি না, পৌরাণিকেরাই তাহার অদ্ভুত মর্ম্ম বুঝেন। পরন্তু পৃথিবী কি রূপে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইতে পারে?

সে যাহা হউক ইহা সত্য বটে যে ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা অতিশয় খর্ব্ব হইয়াছে প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রায় আর কোন রাজারদিগের নাম শুনা যাইত না কিন্তু বহুকালাবধি তজ্জাতীয় রাজা দুর্লভ হইয়াছে।

ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে রাজপুত্র জাতি প্রবল হইয়াছে। রাজপুত্রেরা বহুকালাবধি ভারতবর্ষের রাজ্য ভোগ করিয়াছিল। যবন রাজারদের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে তদ্রক্ষক ক্ষত্রিয় রাজার নাম প্রায় শুনা যায় নাই। রাজপুত্র রাজারাই দেশ রক্ষার্থে সকচ্ছ হইয়াছিল।

সম্প্রতি রাজপুত্রেরদিগকে ক্ষত্রিয় পদস্থ জ্ঞান করা যাইতে পারে কেননা তাহারা পিতৃ ধর্ম্ম পালন করত যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইয়াছে। তাহারা বল বিক্রম শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যে বিলক্ষণ বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গদেশ মধ্যে রাজপুত্র পাওয়া যায় না। রাজপুত্রেরা সকলেই হিন্দুস্থান বাসী, তাহারদের ভাষাও হিন্দী, তবে কেহ২ বঙ্গ ভূমিতে আসিয়া বহুকাল বাস করাতে বঙ্গীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছে।

রাজ পুত্রেরা বল বিক্রমে বঙ্গীয় লোকদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিম প্রদেশীয় লোক মাত্রেই শৌর্য্য বীর্য্যে বঙ্গীয় লোকদিগের অপেক্ষা প্রধান। বঙ্গ দেশীয় ধনি লোকেরা প্রায় রাজ পুত্রাদি পশ্চিম প্রদেশীয় লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও দ্বার-পালাদি কার্য্যে নিযুক্ত করেন না তাহার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অতিশয় দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ।

হিন্দুস্থানের মধ্যে এখনও অনেক২ রাজ পুত্র রাজা আছেন। জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, জয়শালমির, কৃষ্ণগড়, কোটা বুদি প্রভৃতি দেশে রাজ পুত্র ভূপাল আছেন। তাঁহারা প্রকারান্তরে ইংরাজদিগের বশীভূত বটেন কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহারদের বহুতর আদর করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের রীতি নীতি রাজপুত্র জাতির মধ্যে যেমন প্রবল দেখা যায় তদ্রূপ ভারত বর্ষীয় অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না সুতরাং রাজ পুত্র জাতির আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের দোষ গুন উভয় বোধ গম্য হইবে। পূর্ব্বতন হিন্দুরা যেমন স্বধর্ম্ম মত্ত হইয়া মিথ্যা দেবদেবীর সেবাতে রত ছিল রাজ পুত্রেরাও তাদৃশ বেদ পুরাণের অনুরাগে অত্যন্ত মত্ত। পূর্ব্বতন হিন্দুরা যেমন বিলক্ষণ রণ পুঙ্গব ছিল রাজ পুত্রেরাও তাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিম প্রদেশীয় অধিকাংশ হিন্দুরদের বোধে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে অহিংসা ধর্ম্ম পালন হয় না একারণ তাহারা নিরামিষ ভোজন করে। রাজ পুত্রেরাও প্রায় নিরামিষাশী কিন্তু তাহারা মাংস ভোজনে নিবৃত্ত হইলেও আমিষাশী বঙ্গীয় লোক অপেক্ষা অধিক বলবান্। ইহাতে বোধ হয় যে শারীরিক কুশলার্থ আমিষ ভোজনের অপেক্ষা নাই।

কিন্তু রাজ পুত্রেরা প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় বিদ্যাবান নহে। তাহারা ক্ষত্রিয় সন্তান সুতরাং যুদ্ধ ব্যবসায়ী হওয়াতে শাস্ত্র চিন্তায় তৎপর হয় না। ক্ষত্রিয়দের ন্যায় তাহারা

আপনারদিগকে দ্বিজগণ প্রভৃতি ও বেদাধ্যয়নে অধিকারী জ্ঞান করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করে।

পরন্তু রাজপুত্র জাতি মধ্যে একটা মহা ঘৃণিত ব্যবহার চলিত ছিল বেদ পুরাণে তাহার কোন পোষকতা দেখা যায় না। অধিকাংশ রাজ পুত্রেরা কন্যা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওনানন্তর বধ করিত। যদি সৎপাত্রের অভাবে বিবাহ না হওয়াতে কোন হানি হয় অথবা যদি প্রকারান্তরে দুশ্চরিত্রা হইয়া পিতৃকুলের অপযশের কারণ হয় এই শঙ্কায় তাহারা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বিনষ্ট করিত এক্ষণে তদ্রূপ দুষ্ক্রিয়াচরণে সংকিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার অভাব ঐ ঘৃণিত রীতির মূল কারণ। অঙ্গনারদের হৃদয়াকাশ অবিদ্যা তিমিরাচ্ছন্ন হওয়াতে রাজপুত্রেরা তাহারদিগকে পশুবৎ বোধ করিয়া অবিশ্বাস করে সুতরাং যদি কুলাঙ্গার হইয়া পড়ে এই শঙ্কায় তাহারদিগকে শৈশবাবস্থায় বধ করিত। নারীদিগের যদি বিদ্যা থাকিত তবে তাহারদিগকে নিতান্ত অধর্ম্মোন্মুখ জ্ঞান করিতে পারিত না; স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির পক্ষেই অধর্ম্ম সম্ভাবনা আছে, বরং পুরুষের অধর্ম্ম করিবার অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু এই বলিয়া পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে কে কোথায় বধ করে তবে কন্যা সন্তানকে কেন নষ্ট করিবে।

পরন্তু মঙ্গল সমাচারের প্রাদুর্ভাবে রাজ পুত্রেরা সত্য ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইলে ঐ জঘন্য রীতি সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিয়া আপনারদের নাম উজ্জ্বল করিতে পারিবে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্মে শিক্ষিত হইলে অতি প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে।

উপমার দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়।

ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ।

বুদ্ধিহীন লোকদিগের কোন বিষয় জ্ঞানগোচর করিতে হইলে সচরাচর দৃষ্টান্ত কথা দ্বারা সর্ব্বদা বুঝাইতে হয়।

[redacted]

[illegible] [illegible]ঘোষেকের স্তুতি

করিলেন [illegible] কি হইল

[illegible] তরণী তর[illegible]

হইয়াছে ! তরণী[illegible]

[illegible]মান

বজ্রাঘাতে

প্রতি[illegible]

[illegible] প্রত্ত [illegible]

[illegible] [illegible]

প্রাণী [illegible]

সঙ্কট হইতে

এমত জিজ্ঞাস[illegible]

উপায়ে

আনা যায় [illegible]

নচেৎ উত্তরেরই [illegible]

[illegible]

জ[illegible]

খাদের সন্নিকট আনীত হইলে ঐ শৃঙ্খলের একটা কড়া ভাঙ্গিয়া গেল। এক্ষণে ঐ বিপদ্গ্রস্ত লোকেরা কি করিবে? অবশিষ্ট শৃঙ্খল ধরিয়া থাকিলে কি কিছু উপকার হইবে তাহারা কি বাঁচিবে? এক জন শ্রোতা কহিল শৃঙ্খল ধরিয়া থাকিলে রক্ষা পাইবে না বরং অবশিষ্ট শৃঙ্খল জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে কেননা তাহাতেও তাহাদের বিপদ্ বৃদ্ধি হইবে। তবে এমত প্রাণ নাশক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তাহারা কি করিবে? তাহাদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল তাহারা ঈশ্বরের দয়াতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করুক। তিনি কহিলেন ইহাই উপযুক্ত উত্তর। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে ঈশ্বরের আদিষ্ট দশ আজ্ঞার মধ্যে যদি কেহ একটা আজ্ঞা মাত্র লঙ্ঘন করে তবে অবশিষ্ট নয় আজ্ঞা প্রতিপালন দ্বারা মুক্তি পাইতে পারিবে না। আমরা কেবল ঈশ্বরের দয়াতে নির্ভর করিয়া আমাদের প্রতি বিস্তারিত খ্রীষ্টের সর্ব্বশক্তিমান হস্ত ধারণ করিলে অনায়াসে রক্ষা পাইব।

আগড় পাড়া।

রূপক ইতিহাস।

শুভ্র বস্ত্র।

এক দিবস আমি এক বিশেষ নগর মধ্যে গিয়া দেখিলাম তত্রস্থ লোক কেহ২ খিল২ করিয়া হাসিতেছে আর ক্ষণেক কাল যেন বড় আহ্লাদিত এমন দেখাইতেছে কিন্তু পরে বোধ হইল তাহারা সকলেই অতিশয় দুঃখী। ঐস্থলে বড় গোলমাল, তাহাদের কাহাকেও শান্তি যুক্ত দেখিলাম না, তাহারা মলিন জঘন্য এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, আর যদিও কাহার২ পরিচ্ছদ দূর হইতে অন্যাপেক্ষা সুদৃশ্য দেখাইল তথাপি নিকটে গিয়া অবলোকন করিলাম যে সে সকলি তালি যুক্ত ও গলিত বস্ত্র মাত্র।

আমি বিস্ময় পূর্ব্বক এতাবৎ দেখিতে২ এক তুরীধ্বনি

শুনিলাম, ধ্বনির স্থলে দৃষ্টি ক্ষেপ করাতে দেখিলাম নগরের রাজ পথে দণ্ডায়মান এক মনুষ্য রৌপ্য নির্ম্মিত তুরী ধ্বনি করিতেছে অতএব লোকেরা অতি বেগে তথায় ধাবমান হই, আমিও সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তি ও সেই লোকদের মত আকার বিশিষ্ট, কেবল তত বিমর্ষ নহেন, কিন্তু চতুর্দিকস্থ মলিন ও ছিন্ন পরিচ্ছদাবৃত এবং অসুখি লোকারণ্য প্রতি চাহিয়া অবশ্য দুঃখিত হইয়া থাকিবেন পরন্তু ঐ সকল লোক তাঁহার বাক্য শুনিতে আসিতেছে এ প্রযুক্ত হৃষ্টচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার তুরীর এমন সুমধুর বাদ্য ও এমন উচ্চ অথচ স্পষ্ট শব্দ হইতে লাগিল যে তদ্দ্বারা শ্রোতারা আমোদিত হইল। বোধ হইল ঐ বাদ্য যন্ত্রধারি জন কোন মহৎ লোকের ভৃত্য হইবে যেহেতু তাহার শুভ্র বস্ত্র সামান্য প্রকার হইলেও তাহার শিরোভূষণাগ্রে ও বক্ষঃস্থলোপরি একটি ক্রুশের চিহ্ন ছিল। তিনি হর্ষ ভাবে কিছুকাল তুরী বাজাইয়া পশ্চাৎ আপন ওষ্ঠ হইতে তাহা নামাইয়া কহিতে লাগিলেন।

"হে মিত্রগণ আমার প্রভু এক　　দিতে তোমাদের কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন"।

তাহাতে জনতার মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল "তোমার প্রভু কে?" তিনি উত্তর করিলেন "এ নগরের ওদিগে ঐ বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন যে এক জন ধনাঢ্য ভদ্রলোক তিনি"।

পরে লোকারণ্যের মধ্যে আর এক মনুষ্য কহিলেন কি "সুসংবাদ আনিয়াছ"।

ইহাতে সেই ব্যক্তি বলিলেন "শুন আমার প্রভু তোমাদের সকলকে মহাভোজ দিতে আপন গৃহ প্রস্তুত করিতেছেন এবং তোমাদের পরিতোষার্থে যাহা আবশ্যক সকল করিবেন অতএব ইহা কহিয়া তোমাদের নিমন্ত্রণ করিতে আমাকে ও তাঁহার অন্যান্য দাসকে প্রেরণ করিয়াছেন"।

ইহা কহিবা মাত্র ঐ দরিদ্র লোকদের মধ্যে কেহ ২ আহ্লাদে করতালি দিয়া কহিতে লাগিল আ'

"এ বড় সুসংবাদ বটে আমি যাইব, পুলকিত হইয়া যাইব, কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক গমন করিব; আর সেই ভদ্র লোক আমাদের ন্যায় দীনহীন লোককে আপনার সুন্দর আবাসে নিমন্ত্রণ করিতেছেন ইহা তাঁহার অতি অনুগ্রহ"।

লোক সমূহের অন্যান্য কতক ব্যক্তিরা সেই ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিল না, তাহারা কহিল।

"তিনি আমাদের ভাবনা ভাবেন না; আমার ইহাতে প্রত্যয় হয় না," এ রূপ কহিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু অবশিষ্টেরা ভোজে এতাদৃশ গমনেচ্ছুক হইয়াছিল যে তাহারা জিজ্ঞাসিতে লাগিল কোন দিনে ভোজ হইবে।

কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর দিয়া কহিলেন "আমি কহিতে পারি না সে কথা প্রভু কহেন নাই, আমরা জানি শীঘ্র হইবে কিন্তু তাহার দি'স কহিতে সক্ষম নহি" আরো সে ব্যক্তি বলিলেন "আ'নার সমাচার এখনও সমাপ্ত হয় নাই আমাদের রাজ' রিয়াছেন যে তোমাদের প্রত্যেকে ভোজনে পারিবে বটে, তথাপি যে কেহ সুন্দর শুভ্র ও নির্ম্মল বস্ত্র পরিয়া না যাইবে তাহাকে তিনি আসিতে দিবেন না; তোমাদের এ রূপ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যাইতে হইবে তাহাতে যেন তোমাদিগকে একই প্রকার দেখায় এবং তিনিও যেন তোমাদের সহি' ভোজনে বসিতে পারেন।

এ কথা শ্রবণে তাহারা অতিশয় মনোদুঃখী হইল, আর আপন ২ ছিন্ন গলিত বেশের উপর তাকাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল "তবে আমি যাইতে পারিব না, অন্য এক জন বলিল "অবশ্য আমিও পারিব না এমন বাটীতে যাইবার উপযুক্ত উত্তম বেশ আমার নহে আর শুভ্র পরিষ্কার পরিচ্ছদ ক্রয় করিতেও আমার সঙ্গতি নাই"।

অনন্তর সে ব্যক্তি কহিল অপরিমিত ধন প্রাপ্ত হইলেও তেমন বস্ত্র ক্রয় করা তোমাদের অসাধ্য, তোমাদের নগর মধ্য তাবৎ দোকানে অন্বেষণ করিলেও তদ্রূপ পাইবা না বিক্রেতারা শুভ্র কহিয়া যে বস্ত্র দেখাইয়া দিবে আমাদের প্রভু তাহা শুভ্র কহিবেন না; এ তিমিরাবৃত ধূমময় স্থানে তাহা কিছু শুভ্র দেখাইতে পারে বটে কিন্তু তাঁহার সুন্দর ও পরিপাটী প্রাসাদস্থ উজ্জ্বল নির্ম্মল জ্যোতিতে অতি মলিন ও দাগপড়া বোধ হইবে।

পরে চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকেরা কহিল "কি করিব? আপনকার কর্ত্তা যে আপনকাকে ও আপনার অন্য ২ সহদাসগণকে প্রেরণ করিয়াও আমাদের মঙ্গলেচ্ছা করেন নাই, এমন অসম্ভব অথচ শুভ্র বস্ত্র বিহীন হইয়া কেমনে যাই? আমরা কি রূপেই বা তাহা পাইতে পারি।

পরন্তু ঐ ব্যক্তি বলিলেন যদি ভূতলস্থ তাবৎ ধনাধিকারী হও তথাচ এ শুভ্র বস্ত্র ক্রয় করিতে পার না কেননা সে নির্ম্মল শুভ্র পরিচ্ছদ কেবল তাঁহার কাছে আছে, এবং তিনি কাহাকেও বিক্রয় করেন না কিন্তু তিনি কহিয়াছেন যদি তাহা পাইতে নিতান্ত ইচ্ছা করহ তবে গিয়া তাঁহার গৃহের দৌবারিকালয়ের দ্বারে আঘাত করত কহ যে তোমার প্রভুর নিমিত্ত এক শুভ্র বস্ত্র যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি তবে তোমরা সকলেই প্রাপ্ত হইবা।

অতঃপর সেই ব্যক্তি কহিলেন সেই ক্ষুদ্র ঘরে যাইতে বিস্মৃত হইও না, পরে নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় চাহিলেন এবং তাহাদের সকলের নিকট শিষ্টতা করত ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস আমি সে দৌবারিকালয়ে গিয়া দেখিলাম উক্ত নগর হইতে অনেকে আসিয়া দ্বার সমীপে ভিড় করিয়া রহিয়াছে, সেই দ্বার রুদ্ধ ছিল তাহাতে এক জন অগ্রসর হইয়া বল পূর্ব্বক কপাটে ঘা মারিতে লাগিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য

না, এই!

ঘা মারিয়া দেখিল

দেখিলেক ঐ সেখানে

দেখা

বস্তু জানি সকলে গমন করত

তাহারা

মারিতে লাগিল। তাহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসি কো

করহ। তাহাতে তাঁহাদের এক

বিশিষ্ট ও তুরী বাদক ব্যক্তি

ঘা দিবা

অবশ্যই

আমাদিগকে

হইতে আনিয়াছেন শেষে প্রতারণা

ইচ্ছা তখন

যেহেতু এক্ষণে

পায়ে ...

"আনন্দ ... ... নিয়ে ...

... জগতে কহা শেষ তোমার ...

পথে ... বান

উপনীত হইল।

তাহারা কেমন ... হইয়া

... দিগকে ...

... হইবে

... আদি আব ...

... বিষয়ে

... বাঞ্ছা

দেশীয় ... তথাপি

... করি ।

নানাবিধ কর্ম্মে ...

... ছিলেন,

দুষ্ট জনতার মধ্যে অনেকের অন্তরে প্রবিষ্ট হইল, পরে সেখ আপন নিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ বিষয় যেন আরো বিবেচনা করিতে পারেন এই একারণ কাণপুরে কোন কর্ম্ম পাইবার নিমিত্ত আপন পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন তাহার ফল এই যে তিনি মার্টিন সাহেবের পারসীক লিপি অনুকরণ করিতে এক প্রকার লেখকীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা হউক তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে আপন মত ব্যক্ত না করিয়া মার্টিন সাহেবের হিন্দুস্থানীয় অন্তভাগ অনুবাদ করণ সম্পূর্ণ হইলে ঐ পুস্তক বদ্ধ করণার্থ আপন হস্তগত করাতে জীবন রূপ বাক্য পাঠ করণের সুযোগ পাইলেন এবং অল্পকালেই ঈশ্বরীয় আলোক তাঁহার প্রতি দত্ত হইলে পর তিনি অনুতাপ ও প্রার্থনা করণে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতার সম্মুখে অবনত হইলেন, সম্প্রতি উক্ত বিষয় গোপনে স্থির। কিছুকাল পরে মার্টিন সাহেবের কলিকাতায় আগমন প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে আপন আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এমত প্রচারে বশিতস্বর দৃঢ় বাঞ্ছা প্রযুক্ত মার্টিন সাহেব কলিকাতায় আগমন কালে তাঁহাকে আপন সঙ্গে লইয়া পাদ্রি ডি ব্রোন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিলেন ; সেখ প্রথমতঃ মার্টিন সাহেবের মুখে সুসমাচার শ্রবণ করিতে২ সংবৎসরেক যাপন করিলে ডি ব্রোণ সাহেব আপ গ্রীজাতে পক্কাশ-মানক রবিবারে তাঁহাকে আবদুল মসি (অর্থাৎ খ্রীষ্টের সেবক) এই নামে বাপ্তাইজ করিলেন, ইহাতে ঐ উত্তম মহাশয়েরা কেমন সাবধান পূর্ব্বক লোকদিগকে বাপ্তাইজিত করিতেন তাহা বুঝা যায়।

আগামি বৎসরে (অর্থাৎ ১৮১২ শকে) তিনি চর্চমিশনেরি সোসাইটির কাটিকিষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়া পাদ্রি করি সাহেবের দশভিব্যাহারে আগ্রায় গমন করিলে তথায় আট বৎসর পর্য্যন্ত অনেক সাধনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া যাহাতে বহু জন শিক্ষিত হইয়া সত্য বিশ্বাসের চিহ্ন দেখাইল এমত

খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীতে সংযুক্ত করিলেন ; আর তিনি পীড়িত লোকদের সুবিধার্থে আপন অধিক অর্থ ও জীবিকা ব্যয় করিলেন। এ রূপে তিনি আট বৎসর পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট পূর্ব্বক ঐ মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিলে পর ধর্ম্ম বিষয়ক কমিটির ইচ্ছানুসারে পাদ্রির পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮২৫ শালে কলিকাতায় তাঁহার অভিষেক হইলে তিনি আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিয়া আরো পশ্চিমে পুনঃ২ গমন করিয়া আপন ব্যবহারের নম্রতা ও যথার্থিকতা এবং বারম্বার ধর্ম্ম বিষয়ক অতি মনোহর কথোপকথন দ্বারা সর্ব্বত্র অনেকের মনোযোগের উৎপাদক হইলেন ; এই রূপে কোন সময় তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য বাদশাহ তাঁহাকে দর্শন করিতে মনোরথ করিলেন এবং তিনি রাজার সম্মুখে আসনোপরি করিয়া প্রস্তুত থাকিবার জন্য আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান লোকের দ্বারা বাদশাহ রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন একারণ তদ্ধর্ম্মাবলম্বি লোকের প্রতি এতাদৃক সম্ভ্রম করিতে মন্ত্রিগণ বাদশাহকে নিষেধ করিল। পরন্তু অযোধ্যা রাজ ও বেগম্ সমরু দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে মর্য্যাদা প্রদত্ত হইল তাহাতে তিনি স্বদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কেমন প্রশংসা বিস্তার করিলেন তাহা বুঝা যায়।

তদনন্তর ১৮২৫ শালে বিশপ হিবর সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বিষয়ে নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছিলেন ; যথা, "তিনি দীর্ঘকায় ও মনোহর শ্মশ্রু যুক্ত, অতি নম্র ও প্রবীণ। আর আমি এ দেশে যেসকল খ্রীষ্টিয়ান অবলোকন করিয়াছি, তাহার মধ্যে এতাদৃশ শিষ্টাচারি লোক অদ্যাবধি আমার চক্ষু গোচর হয় নাই ; তিনি সকল গর্ব্ব ও ধর্ম্মান্ধতা বিহীন এবং অতি সরল খ্রীষ্টিয়ান হওয়াতে সর্ব্ব প্রকারে পাদ্রির উপযুক্ত হইয়া আছেন। পূর্ব্ব দেশীয় দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও শ্বেত শ্মশ্রু আর স্থির ও ধৈর্য্যশীল বদন প্রযুক্ত এক দিকে কোন প্রেরিতের ন্যায় তাঁহার আকার

১২ সংখ্যা।

সত্যার্ণব।

জুন ১৮৫১

কলিকাতা।

ENCYCLOPÆDIA PRESS, CALCUTTA.

মূল্য /১০ দেড় আনা।

1 R. 2 As. per Annum.

সত্যার্ণব।

নং ১২। জুন ১৮৫১। মূল্য /১০ আনা।



আলফ্রেড রাজার বিদ্যা শিক্ষা।

পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেশে আলফ্রেড নামা এক জন সুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য এবং প্রজা বাৎসল্যাদি গুণ দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সদ্গুণ

ধার্ম্মিক এবং সচ্চরিত্র ভূপাল ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে ছিল না। তিনি সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ সংশ্রয় এই ছয় রাজ গুণেতে এবং সাম দান ভেদ দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়ে সুসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের কালে ইংলণ্ড দেশ দেনমার্ক দেশীয় ভয়ানক দুরন্ত জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তিনি অতুল্য বিক্রম এবং কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

আলফ্রেড রাজা বিদ্যা এবং ধর্ম্মানুশীলনের নিমিত্ত বিশেষতঃ বিখ্যাত ছিলেন। তৎকালে সুপণ্ডিত লোক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল কিন্তু রাজা স্বয়ং বিবিধ বিদ্যার পার দর্শন করিয়া ধর্ম্ম পুস্তকের কিয়দংশ স্বকীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিদ্যানুশীলনে উৎসুকতা জন্মে। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় নাই ইহাতে তাঁহার মনে কুসংস্কার জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার পিতা বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন নাই একারণ কেহই অনুমান করে নাই যে তাঁহার বিদ্যা লাভ হইবে।

তিনি বাল্যকালে পিতার আদেশে দুই বার রোম নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন। রোম নগর তৎকালে ধর্ম্মপুরী রূপে মান্য ছিল কেননা ইউরোপের অধিকাংশ লোক রোম নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে জগদ্গুরু বলিয়া মান্য করিত। অপর রোম নগর পূর্ব্বে পশ্চিম খণ্ডের রাজধানী বলিয়া গণ্য হওয়াতে তথায় বিদ্যারও বিপুল চর্চ্চা হইয়াছিল। রোম নগর কাব্যাদি বিবিধ বিদ্যার প্রধান স্থান ছিল বিশেষতঃ তথায় ভূরি২ অনুপম গ্রন্থ এবং শিল্প জ্ঞানের নিদর্শন ছিল সুতরাং যাত্রি লোক সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে তাহা দেখিয়া বিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী হইত।

অতএব যদিও অনেক বয়স পর্য্যন্ত আলফ্রেডের বিদ্যারম্ভ ও বর্ণ পরিচয় হয় নাই তথাপি ইউরোপীয় ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দিয়া রোম নগরে গমন করাতে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ

বহুদর্শিতা এবং বিদ্যানুশীলনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। পরে যুদিথ নাম্নী তাঁহার বিদুষী বিমাতা স্বয়ং সযত্না হইয়া পুত্রের মনে বিদ্যা রূপ বীজ রোপণ করিতে চেষ্টা করাতে তাঁহার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইল। বিমাতার সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হওয়াতে আলফ্রেডের বিবিধ বিদ্যায় উত্তরোত্তর বিপুল ব্যুৎপত্তি জন্মিতে লাগিল।

ইতিহাস বেত্তারা লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজমহিষী একদা আলফ্রেড প্রভৃতি রাজ কুমারদিগের সম্মুখে একখান স্যাক্সন কাব্য হস্তে ধারণ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি কুমারদিগকে কহিলেন যেব্যক্তি এই পুস্তক সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতে শিখিবে তাহাকেই ইহা পারিতোষিক রূপে প্রদত্ত হইবে। বোধ হয় রাজমহিষী কৌতুক ভাবে একথা সপত্নীপুত্রদিগকে কহিয়া থাকিবেন কিন্তু ফলে তাহাতে মহা উপকার দর্শিল। জ্যেষ্ঠ কুমারেরা বর্ণ শিক্ষার পরিশ্রমে কাতর হইয়া মনে করিলেন একখান গ্রন্থ পারিতোষিক পাইলে কি হইবে। কিন্তু আলফ্রেড বিদ্যামৃত পানার্থ পিপাসু থাকাতে বর্ণ জ্ঞান পাইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া শীঘ্র ঐ পুস্তক পাঠ করিতে শিখিলেন। পরে ক্রমশঃ বিদ্যার সাধন করাতে কিয়ৎকালের মধ্যে লাটিন ভাষা অধ্যয়ন করিয়া মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

আলফ্রেডের বিদ্যা শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা এই২ উপদেশ প্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ মাতৃ উপদেশের মহা ফল, কেননা আলফ্রেড বিমাতার উপদেশ কৌশলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব বিদ্যাবতী মাতাকে অমূল্য রত্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে। যাহারা শৈশবকালে ধর্ম্মজ্ঞা বিদুষী জননীর উপদেশ প্রাপ্ত হয় তাহারা ধন্য। এই নিমিত্ত আমরা এতদ্দেশীয় লোকদিগকে পুনঃ২ স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি গৃহিণী সুশিক্ষিতা এবং প্রশান্তচিত্তা হইলে সংসারেরও মহা উপকার দর্শে তাঁহার সৎপরামর্শে পুত্র কন্যার অশেষ উপকার হইতে পারে

কিন্তু গৃহিণী অশিক্ষিতা হইলে সংসারের কেবল বিশৃঙ্খলতা হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ আলফ্রেড রাজার বিদ্যাশিক্ষায় আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণ পরিচয় ও হয় নাই তথাপি তিনি পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা তাৎকালিক পণ্ডিত বৃন্দের মধ্যে গণিত হইয়াছিলেন সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার কাল কখন অতীত হয় না, পরিশ্রম এবং যত্ন করিলেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। আর বিদ্যা একবার লব্ধ হইলে কখন হৃত হয় না।

তৃতীয়তঃ নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বিদ্যা চর্চ্চা করা যাইতে পারে। আলফ্রেড রাজা প্রজাপালন এবং শত্রুদমন নিমিত্ত যে প্রকার ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছিলেন রাজা কিম্বা প্রজার মধ্যে প্রায় কেহ কখন তদ্রূপ ব্রিবত হয় নাই তথাপি তিনি পরমার্থ চিন্তা এবং বিদ্যানুশীলনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রতি দিবস আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরমার্থ চিন্তা এবং বিদ্যানুশীলন করিতেন এবং অবশিষ্ট ষোল ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ এবং আট ঘণ্টা আহার নিদ্রাদি শারীরিক ব্যাপারে বিনিয়োগ করিতেন।

পলীকার্প।

প্রাচীন কালে স্মির্ণা নামক নগরস্থ মণ্ডলীতে পলীকার্প নামা এক জন বিশপ ছিলেন তৎকালে রোম দেশের রাজা খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে উদ্যত হইবাতে পলীকার্প দণ্ডনায়ক লোক কর্ত্তৃক বিচারকের সাক্ষাতে আনীত হইলেন তাহাতে বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে? তিনি উত্তর করিলেন আমার নাম পলীকার্প, ইহাতে বিচারক প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি বৃদ্ধ, তোমার কেশও পাকিয়াছে তথাপি কেন মরিতে চাও, আপন শরীরের প্রতি দয়া করিয়া

কৈশার রাজার নাম লইয়া দিব্য কর এবং অনুতাপ করিয়া নাস্তিকদিগকে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে) নষ্ট করিতে সম্মত হও পলীকার্প ইহা শুনিবামাত্র স্বর্গের ও বিচারালয়স্থ লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে২ হস্ত বিস্তার করত এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যথা হে প্রভো এই নাস্তিকেরা নষ্ট হউক তাহাতে বিচারক পুনর্ব্বার তাহাকে প্ররোচনা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন খ্রীষ্টকে নিন্দা করিয়া কৈশার রাজার নাম স্মরণ করত দিব্য কর ইহা করিলে তুমি মুক্তি পাইবা পলীকার্প উত্তর করিলেন ছেয়াসি বৎসর পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছি এবং তিনি কখন আমার অপকার করেন নাই অতএব আমি কি প্রকারে তাহাকে নিন্দা করিতে পারি? ।

ইহাতে বিচারক অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন তোমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্যে কতিপয় বন্য পশু প্রস্তুত আছে এবং অনুতাপ না করিলে তাহাদের মধ্যে তোমাকে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিব ।

পলীকার্প অনুদ্বিগ্ন হইয়া উত্তর করিলেন ভাল আপনি সে রূপ আজ্ঞা করুণ; এই প্রকার নির্ভয়তা দেখিয়া বিচারক আরবার তর্জ্জন করিয়া বলিলেম যদি তুমি বন্য পশুদিগের যন্ত্রণা তুচ্ছ কর তবে অগ্নি সংযোগ দ্বারা তোমার সাহস দমন করিব তাহাতে পলীকার্প প্রত্যুত্তর করিলেন তুমি যে অগ্নির ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তর্জ্জন করিতেছ তাহা চিরস্থায়ী নহে কিন্তু চির প্রজ্বলিত যে নরকানল পাপিদের জন্যে সঞ্চিত আছে তাহা তুমি জান না, ইহার পর তিনি মরণ স্থানে আনীত হইলে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন যথা হে প্রভো আমাদের ধন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর, আপনকার বিশ্বাসি সাক্ষির ন্যায় আমাকে মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আপনার ধন্যবাদ করিতেছি, হে পিতঃ আপনকার অদ্বিতীয়

পুত্র যে আমাদের সনাতন মহাযাজক তদ্দ্বারা আমি আপনাকে প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার সহিত পবিত্র আত্মাতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আপনকার মহিমা হউক। আমেন

মহম্মদের মৃত্যু বিষয়।

মহম্মদ হেজিরা ১১ বৎসরে শুরিয়া দেশ স্বধর্ম্মের বশীভূত করণার্থ তথায় এক মহা সৈন্য প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং আশমা নামে এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; ঐ ব্যক্তি জেদের পুত্র এবং তখন ২০ বৎসর বয়স্ক ছিল। জেদ আপন সুন্দরী স্ত্রী মহম্মদকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মূতা রণে মৃত হইয়াছিলেন। সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ করিবার রাত্রিতে মহম্মদের অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইল, অর্দ্ধ রাত্রি কালে তিনি শয্যা হইতে অকস্মাৎ উঠিয়া মেক্কা নগরের মধ্য দিয়া কবর স্থানে পঁহুছিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে কবরস্থ মৃত লোক তোমরা আহ্লাদিত হও, তোমারদের প্রত্যূষে তোমরা জাগ্রৎ হইবা, আমারদের প্রত্যূষ হইতে তোমারদের প্রত্যূষ অধিক মঙ্গলকর হইবে, পরমেশ্বর তোমারদিগকে জীবৎঅবস্থায় ঝড় রূপ ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন কিন্তু আমারদের ক্লেশ তুফানযুক্ত রাত্রি প্রহরের ন্যায় পরম্পরায় ধাবমান হয়," তখন মহম্মদ মৃত লোকদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া তাহার দাসকে কহিলেন পরমেশ্বর আমাকে অনুমতি দিলেন যে এই জগতে মহা বিচার দিন পর্য্যন্ত সন্তোষ পূর্ব্বক কাল যাপন করিব।

ঐ সময়াবধি তাঁহার শিরঃপীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে পর তিনি রীত্যনুসারে প্রত্যেক স্ত্রীর সহিত এক২ দিন থাকিলেন কিন্তু মাইমনা স্ত্রীর গৃহে থাকিবার কালে তাঁহার বেদনা অতিশয় প্রবল হইতে লাগিল তিনি তাঁহার প্রিয়স্ত্রী আইশার সহিত জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন করিতে মনস্থ করিলেন সেই স্থানে তাঁহার প্রিয় কন্যা ফতিমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহম্মদ

তাহার নিকট স্বীয় মৃত্যুর প্রসঙ্গ করাতে তিনি দুঃখিত হইলেন তখন মহম্মদ কহিলেন তোমার মৃত্যু হইলে তুমি স্বর্গেতে রাণী হইবা তাহাতে তাঁহার কন্যা আহ্লাদিতা হইলেন।

ইহার পর মহম্মদ বড় জ্বরগ্রস্ত হওয়াতে মস্তকোপরি জল নিক্ষেপ করিলেন পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়াতে প্রার্থনার কারণ মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং ইহা উপদেশ দিলেন যে যে কোন ব্যক্তি পাপের নিমিত্ত দুঃখগ্রস্ত হন তিনি ইহা স্বীকার করিবেন। এক ব্যক্তি কপটী ও মিথ্যাবাদী হওয়াতে উমার তাহাকে তিরস্কার করিল। তাহাতে মহম্মদ কহিলেন পর-লোকের লজ্জাপেক্ষা ইহকালে তাহা স্বীকার করা উত্তম মহম্মদ তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর মহম্মদ লোকদিগের প্রতি প্রকাশ করিলেন তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে আমি মারিয়াছি তিনি আমার পৃষ্ঠে আঘাত করিতে পারেন যদি কোন ব্যক্তিকে আমি নিন্দা করিয়া থাকি তিনি এখন আমাকে কহুন। তাহাতে এক ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন তুমি আমার তিন দিনার ঋণী আছ। তাহাতে মহম্মদ সুদ সমেত তিন দিনার দিলেন এবং কহিলেন পরলোকের দণ্ড হইতে ইহলোকের দণ্ড শ্রেয়ঃস্কর।

তৎপরে মহম্মদ রণে পতিত লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন এবং আরব্য দেশ হইতে সকল দেবপূজক লোক দূর করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রাচীন মুসলমানদের তুল্য নব্যশিষ্যদিগকে সমান রূপে অধিকার দেওনে ও প্রার্থনায় অনবরত মনোনিবেশ করিতে এই উপদেশ সমাপ্ত হওয়াতে তিনি আইশার গৃহে আশ্রিত হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার রোগ দিন ২ বৃদ্ধি পাইলে পর কখন ২ তিনি ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিতেন। তাহাতে তিনি কহিলেন যেন পরমেশ্বর তাঁহার সুস্থতার বিষয় তত্ত্বাবধারণ করিতে জিব্রিএল দূতকে প্রেরণ করেন এবং তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে য়িশ্রায়েল দূত তাহার নিকট না আইসে. শুক্রবার দিবসে তিনি মসজিদে

ঘোষণা করিতে যাইবার মনস্থ করিয়া আপনাকে সবল করিতে স্বশরীরে জল নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন এ জন্য আববেকরকে সর্ব্বসাধারণ প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিলেন। মহম্মদ মসজিদে উপস্থিত না হওয়াতে এক জনরব হইল যে তিনি মরিয়াছেন। তিনি ইহা শুনিয়া আলি ও এলাবাসের স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন; লোকে তাঁহাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল এবং তিনি তাহাদের প্রতি বক্তৃতা করিয়া কহিলেন তোমরা আমার মৃত্যুর বিষয়ে কেন অতি ত্রাসযুক্ত হইয়াছ কিন্তু আমার পূর্ব্বে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা অমর হন নাই।

তোমাদের বোধ হয় যে আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিব না, দেখ, পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে সকল ঘটনা হয় ও প্রত্যেক ঘটনার সময় নিরূপিত আছে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাই, আমার শেষ আজ্ঞা এই যে তোমরা একচিত্ততাতে থাক ও পরস্পর প্রেম ও সম্ভ্রম কর। বিশ্বাস ও ধর্ম্মে দৃঢ়তা এবং সৎকর্ম্ম করিতে পরস্পর প্রবৃত্তি দেও। এই সকল উপায় কেবল মঙ্গলজনক মাত্র, অন্য উপায় কেবল নাশজনক। আমি তোমাদের অগ্রে যাইতেছি তোমরা শীঘ্র আমার পশ্চাদ্গামী হইবা, আমাদের সকলের সম্মুখে মৃত্যু আছে কোন লোক তাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারে না। আমার পরমায়ুঃ তোমাদের সন্তোষের কারণ যেমন হইয়াছে আমার মৃত্যুও তদ্রূপ হইবে এই তাঁহার শেষ কথা হইল. তখন আলি ও এলাবাস তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। সে দিন সকালে তিনি অল্প সুস্থ হইলেন কিন্তু সন্ধ্যাকালে তিনি অতিশয় বেদনাযুক্ত হইলে যেন মৃত্যু তাঁহার নিকটবর্ত্তী ইহা জানিয়া যে দাস গণ তাঁহার বাটীতে ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিতে ও গৃহস্থিত ধন দরিদ্রদিগকে দিতে আদেশ করিলেন।

পরে তিনি সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন মৃত্যু সময় পরমেশ্বর আমার সহিত হউন। আইঅশা আপন ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রাখিয়া মৃত্যু যন্ত্রণা শান্ত্বনার্থ চেষ্টা করিলেন কখন ২ পানপাত্রে হস্ত মগ্ন করিয়া মুখে ছিটাইয়া দিলেন। শেষে মহম্মদ নেত্র উত্তোলন করিয়া চক্ষুর পাতা অচল করিলেন এবং কিয়ৎকাল উচ্চদৃষ্টি করিয়া কহিলেন "হে আল্লা এমন হউক ঈশ্বরের বাসস্থান তেজোময় সখিগণ মধ্যে"—কিয়ৎ ক্ষণে তাহার হস্ত শীতল ও এই কহিয়া প্রাণ নির্ব্বাণ হইল; আইঅশা বালিশে তাঁহার মস্তক রাখিয়া আপন মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিলেন তাহার বিলাপ শুনিয়া মহম্মদের অন্যান্য স্ত্রী আইলেন তাহাদের খেদোক্তি দ্বারা মেদিনাস্থ লোকেরা জানিল যে মহম্মদ মরিয়াছেন ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন ও ত্রাসযুক্ত হইল ও সকল কর্ম্ম স্থগিত করিল। সৈন্যগণ সুরিয়া দেশে যুদ্ধ যাত্রা করণার্থ তাহাদের তাম্বু উঠাইয়া ছিল এক্ষণে অধিষ্ঠান করিতে আদেশ পাইল। তাহাদের সেনাপতি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে মেদিনাতে ফিরিয়া আইলেন ও মহম্মদের দ্বারের সম্মুখে তাহাদিগের পতাকা স্থগিত করিলেন।

মহম্মদের শব দর্শনার্থ অনেকে সেখানে আইলেন পরন্তু আগারে মহা কলহ উপস্থিত হইল কেহ বলিল উনি মৃত না হইয়া কেবল অভিভূত আছেন, কেহ বলিল য়িশা ভবিষ্যদ্বক্তাদের ন্যায় স্বর্গারোহণ করিলেন। উমার খাপ হইতে খড়্গ বাহির করিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন যদি কেহ বলে মহম্মদ মৃত হইয়াছেন আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব। আর তিনি বলিলেন যেমন মুসা চল্লিশ দিন পর্ব্বতে গিয়াছিলেন তেমন মহম্মদ প্রস্থান করিলেন, কিয়ৎকাল পরে ইনি ফিরিয়া আসিবেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে আবুবেকার আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও মহম্মদের শ্বেতমুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন তুমি আমার পিতা মাতার তুল্য ছিলে তোমার মৃত শরীর

দেখিলেও আহ্লাদ জন্মে অধুনা তুমি অনন্ত সুখে বাস করিতেছ এবং আল্লা তোমাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুর বশ করিবেন না। পরে তিনি লোক সমারোহ সম্মুখে কহিলেন যদি তোমরা মহম্মদকে অর্চ্চনা কর তবে তিনি মৃত হইয়াছেন যদি পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা কর তিনি মরেন না মহম্মদ কেবল পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন. যেমন প্রেরিতগণ ও সাধু লোকেরা মরিয়া গেলেন তেমনি ইনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। লোক সমারোহ এ কথা শুনিয়া নিঃশব্দ হইয়া থাকিলেন। মহম্মদের কুটুম্বগণ তাহার শব প্রক্ষালন করিয়া সৌগন্ধযুক্ত করিয়া তিন দিবসাবধি প্রকাশ্য রূপে স্থাপিত করিলেন যে সকলে তাহাকে দেখিবে। পরে তাঁহার কবর স্থান বিষয়ে এক বিবাদ উৎপন্ন হইল, মক্কাস্থ লোকেরা কহিলেন মক্কা তাহার জন্ম ভূমি, ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান। মেদিনাস্থ লোকগণ কহিলেন মেদিনা তাঁহার আশ্রয়স্থান প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ স্থান। অন্য লোক বলিলেন যিরুশালম নগর ভবিষ্যদ্বক্তাদের কবরস্থান প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ কিন্তু আবুবেকর কহিলেন মহম্মদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যে স্থানে ভবিষ্যদ্বক্তার মৃত্যু হয় সেই স্থানে কবর হইবে এই জন্য মহম্মদের খাটের নীচে এক গর্ত্ত খুদিয়া তাহার মধ্যে তাহার শব রাখিলেন।

খ্রীষ্টীয় প্রেম।

মান্যবর শ্রীযুত সত্যার্ণব সম্পাদক মহাশয়! এই কতিপয় পংক্তি লিখিয়া আপনকার নিকট পাঠাইতেছি অনুগ্রহ করিয়া সত্যার্ণব পত্রের একদেশে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

আমাদের কি ২ কর্ত্তব্য তাহা ধর্ম্ম গ্রন্থে প্রকাশ আছে বিশেষতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন তোমরা পরস্পর প্রেম কর আর যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম আছে তাঁহারা ঈশ্বরের সকল আজ্ঞা পালন

করিয়া থাকেন কেননা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা এই তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তের সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরে প্রেম কর এই প্রথম মহাজ্ঞা। এবং দ্বিতীয় আজ্ঞা এই তুমি আপন প্রতিবাসিতে আত্ম তুল্য প্রেম কর। এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের সম্পর্ক আছে। অতএব যাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম করিয়া থাকেন তাঁহারা নিশ্চয় পরের প্রতিও করিয়া থাকেন কিন্তু যাহারা পরের প্রতি প্রেম না করে তাহারা ঈশ্বরকেও প্রেম করে না। যেমত সাধু যোহন কহিয়াছেন যথা যে আপন ভ্রাতাতে প্রেম না করে সে ঈশ্বরে প্রেম করে না। আর ঈশ্বর সমুদয় জগৎকে প্রেম করেন এই নিমিত্ত আমাদের ত্রাণার্থ অপন প্রিয় পুত্রকে এই জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আমাদিগকে প্রেম করেন এই জন্য আমাদের কারণ আপন প্রাণ দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেরিতেরা তাঁহাকে প্রেম করিত এই জন্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহারা সকলকেই প্রেম করিতেন আর তাঁহাদের প্রেমের কর্ম্ম তাঁহাদের কৃত প্রেম মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ দ্বারা জানা যায় যে তাঁহারা এই প্রেমের জন্য আপন আপন প্রাণ দিয়াছেন। তদ্রূপ যাহারা প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান তাহাদের মধ্যে ও এক্ষণে ঐ প্রেমের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি তৎপ্রমাণ এই দেখ ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতারা বিশেষতঃ মিশেনরিগণ আমাদিগকে ও তাবৎ দেশীয়কে কেমন প্রেম করিয়া থাকেন তাঁহারা বিবিধ ভাষায় মহা বিজ্ঞ হইয়া সাংসারিক সুখ তুচ্ছ করিয়া আপন পিতা মাতা ও জন্ম ভূমি ত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে আসিয়া আমাদের মঙ্গল জন্য বিবিধ উপায় ও নানা পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন তাহা অকথনীয় আর যাঁহারা ইংলণ্ড দেশে আছেন তাঁহারা আমাদের মঙ্গলার্থে এতদ্দেশে আপন২ ধন প্রেরণ করিতেছেন ও সর্ব্বদা সমস্ত জগতীয় লোকদিগের বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ানদিগের কুশলচিন্তা করি-

তেছেন। কিন্তু হায় ২ এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতাদিগকে অপ্রেমক দেখা যায়। তাহাদের নিষ্ঠুরতা শ্রুতা হইলে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয় বিশেষতঃ প্রেম করা দূরে থাকুক যাহারা কিঞ্চিৎ ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন কিম্বা করিতেছেন তাহাদের আত্মীয়ের মধ্যে অনেক ২ অপ্রেমের কর্ম্ম দেখিতে ও শুনিতে পাই তাহা লেখনীর দ্বারা লিখিতে অক্ষম হইলাম। ইহার মধ্যে কেহ ২ পেন্টলুন ও চাপকান ও কেহ ২ জ্যাকেট পরিধান করিয়া বোধ করেন যে আমরা সভ্য হইয়াছি সাহেবেরা বিশেষতঃ মিশেনরিগণ আমাদিগকে মান্য করেন ও বসিতে চৌকি প্রদান করিয়া থাকেন ও কর গ্রহণ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন এবং আমার প্রিয় বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। অতএব সামান্য খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত কথোপকথন করিলে ও তাহাদিগের সহ একাসনোপবিষ্ট হইলে কিম্বা একত্র ভোজন করিলে আমাদের লজ্জা হইবেক। অতএব হে বিদ্যাভিমানিগণ তোমরা প্রেরিত পৌল যে কথা বলেন তাহা স্মরণ কর যথা যদি ভবিষ্যদ্বাক্য থাকে তবে তাহারও লোপ হইবেক ও যদি নানা ভাষা থাকে তবে তাহারও নিবৃত্তি হইবে ও যদি বিদ্যা থাকে তবে তাহার লোপ হইবে কিন্তু প্রেমের লোপ কদাচ হইবে না আর আমাদের প্রভুর নম্রতা স্মরণ কর তিনি ঈশ্বর রূপী হইয়া দাস রূপী হইলেন এবং আপন শিষ্যেরদের চরণ পর্য্যন্ত ধৌত করিয়াদিলেন। এক্ষণে নিবেদন এই যে যাহারা আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে না তাহারা কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রেম করিবে। ইহারা যে সামান্য লোককে প্রেম করে না তাহার আরো অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু পত্র বাহুল্য ভয়ে কেবল দুই প্রমাণ পাঠক মহাশয়দিগের গোচর করিতেছি। কোন বিদ্যাবান খ্রীষ্টীয়ানের ঘরে মালির কর্ম্ম করে এমত এক খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতার স্ত্রী গিয়াছিল অনন্তর পিপাসার্ত্তা হইলে কাতরোক্তি করিয়া জল যাজ্ঞা করাতে ঐ বিদ্যাবান বাবু সত্ত্বেও তাহার স্ত্রী কহিল বেহারা

এক মাটিকী ভাড়মে কর্‌কে গোছোল খানাশে পানি লেকে ইশী অওরৎকো পেনেকাস্তে দেও! ঐ স্ত্রী এই কথা শুনিয়া অতি দুঃখিতা হইয়া রোদন বদনে ফিরিয়া আইল ইহাতে পাঠক মহাশয়েরা দেখুন একি অপ্রেমের কর্ম্ম নহে। দ্বিতীয় প্রমাণ এক দিবস কোন এক দুঃখী ভ্রাতা কোন বিদ্যাবান ভ্রাতার ভবনে অভ্যাগত হইয়া তাহার পত্নীকে মেম সাহেব না বলিয়া মাতা ঠাকুরাণী বলাতে উভয়ে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত ঘূর্ণায়মান লোচনে প্রাগুক্ত সুদীন ভ্রাতাকে যথোচিত অপমান পুরঃসর বিদায় করিলেন। অতএব পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন মাতা ঠাকুরাণী এই যে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বাক্য তাহা অবশ্য তিনি জানেন কিন্তু সাহেবাভিমানে হিন্দু সম্বন্ধ সম্ভাষে তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি হইল। বিবেচনা করুন ইহাতে যদি ক্রোধোৎপত্তি হয় তবে প্রেমের স্থান আর কোথায়? ফলতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মেম কি সাহেব নাম ধারণ কি পেণ্ট-লুন পরিধান কি মেজেতে খানা খাওয়া ইত্যাদিতে হয় না কিন্তু কেবল খ্রীষ্টের প্রতি এক দৃঢ়তর বিশ্বাস দ্বারাই হয়। অতএব যাহারা এমত কর্ম্ম করে তাহাদের দ্বারা কোন উপকার হইতে পারে না সুতরাং বোধ হয় অন্যান্য দর্শকের-দের সকণ্টক পথের ন্যায় বাধকতা হইয়াই উঠে। কিন্তু চৈত্র মাসের ৩ তারিখ সুধাংশু সম্বাদে সুধাংশু সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন টোমরা কোঠায় ঠাকো এ প্রকার উচ্চারণ সত্যার্ণবের লেখক কেবল অলঙ্কারার্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। উত্তর অহঙ্কার বহু রূপ হয় আর যে অহঙ্কারের প্রভাবে মহা২ রাজ্য ও প্রতাপশীল রাজবর্গ রসাতলে গিয়াছেন ও যে অহঙ্কারে আপন ভগিনী কিম্বা ভ্রাতাকে পানার্থ গোছল খানার জল দিয়া থাকেন ও যে অহঙ্কারে কাল্পনিক মেমকে মেম সাহেব না বলিয়া মাতৃ সম্বোধন করিলেও দৈহিক দণ্ডোদ্যম হয় সেই অহঙ্কারে টোমরা কোঠায় ঠাকো এ প্রকার উচ্চারণ যে করাইবে এ কোন আশ্চর্য্য কথা

আর সত্যার্ণবের লেখকের এ বিষয় সপ্রমাণ করণে কারণাভাব নাই নিবেদন অলমতিবিস্তরেণ।

জগতি জন সমূহে যে জনাঃ প্রেমশূন্যা ন ভবতি খলু তেষামীশ্বরে প্রেমলেশঃ। বিবিধগুণযুতশ্চেদীশ্বরে প্রেমহীনো ভবতি নিরয় গামী নান্যথা স্যাৎ কদাপি।

আমরা দুই জনেই বহু।

স্পেক্টেটর নং ৬৮।

অস্মদ্ নিয়োজিত সমাজে বহু২ লোকের সমাগম হওন প্রযুক্ত কথোপকথন হইতে২ বিবধ প্রকার মনোগত যুক্তি ও বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে পারে এমত লোকে অনুভব করে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বহু মনুষ্যের সমাগম স্থানে কথা-বার্ত্তা বিশেষতঃ আয়ত না হইয়া বরং অনায়ত অথচ সংক্ষেপ হইয়া উঠে। কোন বিষয় উপলক্ষে যৎকালীন বহু লোক একত্র হইয়া বাদানুবাদ করে তৎকালীন তাহাদিগের বাক্যালাপ সামান্যতঃ রীতি নীতি ইত্যাদির বিষয়ে আবদ্ধ হয়। আর যে স্থানে নর ও নারীগণের লঘু সভা হয় সে স্থানে কালাকালের ভাব ও দেশ বিদেশের সংবাদ ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের বাক্যালাপ হইয়া থাকে। অতি ক্ষুদ্র সমাজে যতোধিক লোকেরা সংযুক্ত ও সম্মিলিত হয় ততোধিক তাহাদের কথাবার্ত্তা সরল ও আলাপীয় ও অকপট অথচ সুস্পষ্ট হইয়া আইসে কিন্তু দুই জনের মধ্যে সবিশেষ আত্মীয়তা থাকিলে তাহাদিগের বাক্যালাপ অকপট ও জ্ঞান বর্দ্ধক ও অসংশয়াপন্ন হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে যেহেতুক এবম্প্রাকার অভীষ্ট বিষয়ে মনোগত যুক্তি ও কল্পনা ইত্যাদির বাহুল্য ও প্রবলতা প্রযুক্ত জন ও পদার্থ বিষয়ক নিগূঢ় অথচ শুদ্ধ জ্ঞান সকল ও বিবেচনার শক্তি ও লাবণ্য ইত্যাদি বিষয় সকলে অসন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া

জনেক স্বীয় বন্ধু সন্নিধানে তাহার পরীক্ষার্থ অবলীলাক্রমে সমুদায় মানস ব্যক্ত করে ।

টলী নামক বিজ্ঞবর এক ব্যক্তি কহেন যে বন্ধুতা দুঃখের সহভাগী ও সুখোৎপত্তির প্রধান কারণ হওয়াতে ক্লেশের বিনাশক ও হর্ষের উৎপত্তিকর হয় । তৎকালীন বিরচক মহাশয়েরাও মিত্রতার বিষয়ে তাদৃশ উক্তি করিয়াছেন । স্যার ফ্রানশিস বেকন ইহা সবিশেষ বর্ণনা করত বন্ধুতাকে প্রেমানুরাগের ফল স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । নীতি বিষয়ক প্রসঙ্গের মধ্যে যাদৃশ মিত্রতার বিষয় বিরচিত হইয়াছে তাদৃশ আর কিছু হয় নাই । প্রীতি সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের মধ্যে যাহা ২ উক্ত হইয়াছে তন্মধ্য হইতে কএকটি অত্যুৎ. কৃষ্ট যুক্তি পূর্ব্বকালীন এক গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থ হইতে নিবেদন করি । ঐ গ্রন্থ সাইরকের পুত্রের জ্ঞানাঞ্জন উপাধিতে বিখ্যাত আছে আর যদ্যপি তাহা কনফিউসিয়স কিম্বা গৃক দেশীয় কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের নামে প্রচলিত হইত তবে আধুনিক গ্রন্থ কর্ত্তারা তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করিতেন । সৌশীল্যাচার ও কোমলান্তঃকরণ দ্বারা বন্ধুতা উপার্জ্জন করণের পন্থা সবিশেষ বর্ণনা করত তিনি এই উপদেশ দেন ইদানীন্তন এক জন গ্রন্থলেখক বলেন যে এবম্ভূত অধ্যাপনা সৎকৃত । সে যাহা হউক । পূর্ব্বোক্ত উপদেশক কহেন যে মঙ্গলেচ্ছুক অনেক আছে কিন্তু বন্ধু অত্যল্প । মিষ্ট বাক্যে মিত্রতা বৃদ্ধি করে । সরল অথচ অকপটোক্তিতে প্রশংসা বৃদ্ধি করে । শান্তি ও সুপ্রণয়ে বাস করহ এবং সহস্র লোকের মধ্যে সুপরামর্শক এক জন মাত্র মনোনীত কর, নির্ব্বাচন বিষয়ে তিনি কি পর্য্যন্ত সুবিজ্ঞতা পূর্ব্বক আমাদিগকে পরামর্শ দেন । বিশ্বাসঘাতক ও আত্ম স্বত্বাভিলাষী যে মিত্র তাহার ব্যবহার উক্ত গ্রন্থ কর্ত্তা অতি যথার্থ অথচ সুরসিকতা পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন, যদ্যপি তুমি বন্ধু লাভ করিতে চাহ তবে তাহাকে বিশ্বাস করণে সত্বর

না হইয়া বরং তাহাকে প্রথমতঃ পরীক্ষা কর যেহেতুক মিত্র স্বার্থপর হইলে সে স্বীয় অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ করিয়া তোমার বিপদ কালে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিবেক। আর কোন২ সখা তোমার শত্রু হইয়া তোমার সহিত বিবাদ করত তোমার গ্লানি ও কুৎসা করিবে। পুনশ্চ কোন২ সুহৃদ্ কেবল স্বীয় উদর পরিপূর্ণ করণাশয়ে আত্মীয় হইয়া বিপদ কালে অদৃশ্য হয়েন; তোমার সৌভাগ্যাবস্থায় সে তোমার সদৃশ হইয়া তোমার দাস ও দাসীগণের উপরে প্রভুত্ব করিবেক কিন্তু তোমার দুরবস্থা হইলে বিরুদ্ধাচরণ করিবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী পদটী যাদৃশ তীক্ষ্ণ অথচ বলবান তাদৃশ অন্য আর সুগোচর হয় না যথা তোমার শত্রু হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া বন্ধুগণ হইতে সাবধান হও। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয় আত্মীয়তার বিষয়ে যে সকল ফলাফল বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তিনি একটি ফল সবিশেষ বিরচিত করত হৃদ্যতার বিষয়ে যাহা প্রশংসা করেন তাহা যথার্থ ও অত্যুৎকৃষ্ট, যথা এক বিশ্বস্ত বন্ধু বলবান দুর্গ স্বরূপ এবং এবম্ভূত বন্ধুকে যে জানিতে পারিয়াছে সে এক মহারত্ন লাভ করিয়াছে। এক বিশ্বস্ত মিত্রের সমান কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না এবং তাহার গুণাগুণ যে বহুমূল্য এমত কহিতে হইবে। যাথার্থিক সুহৃদ জীবনের ঔষধ স্বরূপ, আর এবম্প্রকার মিত্র ঈশ্বর ভয়কারি লোকেরা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মেতে ভীত জনের আত্মীয়তা তিনিই সুপথগামী করান্ কারণ সে যেমন তাদৃশ তাহার বন্ধুও হইবেক. ইহ লোকে যে সকল ক্লেশ ও দুঃখ আমাদের অবস্থাতে স্বভাবতঃ জড়ীভূত আছে তাহার উপশম ও বিরতি করণ জন্য যে বন্ধুতা এ স্থলে ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সাধু জন যে ধার্ম্মিক মিত্র প্রাপ্ত হইবে এতদ্দ্বয় বিষয়ে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা কথন বাহুল্য।

NOTICE TO SUBSCRIBERS.

Persons subscribing 12 Rs. per annum will be supplied with 12 copies of each number monthly.

All subscriptions to be paid in advance and to be forwarded to E. Edmonds Esq. Circular Road.

All advertisements not exceeding 4 lines will be charged for at the rate of 4 As. for each insertion, and one anna for each extra line.

SUBSCRIPTIONS &c FOR THE SATYARNABA

(Received from August to 23rd September 1850.)

W. H. Elliott Esq...	2	4	0
Rev. C. Bomswetch, ...	13	8	0
Baboo Dwarkanath Banerjea,....	1	2	0
,, Horish Chunder Ghosal,....	0	3	0
,, Gour Mohun Doss,....	0	3	0
,, Chunder Siker Banerjea,....	0	3	0
,, Gobind Chunder Nundy,....	0	3	0
,, Greesh Chunder Serma,....	0	3	0
,, Bhyrub Chunder Dutt,....	0	3	0
,, Judunath Banerjea,..	0	9	0
Proprietor of the Sudhamshu for Advertizements,....	0	7	0

No 5 Lower Circular Road E. EDMOND.

SUBSCRIPTIONS FOR THE SATYARNABA

(Received from 26th October to 26th November 1850.)

Rev. W. Keane, ...	20	0	0
F. DeRozario Esq.	1	8	0
Baboo Tara Churn Banerjea, ...	1	2	0
,, Guru Das Maitra, ...	0	9	0
,, Judunath Banerjea, ...	1	2	0

No 5 Lower Circular Road.

E. Edmond.

SUBSCRIPTIONS FOR THE SUTYARNABA.

(Received up to 27th August 1850.)

Miss Savile, ...	1	2	0
Mr. E. Edmond, ...	12	0	0
Rev. J. Long, ...	48	0	0
Rev. C. E. Driberg.	2	0	0
Baboo Muttylall Mitter, ..	0	3	0
Cash—3 copies, ...	0	4	6
Rev. H. Thomas, ...	12	0	0
Rev. G. G. Cuthbert, ...	12	0	0
Rev. T. Sandys, ...	12	0	0
Rev. H. Huttton,..	12	0	0
Rev. R. B. Boswell, ...	12	0	0
A. Edlin, Esq.	2	4	0
W. J. Longmore, Esq. ..	1	2	0
E. J. Birch, Esq.	1	2	0
Baboo Mohesh Chunder Banerjea, ...	0	9	0
Rev. J. Innes, ...	12	0	0
Baboo Rookni boluba Mookerjea, ...	1	0	0
H. G. Oxborough, Esq. ..	1	2	0
John Wallis, Esq.	1	2	0
Rev. C. Davies, ...	12	0	0
Cash—3 copies, ...	0	4	6
Baboo Nobo Comar Ghose,	1	2	0
Rev. Krishna Mohana ... Banerjea........	12	0	0
Cash—2 copies, ...	0	3	0
Baboo Bipro Churn Chukkerbutty, ...	1	2	0
Baboo Gopal Chunder Laha, ...	1	2	0
Rev. A. Hamilton, ...	12	0	0

☞ Note.—Subscribers who have not yet paid their Subscriptions are requested kindly to send them to the undersigned.

No. 5 Lower Circular Road. E. EDMOND.

On the First Saturday in September will be published the first number of a new weekly Newspaper in Bengali,

THE SUNBAD SUDHAMSHU,

EDITED BY REV. K. M. BANERJEA.

Terms 4 As. per Month, or Co.'s Rs. 1-4 for six Months payable in advance.

Apply to Monmohun Doss, Christ Church, Cornwallis square, Calcutta.